গদ্যগ্রন্থাবলী, ৯ম ভাগ

RARE BOOK
NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4133
Date 8/7/09
CALCUTTA

প্রহসন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ।৵০ আনা।

সূচী।

১। গোড়ায় গলদ্
২। বৈকুণ্ঠের খাতা

গোড়ায় গলদ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চন্দ্রকান্তের বাসা।

বিনোদবিহারী। নলিনাক্ষ। চন্দ্রকান্ত।

চন্দ্র। আচ্ছা বিনুদা, সত্যি বলনা, ভাই, জগৎটা কি বেবাক্ শূন্য মনে হয়?

নলি। তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে! তোমার হয় না না কি? আমাদের ত হয়!

চন্দ্র। তবু কি রকমটা হয় শুনিই না!

নলি। বুঝ্‌তে পারচ না? সমস্ত কেমন যেন শূন্য—যেন ফাঁকা—যেন মরুভূমি—

চন্দ্র। যেন নেড়া মাথার মত! আমারো বোধ করি ঐ রকমই মনে হয় কিন্তু ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে—আচ্ছা, বিনুদা, জগৎটা যদি মরুভূমিই হল—

বিনোদ। বড্ড বেজার কল্লে যে হে! কে বল্‌চে মরুভূমি! তা হলে পৃথিবীসুদ্ধ এতগুলো গরু চরে বেড়াচ্চে কোন্ খানে! জগতে গরুর খাবার ঘাসও যথেষ্ট আছে এবং ঘাস খাবার গরুরও অভাব নেই!

চন্দ্র। দিব্যি গুছিয়ে বলেছ বিনু! ঐ যা বল্লে ভাই! সবাই কেবল চিবচ্চে আর জাওর কাটুচে আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে—কিছু একটা হচ্চে না—

বিনোদ। কিছু না কিছু না! দেখ না, দুটি ব্রাহ্মণ এবং একটি কায়স্থকুলতিলক বসে বসে খোপের মধ্যে দুপুরবেলাকার পায়রার মত সমস্ত ক্ষণ কেবল বক্‌বক্ করচি তার না আছে অর্থ, না আছে তাৎপর্য্য!

নলি। ঠিক! না আছে অর্থ, না আছে কিছু!

চন্দ্র। কিন্তু সত্যি কথা বলচি, ভাই নলিন, রাগ করিস্‌নে, এ সব কথা বিন্দার মুখে যেমন মানায় তোর মুখে তেমন মানায় না! তুই কেমন ঠিক সুরটি লাগাতে পারিস্‌নে! বিনু যখন বলে জগৎটা শূন্য—তখন দেখতে দেখতে চোকের সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ঘষা পয়সার মত চেহারা বের করে।

বিনোদ। চন্দ্র, তোমার কাছে কথা কয়ে সুখ আছে, তার মধ্যে দুটো নতুন সুর লাগাতে পার! নইলে নিজের প্রতিধ্বনি শুনে শুনে নিজের উপর বিরক্ত ধরে গেল।

নলি। ঠিক বলেচ। বিরক্ত ধরে গেছে। প্রাণের কথা কেউ বুঝতে পারে না—

বিনোদ। নলিন্ সকাল বেলাটায় আর তোমার প্রাণের কথা তুলো না—একটু চুপ কর ত দাদা! আজ রবিবারটা আছে, আজ একটা কিছু করা যাক্, যাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

চন্দ্র। ঠিক বলেচ! ওষুধের শিশির মত নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা

দিন নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক—নইলে শরীরে যা কিছু পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিতিয়ে গেল! কি করা যায় বল দেখি! চল, গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক্।

বিনোদ। হাঁ—গড়ের মাঠে কে যায়! তুমিও যেমন!

চন্দ্র। তবে ক্লাবে চল!

বিনোদ। রাম! কেবল কতকগুলো মনুষ্যমূর্ত্তি দেখে আসা, তাও আবার প্রায়ই চেনা লোক।

চন্দ্র। তবে এক কাজ করা যাক্। চল আমরা বোষ্টম্ ভিক্ষুক সেজে বেরিয়ে পড়ি—দেখি তিনটে প্রাণী সমস্ত দিন সহরে কত ভিক্ষে কুড়তে পারি।

বিনোদ। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড় ল্যাঠা!

চন্দ্র। তা হলে আর একটা প্ল্যান্ মাথায় এসেচে—

বিনোদ। কি বল দেখি!

চন্দ্র। যেমন আছি এমনিই বসে থাকি!

বিনোদ। ঠিক বলেচ! সেটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি। আজ তবে এম্‌নি বসে থাকাই যাক্।—দেখ দেখি চন্দর, এ'কে কি বেঁচে থাকা বলে! সোমবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত কেবল কালেজ যাচ্চি আইন পড়চি আর সেই পটলডাঙ্গার বাসার মধ্যে পড়ে পড়ে ট্র্যামের ঘড়্‌ঘড় শুন্‌চি। হপ্তার মধ্যে একটার বেশী রবিবার আসে না তাও কিসে খরচ করব ভেবে পাওয়া যায় না!

চন্দ্র। আচ্ছা বর্ষার দিনে যেমন চালকড়াইভাজা তেমনি রবিবার দিনে কি হলে ঠিক হ'ত বল দেখি বিন্দা!

বিনোদ। তবে সত্যি কথা বল্‌ব! অ্যাঁ! একটি রাঙা পাড়, একটু মিষ্টি হাসি, দুটো নরম কথা,—তার থেকে ক্রমে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, ক্রমে অশ্রুজল, ক্রমে ছট্‌ফটানি—

চন্দ্র। এমন কি, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত—

বিনোদ। হাঁ—এই হলে জীবনটার একটুখানি স্বাদ পাওয়া যায়! ভাই, ঐ কালো চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মিষ্টিমুখের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশল না হলে এই রোজ রোজ নিরিমিষ দিনগুলো আর ত মুখে রোচে না! কেবল এই শুক্‌নো বইয়ের বোঝা টেনে এই পঁচিশটা বৎসর কি করে কাট্‌ল বল দেখি?

চন্দ্র। এর চেয়ে সাধের মানব জন্ম একেবারেই ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কোন গতিকে একটা ইংরেজ নভেলিষ্টের মাথার মধ্যে সেঁধতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একখানি তক্‌তকে বয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরতুম—কখনো ঈডিথ, কখনো এলেন, কখনো লিওনোরার সঙ্গে বেশ ভাল ইংরিজিতে প্রেমালাপ করচি—মেয়ের বাপ বিয়ে দিতে চাচ্চে না, মেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাচ্চে, শেষকালে নভেলের শেষ পাতায় বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দুটিতে মিলে ঘরকর্‌না করচি—হুহু করে এডিশনের পর এডিশন্‌ উঠে যাচ্চে আর পাঁচ পাঁচ সিলিঙে বিক্রি হচ্চি!

বিনোদ। চমৎকার! কত মেরি, ফ্যানি, ল্যুসির হাতে হাতে কোলে কোলে দিনপাত করা যাচ্চে! যে সব নীল চোখ কোন জন্মে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাতও কর্‌ত না তারা হুহু শব্দে আমাদের জন্যে অশ্রু-বর্ষণ কর্‌চে। তা না হয়ে জন্মালুম বাঙ্গালীর ঘরে—কেবল একুইটি আর এভিডেন্স অ্যাক্ট মুখস্থ করে করেই দুর্লভ জীবনটা কাটালুম!

নলিনাক্ষ। চল্লুম ভাই বিনোদ। আমি থাক্‌লে তোমার ভাল লাগে না, তোমাদের গল্প জমে না—চন্দর ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার প্রাণের কথা হয় না—"ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালবাসে না!" (দ্রুত প্রস্থান)

বিনোদ। এই দেখ। রোম্যান্সের কথা হচ্ছিল এই এক রোম্যান্স।

পোড়া অদৃষ্ট এম্নি, ভালবাসা বল যা বল সবই জুটল কেবল বিধির বিপাকে একটু ব্যাকরণের ভুল হয়েই সব মাটি করে দিয়েচে!

চন্দ্র। কেবল একটা দীর্ঘ ঈর জন্যে। নলিনাক্ষ না হয়ে যদি নলিনাক্ষী হত। হায় হায়। কিন্তু তা হলে এই মিস্কে চন্দ্রবিন্দুটাকে লোপ করে দেবার জায়গা পেতে না!

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। কি হচ্চে।

বিনোদ। যা রোজ হয় তাই হচ্চে।

নিমাই। সেণ্টিমেণ্টাল আলোচনা! তোমাদের আচ্ছা এক কাজ হয়েছে যা হোক্। ওটা একটা শারীরিক ব্যামো তা জান। বেশ ভাল করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁসতে পারে না। আর আধপেটা করে খাও, আর অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অম্নি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে ভারি মাথাব্যথা পড়ে যায়—জান্‌লার কাছে বসে বসে মনে হয় কি যেন চাও—যা চাও সেটি যে হচ্চে বাইকার্ব্বোনেট অফ সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

বিনোদ। তা যদি বল তা হলে জীবনটাই ত একটা প্রধান রোগ, এবং সকল রোগের গোড়া। জড়পদার্থ কেমন সুস্থ আছে—মাঝের থেকে হঠাৎ প্রাণ নামক একটা ব্যাধি জুটে প্রাণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। বাতাসে একটা ঢেউ উঠল অমনি কাণের মধ্যে ভোঁ করে উঠল ঈথর একটু নড়ে উঠল অমনি চোখের মধ্যে চিক্‌মিক্ করতে লাগ্‌ল, সকালবেলায় উঠেই পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করতে আরম্ভ করেচে—এ কি কখনো স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে। স্বাভাবিক যদি বলতে চাও সে কেবল কাঠ পাথর মাটি—

নিমাই। আরে, অতটা দূরে গেলে ত কথাই নেই। কিন্তু তোমরা

ঐ যে যাকে ভালবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মত তারো একটা ওষুধ বের হবে। বালক বালিকাদের যেমন হাম হয়, যুবক যুবতীদের তেম্‌নি ঐ একটা স্নায়ুর উৎপাত ঘটে, কারো বা খুব উৎকট, কারো বা একটু মৃদু রকমের। যখন ও রোগটা চিকিৎসাশাস্ত্রের অধীনে আস্‌বে তখন লক্ষণ মিলিয়ে ওষধ ঠিক্ করতে হবে—ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে—আচ্ছা, ওকে কি তোমার সর্ব্বদাই মনে পড়ে? তার কাছে থাক্‌লে বেশী ভাল বাসা বোধ হয়, না দূরে গেলে? তাকে দেখতে আস, না, দেখা দিতে আস? এই সমস্ত নির্ণয় করে তবে ওষুধ আন্‌তে হবে।

চন্দ্র। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরবে—"হৃদয়বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহ নিবারিণী বটিকা। রাত্রে একটি সকালে একটি সেবন করিলে সমস্ত বিরহ দূর হইয়া অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইয়া যাইবে!"

বিনোদ। আবার প্রশংসা পত্র বেরবে—কেউ লিখবে "আমি একাদিক্রমে আড়াইমাস কাল আমার প্রতিবেশিনীর প্রেমে ভুগিতে-ছিলাম—নানারূপ চিকিৎসায় কোন আরাম না পাইয়া অবশেষে আপনার জগদ্বিখ্যাত প্রেমাঙ্কুশ রস পান করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি-য়াছি—এক্ষণে উক্ত প্রতিবেশিনীর জন্য ভ্যালুপেয়েব্লে বড় একশিশি পাঠা-ইয়া বাধিত করিবেন, তাঁহার ব্যাধিটা আমার অপেক্ষাও অনেক প্রবল জানিবেন। ইতি

নিমাই। ওহে চন্দর, তামাক ডাক। তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর তোমাদের আর তামাকের দরকার হয় না, আমরা পৃথিবীতে থাকি আমাদের তামাকটা পানটা, এমন কি, সামান্য ভাতটা ডালটারও আবশ্যক ঠেকে।

চন্দ্র। বটে বটে, ভুল হয়ে গেছে. মাপ কর নিমাই। ওরে ভুতো,

—আবাগের বেটা ভূত—তামাক দিয়ে যা।—আচ্ছা ভাই বিনু, মেয়ে-মানুষের কথা যে বলছিলে কি রকম মেয়েমানুষ তোমার পছন্দসই? তোমার আইডিয়ালটি কি আমাকে বল দেখি।

বিনোদ। আমি কি রকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার যো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়—পালাতে গেলে ধরে টেনে নিয়ে আসে। যে শরতের আকাশের মত এদিকে বেশ নির্ম্মল কিন্তু কখন্ রোদ উঠবে, কখন্ মেঘ করবে, কখন্ বৃষ্টি হবে, কখন্ বিদ্যুৎ দেখা দেবে, তা স্বয়ং বিজ্ঞানশাস্ত্রের পিতৃপিতামহও ঠিক করে বল্‌তে পারে না।

চন্দ্র। বুঝেছি—যে কোনকালেই পুরোণো হবে না। মনের কথা টেনে বলেচ ভাই! কিন্তু পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কি না, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনে বহুকেলে পড়া পুঁথির মত হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢল্‌ঢল্ করচে, পাতাগুলো দাগী হয়ে খুলে আস্‌চে—কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ—তা ছাড়া যেখানে খুলে দেখ সেই এক কথা—"কমলিনী অতি সুবোধ মেয়ে, সে ঘরকন্নায় কদাচ আলস্য করে না; সে প্রত্যূষে উঠিয়াই গৃহমার্জ্জন এবং গোময় লেপন করে; যথা সময়ে স্বামীর অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখে, যাহাতে তাঁহার আপিসে যাইতে বিলম্ব না হয়; আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাড়ু গামছা ঠিক্ করিয়া রাখে এবং রাত্রিকালে তাঁহার মশারি ঝাড়িয়া দেয়!" আগাগোড়া একটা নীতি উপদেশের মত। স্ত্রী হবে কেমন,—রোজ এক এক পাতা ওল্টাব আর এক-একটা নতুন চ্যাপ্টার বেরবে!

নিমাই। অর্থাৎ কোন দিন বা গৃহমার্জ্জন করবে, কোন দিন বা স্বামীর পৃষ্ঠমার্জ্জন কর্‌বে! একদিন বা মেঝেতে গোময় লেপন কর্‌লে একদিন বা স্বামীর পবিত্র মাথার উপর ঘোল সেচন কর্‌লে—পূর্ব্বাহ্নে কিছুই ঠিক কর্‌বার যো নেই।

চন্দ্র। সে যেন হল—আর চেহারাটা কি রকম হবে?

বিনোদ। চেহারাটি বেশ ছিপ্‌ছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।" অর্থাৎ যাকে দেখে মনে হবে অতি ক্ষীণ বল—অস্তিত্বটুকু কেবল নামমাত্র—অথচ ঐটুকুর মধ্যে যে এত লীলা এত বল এত কৌতুক তাই দেখে পলকে পলকে আশ্চর্য্য বোধ হবে। যেন বিদ্যুতের মত, একটি মাত্র আলোর রেখা—কিন্তু তার ভিতরে কত চাঞ্চল্য, কত হাসি, কত বজ্রতেজ!

চন্দ্র। আর বেশী বল্‌তে হবে না—আমি বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যর মত চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, ছিপ্‌ছিপে; অম্‌নি, চল্‌তে ফির্‌তে ছন্দটি রেখে চলে, কিন্তু এদিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত তাঁর টীকে ভাষ্য করে থই পায় না! বুঝেছ বিন্দা, আমিও তাই চাই, কিন্তু চাইলেই ত পাওয়া যায় না—

বিনোদ। কেন, তোমার কপালে ত মন্দ জোটেনি!

চন্দ্র। মন্দ বল্‌তে সাহস করিনে—কিন্তু ভাই পদ্য নয় সে গদ্য,—বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে তৈরি করেন নি, কলমে যা এসেচে তাই বসিয়ে গেছেন—এই প্রতি দিন যে ভাষায় কথাবার্ত্তা চলে তাই আর কি! ওর মধ্যে বেশ একটি ছাঁদ পাওয়া যাচ্চে না!

নিমাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কি রকম ছাঁদ সেটাও ত দেখ্‌তে হবে! বিনোদ লেখক মানুষ ওর মুখে সকল রকম ক্ষ্যাপামিই শোভা পায়, ও যদি হঠাৎ মাঝের থেকে বিদ্যুৎ কিংবা অনুষ্টুভ ছন্দকে বিয়ে করে বসে ও তাদের সাম্‌লাতে পারে, বরঞ্চ ওকে নিয়েই তারা কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু চন্দর দা, তোমার সঙ্গে একটি আস্ত পদ্য জুড়ে দিলে কি আর রক্ষে ছিল! এক লাইন পদ্য আর এক লাইন গদ্যে কখনো মিল হয়?

চন্দ্র। সে কথা অস্বীকার কর্‌বার যো নেই। কিন্তু আমাকে

বাইরে থেকে যা দেখিস্ নিমাই, ভিতরে যে কিছু পদ্য নেই তা বল্‌তে পারিনে। আমি, যাকে বলে, চম্পূকাব্য! গঙ্গাজল ছুঁয়ে বল্লেও কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু মাইরি বল্‌চি আমারো মন এক এক দিন উড়ু উড়ু করে—এমন কি, চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়ে পড়ে এমনো ভেবেচি আহা, এই সময় প্রেয়সী যদি চুলটি বেঁধে গাটি ধুয়ে একখানি বাসন্তীরঙের কাপড় পরে' একগাছি বেলফুলের মালা হাতে করে' নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয়, আর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বল্‌তে থাকে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

প্রেয়সীও আসে, দুচার কথা বলেও থাকে কিন্তু আমার ঐ বর্ণনার সঙ্গে ঠিকটি মেলে না!

নিমাই। দেখ বিনোদ, তোমাদের সঙ্গে একটা বিষয়ে, আমার ভারি মতের অনৈক্য হয়। মেয়ে মানুষ যদি বড্ড বেশী জ্যান্ত গোছের হয় তাকে নিয়ে পুরুষের কখনই পোষায় না। দুজন জ্যান্ত লোকে কখনো রীতিমত মিল হতে পারে? তোমার কাপড়টি যেমন বেশ নির্ব্বিবাদে গায়ে লেগে রয়েচে স্ত্রীটি ঠিক তেম্‌নি হওয়া চাই—এ বিষয়ে আমি ভাই সম্পূর্ণ রক্ষণশীল কিংবা স্থিতিশীল, কিংবা যা' বল!

চন্দ্র। তা বটে! মনে কর তোমার জামাটাও যদি জ্যান্ত হত, প্রতি কথায় দুজনে আপোষ কর্ত্তে কর্ত্তেই দিন যেত, ফস করে যে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে পরে' ফেল্‌বে তার যো থাকৃত না! তুমি যখন বোতাম আঁটতে চাও সে হয় ত তার গর্ত্তগুলো প্রাণপণে এঁটে বসে রইল! তোমার নেমন্তন্ন আছে, ক্ষিধের পেট চোঁ চোঁ কর্‌চে, তোমার শাল অভিমান করে বসে আছেন; যতই টানাটানি কর কিছুতেই তাঁহার আর ভাঁজ খোলে না!

নিমাই। সেই কথাই বল্‌চি। দেখিস্ আমি যাকে বিয়ে কর্‌ব সে

মাটি থেকে মুখ তুল্‌বে না, তার হাসি ঘোমটার মধ্যেই মিলিয়ে যাবে, তার পায়ের মলের শব্দ শুন্‌তে কাণে দূরবীন্ কষতে হবে। যাহোক্ বিনোদ, তুমি একটা বিয়ে করে ফেল! সর্ব্বদা তুমি যে মনটা বিগ্‌ড়ে বসে রয়েছ, সে কেবল গৃহলক্ষ্মীর অভাবে। পূর্ব্বকালে সে ছিল ভাল, বাপমায়ে ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে দিত—একেবারে শিশুকালেই প্রেম-রোগের টীকে দিয়ে রাখা হত।

চন্দ্র। আমিও বিনুকে এক একবার সে কথা বলেচি। একটি স্ত্রী সহস্র দুশ্চিন্তার জায়গা জুড়ে বসে থাকেন—বেদ্‌নার উপরে যেমন বেলেস্তারা, অন্যান্য ভবযন্ত্রণার উপরে স্ত্রীর প্রয়োগটাও তেম্‌নি!

পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ।

বিনোদ। ঐ শোন, সেই গান হচ্চে।

নিমাই। কার গান হে?

চন্দ্র। চুপ করে খানিকটা শোনই না; পরে পরিচয় দেব।

(গান)

বিনোদ। চন্দ্র, আজ কি করব ভাব্‌ছিলুম, একটা মৎলব মাথায় এসেচে!

চন্দ্র। কি বল দেখি!

বিনোদ। চল—যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসিগে।

চন্দ্র। বল কি!

বিনোদ। একটা ত কিছু করা চাই! আর ত বসে বসে ভাল লাগ্‌চে না। বিয়ে করে আসা যাক্ গে? অমনতর গান শুন্‌লে মানুষ খামকা সকল রকম দুঃসাহসিক কাজই করে ফেল্‌তে পারে।

চন্দ্র। কিন্তু দেখাশুনো ত করবে, আলাপ্ পরিচয় ত কর্‌তে হবে?

আমাদের মত ত আর বাপমায়ে দু'হাতে চোখ কাণ বুজে ধরে বিয়ে গিলিয়ে দেবে না!

বিনোদ। না, আমি তাকে দেখ্‌তে চাইনে। মনে কর আমি কেবল ঐ গানকেই বিয়ে কর্‌চি। গান ত দৃষ্টিগোচর নয়।

চন্দ্র। বিনু, এ কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্চে? কেবল গান বিয়ে কর্ত্তে চাস্‌ ত একটা আগিন কেন্‌ না? এ যে ভাই মানুষ, বড় সহজ জন্তু নয়? এ যেমন গান গাইতে পারে তেমনি পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতে পারে। একই কণ্ঠ থেকে দু' রকম বিপরীত সুর বের করতে পারে। গানটি পেতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আস্ত স্ত্রীলোকটিকেও নিতে হয় এবং তাঁকে নিতে গেলেই একটু দেখেশুনে নেওয়া ভাল।

বিনোদ। না ভাই আসল রত্নটুকুর অনুসন্ধান পাওয়া গেছে, এখন চোখ কাণ বুজে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আহা, একবার ভেবে দেখ দেখি চন্দ্র, প্রত্যেক দিনটির সঙ্গে সকালে সন্ধে দুটি একটি করে তেমন-তেমন মিষ্টি সুর যদি লাগে, তা হলে জীবনের এক একটা দিন এক এক পাত্র মদের মত এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলা যায়—

চন্দ্র। এখন বুঝি কেবল মুখ সিট্‌কে চিরেতা খাচ্চিস্‌?

বিনোদ। তা নয় ত কি? তুমি যে দেখে নিতে বল্‌চ, দেখ্‌ব কাকে? মানুষ কি চোক চাইলেই চেনা যায়? দৈবাৎ হাতে ঠেকে! তুমিও যেমন? রাখ জীবনটা বাজি—চক্ষু বুজে দান তুলে নাও, তার পরে হয় রাজা নয় ফকীর—এ'কেই ত বলে খেলা!

চন্দ্র। উ! কি সাহস! তোমার কথা শুন্‌লে আমার মত মর্‌চে-পড়া বিবাহিত লোকেরও বুক সাত হাত হয়ে ওঠে—ফের আর একটা বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে করে! সত্যি, তোমাদের দেখে হিংসে হয়! একেবারে আঠারো আনা কবিত্ব করে নিলে হে! না দেখে বিয়ে ত আমরাও

করেচি কিন্তু তার মধ্যে এমনতর নেশা ছিল না! এ যে একেবারে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে এক মুহূর্ত্তে ভোঁ হয়ে উঠ্‌লো!

নিমাই। তা বলি, বিয়ে যদি করতে হয় নিজে না দেখে করাই ভাল। যেমন ডাক্তারের পক্ষে নিজের কিংবা আত্মীয়ের চিকিৎসে করাটা কিছু নয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের দেখে শুনে নেওয়া উচিত। মেয়েটি কে বল ত হে চন্দর দা!

চন্দ্র। আমাদের নিবারণ বাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্য বাবু আর নিবারণ বাবু পরমবন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণ বাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন। নিবারণ বাবু লোকটি কিছু নতুন ধরণের। যেমন কাঁচাপাকা মাথা, তেম্‌নি কাঁচাপাকা স্বভাবের মানুষটিও। অনেক বিষয়ে সেকেলে অথচ অনেকগুলো একেলে ভাবও আছে। মেয়ে দুটির বয়স হয়েছে, শুনেচি লেখাপড়াও কিছু অতিরিক্ত রকম শেখানো হয়েছে! কিন্তু যখন মুখনাড়া খাবেন তাব মধ্যে ব্যাকরণের ভুল বের কর্ত্তে পারবেন না। মনে কর আমার গৃহিণী যখন উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন প্রায়ই তাঁর দুটো চারটে গ্রাম্যতা দোষ সংশোধন করে দিতে হয় কিন্তু—

নিমাই। যাই হোক্‌ একবার দেখে আস্‌তে হচ্চে।

বিনোদ। ক্ষেপেচ নিমাই! সে ত আর কচি মেয়ে নয় যে, ক'টি দাঁত উঠেছে গুণতে যাবে কিংবা বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা নেবে!

নিমাই। তা বটে, গিয়ে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে বসে থাক্‌তে হবে, ভয় হবে পাছে আমাকেই একজামিন করে বসে!

বিনোদ। আচ্ছা একটা বাজি রাখা যাক্‌! কি রকম তাকে দেখতে? গান শুনে আমার মনে একটা চেহারা উঠচে রং গৌরবর্ণ, পাৎলা শরীর, চোখ দুটী খুব চঞ্চল, উজ্জ্বল হাসি এবং কথা মুখে বাধে না। চুল খুব যে বড় তা নয় কিন্তু কুঁক্‌ড়ে কুঁক্‌ড়ে মুখের চারদিকে পড়েচে!

নিমাই। আচ্ছা, আমি বল্‌চি সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা আকৃতি, বেশ ধীর সুগম্ভীর ভাব, বড় বড় স্থির চক্ষু, বেশী কথা কইতে ভাল বাসে না, প্রশান্তভাবে ঘরকন্নার কাজ করে খুব দীর্ঘ ঘন চুল পিঠ আচ্ছন্ন করে পড়েছে।

চন্দ্র। আচ্ছা, আমি বল্‌ব! রংটি দুধে আল্‌তায়, সর্ব্বদা প্রফুল্ল, অন্যের ঠাট্টায় খুব হাসে কিন্তু নিজে ঠাট্টা করতে পারে না, সরল অথচ বুদ্ধির অভাব নেই,—একটু সামান্য আঘাতে মুখখানি ম্লান হয়ে আসে যেমন অল্প উচ্ছ্বাসেই গান গেয়ে ওঠে তেমনি অল্প বাধাতেই গান বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক যাকে চঞ্চল বলে তা নয় কিন্তু বেশ একটি যেন হিল্লোল আছে।

নিমাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকৃতেই দেখ নি ত?

চন্দ্র। মাইরি বলচি, না! আমার কি আর আশপাশে দেখ্‌বার যো আছে! আমার এ দুটি চক্ষুই একেবারে দস্তখতী শিলমোহর করা, অন হার ম্যাজিষ্টিস্‌ সর্ভিস! তবে শুনেচি বটে দেখতে ভাল এবং স্বভাবটিও ভাল।

নিমাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না; একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে মিলিয়ে দেখা যাবে!

চন্দ্র। এ কিন্তু বড় মজা হচ্চে ভাই—আমার লাগ্‌চে বেশ! সত্যি সত্যি একটা গুরুতর যে কিছু হচ্চে তা মনেই হচ্চে না! বাস্তবিক, বিনোদের যদি বিয়ে করতে হয় ত এই রকম বিয়েই ভাল! নইলে, ও যে গম্ভীর ভাবে রীতিমত প্রণালীতে ঘটকালী দিয়ে দরদাম ঠিক করে একটি ছিঁচকাঁদুনে দুধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মানুষ করতে বসবে, সে কিছুতেই মনে করতে পারিনে।

... তোমরা একটু বোস ভাই আমি অম্‌নি বাড়ির ভিতর থেকে চট করে চাদরটা পরে' আসি। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রের অন্তঃপুর।

চন্দ্র ও ক্ষান্তমণি।

চন্দ্র। বড় বৌ, ও বড় বৌ! চাবিটা দাও দেখি!

ক্ষান্ত। কেন জীবনসর্ব্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্র। ও আবার কি!

ক্ষান্ত। নাথ, একটু বোস, তোমার ঐ মুখচন্দ্রমা বসে বসে একটু নিরীক্ষণ করি—

চন্দ্র। ব্যাপারটা কি! যাত্রার দল খুলবে না কি? আপাততঃ একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরতে হবে—

ক্ষান্ত। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম! তা আদর করচি!

চন্দ্র। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে ছি ছি ছি! ও কিও?

ক্ষান্ত। নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেচি এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—কিন্তু সেই শোলোকটি লিখে দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ মুখস্থ করে রাখি—

চন্দ্র। ওঃ! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েচে দেখচি! বড়বৌ, কাজটা ভাল হয়নি! ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়—তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েচেন—তার কারণই হচ্চে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়; তাহলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল কিছুই টি঳কতে পারে না!

ক্ষান্ত। ঢের হয়েচে গোঁসাই ঠাকুর, আর ধর্ম্মোপদেশ দিতে হবে না! আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্র। কে বল্লে পছন্দ হয় না ?

ক্ষান্ত। আমি গন্ধ আমি পন্থ নই, আমি শোলোক পড়িনে, আমি বেলফুলের মালা পরাইনে—

চন্দ্র। আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বল্‌চি দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়োনা, তুমি মালা পরিয়োনা, ওগুলো সবাইকে মানায়না—

ক্ষান্ত। কি বল্লে ?

চন্দ্র। আমি বল্লুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশী শোভা হয়—পরীক্ষা করে দেখ !

ক্ষান্ত। যাও যাও আর ঠাট্টা ভাল লাগে না। (অঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়া) আমি গন্থ, আমি বেলেস্তারা !

(রোদন)

চন্দ্র। (নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলে না ভাই ! কেবল রাগই করলে। ওটা, শুদ্ধ অভিমানের কথা, আর কিছুই নয় ! ভালবাসা থাক্‌লেই মানুষ অমন কথা বলে। আচ্ছা তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল, তুমি ঘাটে পদ্ম ঠাকুরঝিকে বলনি—"আমার এমনি পোড়া কপাল যে বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে এক দিনের তরে জান্‌লুম না।" আমি কি সে কথা শুন্‌তে গিয়েছিলুম, না শুন্‌লে রাগ করতুম !

ক্ষান্ত। আমি কখখনো পদ্ম ঠাকুরঝিকে ও কথা বলিনি !

চন্দ্র। আহা, পদ্ম ঠাকুরঝিকে না বল্‌তে পার, আর ঠিক ঐ কথাটিই না হতেও পারে কিন্তু কাউকে কিছু বলনি ? আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে বল।

ক্ষান্ত। তা আমি সৌরভী দিদিকে বলেছিলুম—

চন্দ্র। কি বলেছিলে ?

ক্ষান্ত। আমি বলেছিলুম—

চন্দ্র। বলেই ফেল না ! দেখো, আমি রাগ কর্‌ব না।

ক্ষান্ত। আমার গায়ে গয়না দেখতে পায় না বলে' সৌরভীদিদি দুঃখু কর্‌ছিল তাই আমি কথায় কথায় বলেছিলুম—গয়না কোথেকে হবে! হাতে যা থাকে বই কিনতে আর বই বাঁধাতেই সব যায়। তাঁর যত সখ সব বইয়েতেই মিটেছে। বউ না হয়ে বই হলে আদর বেশি পাওয়া যেত! তা আমি বলেছিলুম!

চন্দ্র। (গম্ভীর মুখে) হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে বলে বেড়াও তোমার স্বামী গরীব, তোমাকে একখানা গয়না দিতে পারে না—স্ত্রী ওরকম অপবাদ রটিয়ে বেড়ানর চেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ভাল।

ক্ষান্ত। তোমার পায়ে পড়ি ও রকম করে বোলো না। আমার দোষ হয়েছিল মান্‌চি—আমি আর কখন এমন বল্‌ব না!

চন্দ্র। মুখে বল আর না বল মনে মনে আছে ত! মনে মনে ভাব ত এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার গায়ে একখানা গয়না চড়লনা—তার চেয়ে যদি মুখুজ্জেদের বড় ছেলে কেবলকৃষ্ণর সঙ্গে—

ক্ষান্ত। (চন্দ্রের মুখ চাপা দিয়া) অমন কথা তুমি ঠাট্টা করেও বোলো না, আমার ভাল লাগে না। আমার গয়নায় কাজ নেই—আমি জন্ম জন্ম শিব পুজো করেছিলুম তাই তোমার মত এমন স্বামী পেয়েছি—

চন্দ্র। আচ্ছা, তা হলে আমার চাদরখানা দাও!

ক্ষান্ত। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরুচ্চ যদি, চুলগুলো অমন কাগের বাসার মত করে বেরিয়োনা। একটু বোসো তোমার চুল ঠিক করে দিই! (চিরুনি ব্রস লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত)।

চন্দ্র। হয়েচে, হয়েচে!

ক্ষান্ত। না হয়নি—একদণ্ড মাথাটা স্থির করে রাখ দেখি!

চন্দ্র। তোমার সাম্‌নে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্ত। অত ঠাট্টায় কাজ কি! না হয় আমার রূপ নেই গুণ

নেই—যে তোমার মাথা ঘোরাতে পারে এমন একটা খোঁজ করগে—আমি চল্লুম। (চিরুনি ব্রস ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান)—

চন্দ্র। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদ। (নেপথ্য হইতে) ওহে! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি?

চন্দ্র। এই মাত্র পঞ্চমাঙ্কের যবনিকা পতন হয়ে গেল! হৃদয় বিদারক ট্র্যাজেডি! (প্রস্থান)—

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবারণের বাড়ি।

নিবারণ। শিবচরণ।

নিবা। তবে তাই ঠিক রইল? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার নিমাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিব। সে বেটার আবার পছন্দ কি! বিয়েটা ত আগে হয়ে যাক্‌, তার পর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে!

নিবা। না ভাই, কালের যে রকম গতি সেই অনুসারেই চল্‌তে হয়!

শিব। তা হোক্‌ না কালের গতি—অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখ না, যে ছোঁড়া পূর্ব্বে একবারো বিবাহ করে নি সে স্ত্রী চিন্‌বে কি করে? সকল কাজেইত অভিজ্ঞতা চাই! পাট না চিন্‌লে পাটের দালালি করা যায় না। আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে

সীধে জিনিষ! আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি নিমাইয়ের মাকে বিবাহ করেচি তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও—তিনি গত হয়েচেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে—যাহোক তিরিশটা বৎসর তাকে নিয়ে চালিয়ে এসেচি—আমি আমার ছেলের বৌ পছন্দ করতে পারব না আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোন ধনুকভঙ্গপণ থাকে, আমার নিমাইকে যাচিয়ে নিতে চান সে আলাদা কথা!

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোন আপত্তিই করবে না, তাকে যা বল্‌ব সে তাই শুন্‌বে। কিন্তু তোমার নিমাইকে আমি একবার দেখতে চাই।

ইন্দুমতী। (অন্তরাল হইতে) তাই বই কি! আমি কখনো শুন্‌ব না! নিমাই! মাগো, নাম শুন্‌লে গায়ে জ্বর আসে! আমি তাকে বিয়ে করলুম বলে!

নিবারণ। আর একটা কথা আছে—জান ত আদিত্য মরবার সময় তার মেয়ে কমলমুখীকে আমার হাতে সমর্পণ করে গেছে—তার বিয়ে না দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারিনে।

শিব। আমার হাতে দুই একটি পাত্র আছে আমিও সন্ধান দেখচি।

নিবারণ। আর একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েচে।

শিব। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাকতেন তা হলে বৌমা ছোট হলে ক্ষতি ছিল না—তিনি দেখিয়ে শুনিয়ে ঘরকন্না শিখিয়ে ক্রমে তাকে মানুষ করে তুল্‌তেন। এখন এই বুড়োটাকে দেখেশোনে আর ছেলেটাকে বেশ শাসনে রাখতে পারে এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল। ছেলেটা ক্যালেজে যায়, আমি ত সহরের নাড়ি টিপে

ঘুরে বেড়াই বাড়িতে কেউ নেই—ঘরে ফিরে এলে মনে হয় না ঘরে এলুম—মনে হয় যেন বাসা ভাড়া করে আছি।

নিবা। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখ্‌চি।

শিব। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো, আমার নিমাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা!

নিবা। তা ইন্দুর সে অভ্যাস আছে। বহু কাল একটি আস্ত বুড়ো বাপ তারি হাতে পড়েচে। দেখতেই ত পাচ্চ, ভাই, খাইয়ে দাইয়ে বেশ এক রকম ভাল অবস্থাতেই রেখেচে।

শিব। তাইত। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। তাই বটে, তোমার এখনো আধ মাথা কাঁচা চুল দেখা যাচ্চে—হায় হায়, আমার মাথাটা কেবল অযত্নেই আগাগোড়া পেকে গেল—নইলে, বয়েস এমনই কি বেশী হয়েচে। যাহোক্ আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রোগী এখনো মরতে বাকী আছে। (প্রস্থান)।

ইন্দুমতীর প্রবেশ।

ইন্দু। ও বুড়োটা কে এসেছিল বাবা?

নিবা। কেন মা বুড়ো বুড়ো কর্‌চিস—তোর বাবাও ত বুড়ো।

ইন্দু। (নিবারণের পাকাচুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি ত আমাদের আস্তিকালের বস্তি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা! কিন্তু ওটা কে! ওকে ত কখন দেখি নি।

নিবা। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দু। আমি খুব পরিচয় কর্‌তে চাই নে!

নিবা। তোর এ বাবা ত ক্রমে পুরোণো ঝর্ ঝরে হয়ে এসেছে এখন একবার বাবা বদল করে দেখবিনে ইন্দু?

ইন্দু। তবে আমি চল্লুম।

নিবা। না না, শোন্‌ না। তুই ত তোর বাবার মা হয়ে উঠেচিস্‌ এখন একটা কথা বলি একটু ভাল করে বুঝে দেখ দেখি। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার ত একটি বাপের পদ খালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের্‌ করেচি মা—এখন আমার নতুন বাপের হাতে আমার পুরোণো মা-টিকে সমর্পণ করে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করে যাই।

ইন্দু। তুমি কি বক্‌চ আমি বুঝতে পারচি নে!

নিবা। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কি না। সব বুঝতে পেরেচিস্‌, কেবল দুষ্টুমি! তবে বলি শোন্‌···যে বুড়োটি এসেছিল ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, কলেজ ছাড়ার পর থেকে ওর সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। ওর নিমাই বলে একটি ছেলে আছে।

ইন্দু। আমাদের নিমাই গয়লা?

নিবা। দূর প্লাগ্‌লি!

ইন্দু। চন্দর বাবুদের বাড়িতে যে তাঁতিনী আসে তার সেই হ্যাংলা ছেলেটা!

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। তিনটি বাবু এসেচে দেখা কর্‌তে।

ইন্দু। তাদের যেতে বলে দে! সকাল থেকে কেবলই বাবু আসচে!

নিবা। না না, ভদ্রলোক এসেচে, দেখা করা চাই!

ইন্দু। তোমার যে নাবার সময় হয়েচে।

নিবা। একবার শুনে নিই কি জন্যে এসেচেন, বেশী দেরি হবে না—

ইন্দু। তুমি একবার গল্প পেলে' আর উঠতে চাইবে না, আবার

কালকের মত খেতে দেরি করবে। আচ্ছা আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবা। তোর শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচি নে। চাণক্যের শ্লোক জানিস্‌ ত! "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।" তা আমার কি সে বয়স পেরয় নি?

ইন্দু। তোমার রোজ বয়স কমে আস্‌চে। আর দেখ, তোমার ঐ ভদ্রলোকদের বোলো, তাদের কারো যদি নিমাই কিংবা বলাই বলে ছেলে থাকে ত সে কথা তুলে তোমার নাবার দেরি করে দেবার দরকার নেই। তাদের ছেলে আছে তাদেরই থাক্‌ না বাপু! আদরে থাক্‌বে!

(প্রস্থান)

নিবারণ। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত, বিনোদবিহারী ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিবারণ। এই যে চন্দ্র বাবু! আস্‌তে আজ্ঞে হোক্‌! আপনারা সকলে বসুন। ওরে তামাক দিয়ে যা!

চন্দ্র। আজ্ঞে না, তামাক্‌ থাক্‌!

নিবা। তা, ভাল আছেন চন্দ্র বাবু?

চন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম আছি ভাল।

নিবা। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্র। মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবা। (শশব্যস্ত হইয়া) কি বলুন!

চন্দ্র। মহাশয়ের ঘরে আদিত্য বাবুর যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে—মশায় যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবা। অতি উত্তম কথা। শুনে বড় সন্তোষ লাভ করলেম। পাত্রটি কে?

চন্দ্র। আপনি বিনোদবিহারী বাবুর নাম শুনেচেন বোধ করি?

নিবা। বিলক্ষণ! তা আর শুনিনি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক! জ্ঞানরত্নাকর ত তাঁরি লেখা!

চন্দ্র। আজ্ঞে না! সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা!

নিবা। তাই বটে! আমার ভুল হয়েচে। তবে "প্রবোধ লহরী" তাঁর লেখা হবে। আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি!

চন্দ্র। আজ্ঞে না। প্রবোধ লহরী তাঁর লেখা নয়—সেটা কার বল্‌তে পারিনে! ও বইটার নাম পূর্ব্বে কখনো শুনিনি!

নিবা। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি!

চন্দ্র। "কানন কুসুমিকা" দেখেছেন কি?

নিবা। "কানন কুসুমিকা" না আমি দেখিনি! অবশ্য খুব ভাল বই হবে! নামটি অতি সুললিত। বাংলা বই বহুকাল পড়িনি—সেই বাল্যকালে পড়তেম—তখন অবশ্যই কানন কুসুমিকা পড়ে থাক্‌ব কিন্তু স্মরণ হচ্চে না। যাই হোক্ বিনোদ বাবুর পুত্রের কথা বল্‌চেন বুঝি? তা তাঁর বয়স কত হল এবং ক'টি পাশ করেচেন?

চন্দ্র। মশায় ভুল করেচেন। বিনোদ বাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম-এ পাশ করে বি-এল্ পড়চেন। তাঁর বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে বল্‌ছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভাল—এই এঁর নাম বিনোদ বাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদ বাবু! আজ আমার কি সৌভাগ্য! বাঙ্গালা দেশে আপনাকে কে না জানে! আপনার রচনা কে না পড়েচে! আপনারা হচ্চেন ক্ষণজন্মা লোক—

বিনোদ। আজ্ঞে ও কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না! বাংলা

দেশে মতিহালদারের বই সকলে পড়ে বটে, আমার লেখা ত সকলের পড়বার মতন নয়!

নিবা।. মতি হালদার? যাঁর পাচালি? হাঁ! তাঁর রচনার ক্ষমতা আছে বটে! তা আপনারও লেখা মন্দ হবে না। আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন। যাহোক আপনার বিনয়গুণে বড় মুগ্ধ হলেম!

চন্দ্র। তা, এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবা। আপত্তি! আমার পরম সৌভাগ্য!

চন্দ্র। তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হবে!

নিবা। যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—মেয়েটির বাপ টাকা কড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

ইন্দু। (অন্তরালে কমলমুখীকে টানিয়া আনিয়া) দিদি, ওদিদি, ঐ দেখ ভাই তোর পরম সৌভাগ্য ঐ মাঝখানটিতে বসে রয়েছেন—মেঝের ভিতর থেকে কবিত্ব বেরতে পারে কি না, তাই নিরীক্ষণ করে দেখচেন!

কমল। তুই যে বল্লি বোসেদের বাড়ির নতুন জামাই এসেচে তাইত আমি ছুটে দেখতে এলুম!

ইন্দু। সত্যি কথাটা শুন্‌লে আরো বেশী ছুটে আস্‌তিস্। যা দেখতে এসেছিলি তার চেয়ে ভাল জিনিষ দেখলি ত ভাই! আর পরের বাড়ির জামাই দেখে কি হবে এখন্ নিজের সন্ধান দেখ!

কমল। তোর আবশ্যক হয়ে থাকে তুই দেখ্। এখন আমার অন্য কাজ আছে। (প্রস্থান)—

চন্দ্র। মশায় অনুমতি হয়ত এখন আসি!

নিবা। এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কি! আর একটু বসুন না!

চন্দ্র। আপনার এখনো নাওয়া খাওয়া হয়নি—

নিবা। সে এখন ঢের সময় আছে! বেলা ত বেশী হয় নি—

চন্দ্র। আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয় নি—এখন যদি আজ্ঞা করেন ত উঠি—

নিবা। তবে আসুন্। দেখুন চন্দর বাবু, মতি হালদারের ঐ যে কুসুমকানন, না কি বইখানা বল্লেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন ত—

চন্দ্র। কানন কুসুমিকা? বইখানা পাঠিয়ে দেব কিন্তু সেটা মতি-হালদারের নয়—

নিবা। তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদ বাবুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে ত একবার—

চন্দ্র। প্রবোধ লহরী ত বিনোদ বাবুর—

বিনোদ। আঃ থাম না। তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব! আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব—আজ তবে আসি!

(প্রস্থান।)

নিবা। নাঃ লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মত সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্যে আমার বড় ভাবনা ছিল!

ইন্দুর প্রবেশ।

ইন্দু। বাবা, তোমার হল?

নিবা। ও ইন্দু, তুইত দেখলিনে—তোরা সেই যে বিনোদ বাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস্ তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দু। আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে

লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্র বাবু বিনোদ বাবু ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল—বদ্‌চেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মত দেখতে, সে কে?

নিবা। তবে তুই যে বলছিলি তুই আড়াল থেকে দেখিস্ নে? বদ্ চেহারা আবার কার দেখলি। বাবুটিত দিব্যি বেশ ফুটফুটে কার্ত্তিকটির মত দেখতে। তাঁর নামটি কি জিজ্ঞাসা করা হয় নি!

ইন্দু। তাকে আবার ভাল দেখতে হল? দিনে দিনে তোমার কি যে পছন্দ হচ্চে বাবা। এখন নাইতে চল!

(নিবারণের প্রস্থান)

ইন্দু। না, সত্যি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যদি কার্ত্তিককে এঁর মতন দেখতে হয় তাহলে কার্ত্তিককে ভাল দেখতে বল্‌তে হবে—মুখে একটি কথা ছিল না, কিন্তু কেমন বসে বসে সব দেখছিল আর মজা করে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিল—না সত্যি, বেশ হাসি খানি। বাবা যেমন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না তার নাম কি, বাড়ি কোথায়। আর কোথা থেকে যত সব নিমাই নেপাল নীলু জুটিয়ে নিয়ে আসেন। বাবা যখন মতি হাল্‌দারের সঙ্গে বিনোদ বাবুর তুলনা করছিলেন তখন সে বিনোদ বাবুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন হাস্‌ছিল! আর, বাবা যখন বিনোদ বাবুর ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন তখন কেমন—আমি কখখনো নিমাই গয়লাকে—সেই বুড়ো ডাক্তারের ছেলেকে বিয়ে কর্‌ব না। কখ্‌খনো না। সেই বুড়োটার উপর আমার এমন রাগ ধরচে!—আজ একবার ক্ষান্ত দিদির কাছে যেতে হচ্চে, তাঁর কাছ থেকে সমস্ত সন্ধান পাওয়া যাবে।

কমলের প্রবেশ।

ইন্দু। দিদিভাই, তুমি যে বল্‌তে কাননকুসুমিকা তোমার আদবে ভাল লাগে না, তা হলে বইখানা আর একবার ত ফিরে পড়তে হবে—এবারে বোধ করি মত একটু আধটু বদ্‌লাতেও পারে।

কমল। আমি ভাই, দরকার বুঝে মত বদ্‌লাতে পারিনে!

ইন্দু। তা ভাই শুনেচি স্বামীর জন্যে সব্‌ই করতে হয়—জীবনের অনেকখানি নতুন করে বদ্‌লে ফেল্‌তে হয়। বিধাতা ত আর আমাকে ঠিক তাঁর শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়ে বানান নি! স্বামীরা আবার কোথাও একটু আঁট সইতে পারেন না।—

কমল। তা আমরা তাঁদের মনের মত মত বদ্‌লাতে না পারলে তাঁরা ত আমাদের বদ্‌লে ফেল্‌তে পারেন—তাতে ত কেউ বাধা দেবার নেই। আমি যা আছি তা আছি, এতদিন পরে যে কারো মনোরঞ্জনের জন্যে আবার ধারকরা মালমস্‌লা নিয়ে আপনাকে ফরমাসে গড়তে হবে সে ত ভাই আর পারব না। এতে যদি কারো পছন্দ না হয় ত সে আমার অদৃষ্টের দোষ!

ইন্দু। কিন্তু তোর ত সে কথা বল্‌বার যো নেই, তাঁকে ত তোর পছন্দ করতেই হবে!

কমল। আমি ত আর স্বয়ম্বরা হতে যাচ্চিনে বোন তা আমার আবার পছন্দ! দুটো একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের ক'টা জিনিষই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে! বিধাতা কোন বিষয়ে কারো ত মত জিজ্ঞাসা করেন না! আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি! যদি পারতুম তা হলে বোধহয় এর চেয়ে ঢের ভাল মানুষটিকে পেতুম—কিন্তু তবু ত আপনাকে কম ভাল বাসিনে—তাকেও বোধহয় তেমনি ভাল বাস্‌ব!

ইন্দু। তুই ভাই কথায় কথায় বড় বেশী গম্ভীর হয়ে পড়িস্, বিনোদের কাছে যদি অম্‌নি করে থাকিস্ তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ কর্‌তে সাহস করবে না—

কমল। সে জন্য না হয় তুই নিযুক্ত থাকিস্।

ইন্দু। তা হলে যে তোর গাম্ভীর্য্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে!

দেখ ভাই তুই ত একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস্‌—যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস্‌নে—চাই কি, ছুটো একটা খুব মিষ্টি সম্বোধন নিজে বসিয়া দিতে পারিস্‌! নিজের নামে কবিতা দেখলে কি রকম লাগে কে জানে!

কমল। মনে হয় আমার নাম করে আর কাকে লিখচে! তোর যদি সখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব—

ইন্দু। তুমি কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমার যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিখিয়ে নিতে পারি! তুমি ত তা পারবে না!

কমল। সে যখনকার কথা তখন হবে এখন তোর চুলটা বেঁধে দিই চল!

ইন্দু। আজ থাক্‌ ভাই। আমি এখন ক্ষান্ত দিদির ওখানে যাচ্চি। আমার ভারি দরকার আছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

চন্দ্রের অন্তঃপুর।

ক্ষান্তমণি। ইন্দুমতি।

ক্ষান্ত। তোমরা ভাই নানা রকম বই পড়েচ তোমরা বল্‌তে পার কি কর্‌লে ভাল হয়।

ইন্দু। তোমার স্বামী ঠাট্টা করে বলে, সে কি আর সত্যি?

ক্ষান্ত। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারিনে। আর সত্যি হবারই বা আটক কি। আমার বাপ মা আমাকে ঘরকন্না ছাড়া আর ত কিছুই শেখায় নি। এদানিং বাংলা বইগুলো সব পড়ে নিয়েচি, তাতে অনেক রকম কথাবার্তা আছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে কোন সুবিধে

কর্‌তে পার্‌চিনে। আমার স্বামী যে রকম চায় সে ভাই আমাকে কিছু-তেই মানায় না।

ইন্দু। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে তারাই পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ, সেদিন বিনোদ বাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল তাকে দেখে আমার আদবে ভাল লাগ্‌ল না। লোকটা কে ভাই?

ক্ষান্ত। কি জানি ভাই। বন্ধু একটি আধটি ত নয় সব গুলোকে আবার চিনিও নে। ললিত বাবু হবে বুঝি।

ইন্দু। (স্বগত) নিশ্চয় ললিত বাবু হবে। নাম শুনেই মনে হচ্চে তাঁর নাম বটে।

ক্ষান্ত। কি রকম বল্ দেখি? সুন্দর হানো? পাৎলা?

ইন্দু। হাঁ—

ক্ষান্ত। চোখে চস্‌মা আছে?

ইন্দু। হাঁ হাঁ, চস্‌মা আছে—আর সকল কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে—দেখে গা জ্বলে যায়!

ক্ষান্ত। তবে আমাদের ললিত চাটুর্য্যে তার আর সন্দেহ নেই।

ইন্দু। ললিত চাটুর্য্যে!

ক্ষান্ত। জাননা? ঐ কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুর্য্যের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ না ভাই। এম, এ, পাশ করে জলপানী পাচ্চে।

ইন্দু। ওদের ঘরে স্ত্রীপুত্র পরিবার কেউ নেই নাকি! অমনতর লক্ষীছাড়ার মত যেখানে সেখানে টোঁটো করে ঘুরে বেড়ায় কেন?

ক্ষান্ত। স্ত্রীপুত্র থেকেই বা কি হয়! ওর ত তবু নেই। ললিত আবার বাপকে বলেচে রোজকার না করে সে বিয়ে করবে না। সে কথা যাক্! এখন আমাকে একটা পরামর্শ দেনা ভাই!

ইন্দু। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্‌। মনে কর আমি চন্দ্র বাবু; আপিস্‌ থেকে ফিরে এসেচি, ক্ষিধেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে—তার পরে তুমি কি করবে বল দেখি?—রোস ভাই চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে' নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না। (আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তের উচ্চহাস্য।)

ইন্দু। (গম্ভীর ভাবে) ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি এরূপ পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। কোন পতিব্রতা রমণী স্বামীর সমক্ষে কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। যদি দৈবাৎ কোন কারণে হাস্য অনিবার্য্য হইয়া উঠে তবে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া ঈষৎ হাসিতে পারেন। যাহোক্‌ আমি আপিস থেকে ফিরে এসেচি—এখন তোমাব কি কর্ত্তব্য বল!

ক্ষান্ত। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দু। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আমি তোমাকে সে দিন এত করে দেখিয়ে দিলুম কিছু মনে নেই?

ক্ষান্ত। সে ভাই আমি ভাল পারিনে!

ইন্দু। সেই জন্যেই ত এত করে মুখস্থ করাচ্চি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্র বাবু সাজ আমি তোমার স্ত্রী সাজ্‌চি—

ক্ষান্ত। না ভাই সে আমি পারব না—

ইন্দু। তবে যা বলে দিয়েছি তাই কর! আচ্ছা, তবে আরম্ভ হোক্‌। বড় বৌ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি চাদরটা এনে দাওত!

ক্ষান্ত। (উঠিয়া) এই দিচ্চি।

ইন্দু। ও কি করচ!—তুমি ঐখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাক—বল—নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কি সুন্দর বাতাস দিচ্চে! আজ আর কিছুতে মন লাগচে না, ইচ্ছে করচে পাখী হয়ে উড়ে যাই।

ক্ষান্ত। (যথাশিক্ষামত) নাথ আজ সন্ধেবেলায় কি সুন্দর বাতাস দিচ্চে! আজ আর কিছুতে মন লাগ্চে না, ইচ্ছে করচে পাখী হয়ে উড়ে যাই!

ইন্দু। কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও ভারি ক্ষিধে পেয়েচে—

ক্ষান্ত। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্চি—

ইন্দু। এই দেখ, সব মাটি করলে! তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক —বল, লুচি? কই, লুচি ত আজ ভাজিনি! মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন! আজ, এস, এখানে এই মধুর বাতাসে বসে—

চন্দ্র। (নেপথ্য হইতে) বড় বৌ।

ইন্দু। ঐ চন্দ্রবাবু আস্চেন! আমাকে দেখতে পেয়েচেন বোধ হল! তুমি বোলোত ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না লক্ষীটি মাথা থাও!

(পলায়ন।)

পঞ্চম দৃশ্য।

পার্শ্বের ঘর।

নিমাই আসীন।

(চাপকান শামলাপরা ইন্দুর ছুটিয়া প্রবেশ।)

নিমাই। এ কি!

ইন্দু। ছি ছি আর একটু হলেই চন্দ্রবাবুর কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কি মনে করতেন? আমাকে বোধ হয় দেখতে পান নি? (হঠাৎ নিমাইকে দেখিয়া) ওমা এযে সেই ললিত বাবু। আর ত পালা-

বার পথ নেই! (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান শামলা খুলিয়া নিমাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শাম্‌লা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিওনা। আর শীগ্‌গির দেখে এসো দেখি বাগ্‌বাজারের চৌধুরী বাবুদের বাড়ি থেকে পাল্কী এসেচে কি না!

নিমাই। (ঈষৎ হাসিয়া) যে আজ্ঞা। (প্রস্থান।)

ইন্দু। ছি ছি! লজ্জায় ললিত বাবুকে ভাল করে দেখে নিতেও পারলুম না! আজ কি করলুম! ললিত বাবু কি মনে করলেন! যা হোক্, আমাকে ত চেনেন না। ভাগ্যিস্ হঠাৎ বুদ্ধি যোগাল, বাগ্‌-বাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিলুম। চন্দ্র বাবুর এবাসাটিও হয়েচে তেম্‌নি। অন্দর বাহির সব এক! এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই! ওই আবার আস্‌চে! মানুষটি ত ভাল নয়! অন্য কোন লোক হলে অবস্থা বুঝে চলে যেত! ও আবার ছল করে যে ফিরে আসে? কেন বাপু, দেখ্‌বার জিনিষ এখানে কি এমন আছে?

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। ঠাকরুণ, পাল্কীত আসে নি। এখন কি আজ্ঞা করেন!

ইন্দু। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার। না, না, ঐ যে তোমার মনিব এ দিকে আস্‌চেন! ওঁকে আমার সম্বন্ধে খবর দেবার কোন দরকার নেই, আমার পাল্কী নিশ্চয় এসেচে? (প্রস্থান।)

নিমাই। কি চমৎকার রূপ! আর কি উপস্থিত বুদ্ধি! চোখে কেমন উজ্জ্বল জীবন্ত ভাব! বা, বা! আমাকে হঠাৎ চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল—সেও আমার পরম ভাগ্যি! বাঙালীর ছেলে চাক্‌রী কর-তেই জন্মেছি কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে! পুরুষের কাপড়ও যেমন মানিয়েছিল ঐ টুকু নির্লজ্জতাও ওকে কেমন বেশ শোভা পেয়ে-ছিল। আহা, এই শাম্‌লা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করচে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্চে!

চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। তুমি এ ঘরে ছিলে না কি? তবে ত দেখেচ?

নিমাই। চক্ষু থাক্‌লেই দেখতে হয়—কিন্তু কে বল দেখি?

চন্দ্র। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটী বন্ধু।

নিমাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতা ওয়ালা?

চন্দ্র। ওঁর আবার স্বামী কোথায়?

নিমাই। মরেচে বুঝি? আপদ গেছে? কিন্তু বিধবার মত বেশ নয় ত—

চন্দ্র। বিধবা নয় হে—কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে ত বল, ঘটকালি করি।

নিমাই। তেমন স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম!

চন্দ্র। তা হলে চল একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক্। তার বিশ্বাস সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েচে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েচে—যেন তার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিবাহ আর কেউ করে নি?

নিমাই। মেয়েমানুষকে বিয়ে কর্‌তে হবে তার আবার ভয় কিসের? এমন যদি হত, না দেখে বিয়ে কর্‌তে গিয়ে দৈবাৎ একটা পুরুষমানুষ বেরিয়ে পড়ত তা হলে বটে?

চন্দ্র। বল কি নিমাই? বিধাতার আশীর্ব্বাদে জন্মালুম পুরুষ মানুষ হয়ে, কি জানি কার শাপে বিয়ে কর্‌তে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা?

নলিনাক্ষের প্রবেশ।

চন্দ্র। আরে, আরে, এস নলিন দা! ভাল ত?

নলি। (নিমাইয়ের প্রতি) বিনোদ কোথায়?

চন্দ্র। বিনোদ যেখানেই থাক্‌, আপাততঃ আমার মত এতবড় লোকটা কি তোমার নলিনাক্ষগোচর হচ্চেনা? তোমার ভাব দেখে হঠাৎ ভয় হয় তবে আমি হয় ত বা নেই!

নলি। আমি বিনোদকে খুঁজ্‌চি!

চন্দ্র। ইচ্ছে করলে অম্‌নি ইতিমধ্যে আমার সঙ্গেও হুটো একটা কথা কয়ে নিতে পার। তা চল, আমরাও তার কাছে যাচ্চি।

নলি। তা হলে তোমরা এগোও। আমি পরে যাব এখন।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিমাইয়ের ঘর।

নিমাই লিখিতে প্রবৃত্ত।

নিমাই। মুখে এত কথা অনর্গল বকে যাই কিছু বাধে না, সেই গুলোই চোদ্দটা অক্ষরে ভাগ করা যে এত মুস্কিল তা জান্‌তুম না!

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ভাবটা বেশ নতুন রকমের হয়েছে কিন্তু কিছুতেই এই হতভাগা ছন্দ বাগাতে পারচিনে (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েচে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়ে গেছে পনেরো। ওর মধ্যে একটা অক্ষরও ত বাদ দেবার যো দেখ্‌চি নে! (চিন্তা) "আমায়" কে "আমা" বল্লে কেমন শোনায়?—কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে—আমার কাণে ত খারাপ ঠেকচে

না! কিন্তু তবু একটা অক্ষর বেশী থাকে। কাদম্বিনীর "নী" টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায়! পুরো নামের চেয়ে সে ত আরো আদরের শুন্‌তে হবে! "কাদম্বি"—না;—কই! তেমন আদরের শোনাচ্চে না ত? "কদম্ব"—ঠিক হয়েচে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

উঁহুঁ, ও হচ্চে না। দ্বিতীয় লাইনটাকে কাবু করি কি করে? কেমন করে" কথাটাকে ত কমাবার যো নেই—এক "কেমন করিয়া" হয়—কিন্তু তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়? "তখনি চিনিলে"র জায়গায় "তৎক্ষণাৎ চিনিলে" বসিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে বড় সুবিধে হয় না, এক দমে কতকগুলো অক্ষর বেড়ে যায়! ভাষাটা আমাদের বহু পূর্ব্বে তৈরি হয়ে গেছে কিছুই নিজে বানাবার যো নেই—অথচ ওরি মধ্যে আবার কবিতা লিখ্‌তে হবে! দূর হোক্‌গে, ও পনেরো অক্ষরই থাক্—কাণে খারাপ না লাগ্‌লেই হল। ও পনেরোও যা ষোলও তা সতেরোও তাই, কাণে সমানই ঠেকে, কেবল পড়বার দোষেই খারাপ শুন্‌তে হয়। চৌদ্দ অক্ষর, ও একটা প্রেজুডিস্।

শিবচরণের প্রবেশ।

শিব। কি হচ্চে নিমাই?

নিমাই। আজ্ঞে অ্যানাটমির নোট্‌গুলো একবার দেখে নিচ্চি, একজামিন খুব কাছে এসেছে—

শিব। দেখ বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েচে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক্ করেছি।

নিমাই। কি সর্ব্বনাশ।

শিব। নিবারণ বাবুকে জান বোধ করি—

নিমাই। আজ্ঞে হাঁ জানি!

শিব। তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল। বয়-সেও তোমার যোগ্য। দিনও একরকম স্থির করা হয়েচে।

নিমাই। একেবারে স্থির করেচেন? কিন্তু এখন ত হতে পারে না?

শিব। কেন বাপু?

নিমাই। আমার এখন এক্‌জামিন কাছে এসেচে—

শিব। তা হোক্ না এক্‌জামিন! বিয়ের সঙ্গে এক্‌জামিনের যোগটা কি? বৌমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব তার পরে তোমার এক্‌জামিন হয়ে গেলে ঘরে আন্‌ব।

নিমাই। ডাক্তারিটা পাশ না করে বিয়ে করাটা ভাল বোধ হয় না।—

শিব। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে ত একটা শক্ত ব্যায়ারামের বিয়ে দিচ্চিনে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু তোমার আপত্তিটা কিসের জন্যে হচ্চে?

নিমাই। উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিব। উপার্জ্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্চি? তুমি কি সাহেব হয়েচ যে বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না কর্‌তে যাবে? (নিমাই নিরুত্তর) তোমার হল কি? বিয়ে করবে তার আবার এত ভাবনা কি? আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম?

নিমাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না!

শিব। (সরোষে) অনুরোধ কি বেটা? হুকুম করব। আমি বলচি তোকে বিয়ে করতেই হবে!

নিমাই। আমকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিব। (উচ্চস্বরে) কেন পারবিনে? তোর বাপ পিতামহ তোর

চোদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেচে আর তুই বেটা দুপাতা ইংরাজি উল্টে আর বিয়ে করতে পারবিনে! এর শক্তটা কোন্ খানে! কনের বাপ সম্প্রদান করবে আর তুই মন্ত্র পড়ে হাত পেতে নিবি—তোকে গড়ের বাদ্যিও বাজাতে হবে না, ময়ুরপংখীও বইতে হবে না, আর বাতি জ্বালাবার ভারও তোর উপর দিচ্চিনে!

নিমাই। আমি মিনতি করে বলচি বাবা—একেবারে মর্ম্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনই আপনার প্রস্তাবে না বলতুম না!

শিব। কই বাপু, বিয়ে করতে ত কোন ভদ্রলোকের ছেলের এতদূর অনিচ্ছে দেখা যায় না, বরঞ্চ অবিবাহিত থাক্‌তে আপত্তি হতেও পারে। আর তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এতবড় বৈরাগী হয়ে উঠ্‌লে কোথা থেকে! এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন সেটা ত শোনা আবশ্যক।

নিমাই। আচ্ছা, আমি মাসীমাকে সব কথা বল্‌ব, আপনি তাঁর কাছে জান্‌তে পারবেন।

শিব। আচ্ছা। (স্বগত) লোকের কাছে শুন্‌লুম, নিমাই বাগবাজারের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—গেরস্তর বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে—সেই শুনেইত আরো আমি ওর বিয়ের জন্যে এত তাড়াতাড়ি কর্‌চি। (প্রস্থান।)

নিমাই। আমার ছন্দমিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল, এখন যে আর একলাইনও মাথায় আস্‌বে এমন সম্ভাবনা দেখিনে।

চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে নিমাই। একা একা বসে রয়েচ! তোমার হল কি বল দেখি? আজকাল তোমার যে দেখা পাবারই যো নেই!

নিমাই। আর ভাই, এক্‌জামিনের যে তাড়া পড়েচে—

চন্দ্র। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ট্র্যামে করে আস্‌তে আস্‌তে দেখি, তুমি

বাগবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে তারা দেখ্‌চ! আজকাল কি তুমি ডাক্তারি ছেড়ে অ্যাষ্ট্রনমি ধরেচ? যাহোক আজ বিনোদের বিয়ে মনে আছেত?

নিমাই। তাইত ভুলে গিয়েছিলুম বটে!

চন্দ্র। তোমার স্মরণ শক্তির যে রকম অবস্থা দেখচি, এক্‌জামিনের পক্ষে সুবিধে নয়! তা চল।

নিমাই। আজ শরীরটা তেমন ভাল ঠেক্‌চে না, আজ থাক্—

চন্দ্র। বিনোদের বিয়েটা ত বছরের মধ্যে সদাসর্ব্বদা হবে না নিমাই! যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়চিনে চল।

নিমাই। চল। প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রের অন্তঃপুর।

ক্ষান্ত ও ইন্দু।

ক্ষান্ত। তোমাদের বাড়ির আয়োজন সব হল?

ইন্দু। হাঁ ভাই একরকম হল। এখন তোমাদের বাড়ি কি হচ্চে তাই দেখতে এসেচি। আমি বরের ঘরেও আছি, কনের ঘরেও আছি। বর ত তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিনকুলে আর কেউ নেই না কি?

ক্ষান্ত। ঐ ত ভাই, ওদের কথা বুঝবে কে? বাপমা নেই বটে, কিন্তু শুনেচি দেশে পিসি মাসী সব আছে—কিন্তু তাদের খবরও দেয়নি! বলে, যে, বিয়ে করচি হাট বসাচ্চিনে ত॥ ওঁকে বল্লুম তুমি তাদের খবর দাও—উনি বল্লেন তাতে খরচপত্র বিস্তর বেড়ে যাবে—বিয়ে কর্‌তেই যদি বেবাক্

খরচ হয়ে যায় ত ঘরকন্না করতে বাকি থাক্‌বে কি?—শুনেচ একবার কথা! আবার বলে কি—এ ত আর শুম্ভ নিশুম্ভর যুদ্ধ হচ্চে না, কেবল দু'টি মাত্র প্রাণীর বিয়ে, এরজন্যে এত সোরসরাবৎ লোকলস্করের দরকার কি?

ইন্দু। কিচ্ছু ধূমধাম নেই আমার ভাই এ মন উঠ্‌চে না। আমাদের হাতে একবার পড়লে তাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে—দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কত বড় ব্যাপার তা তাঁকে একরকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।—আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্ত। এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখ্‌না ভাই ঘরের অবস্থা খানা? তারা আস্‌বার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি!

ইন্দু। তোমার একলার কর্ম্ম নয় এস ভাই দুজনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক্। এগুলো দরকারী নাকি?

ক্ষান্ত। কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোণো খবরের কাগজ জমেচে! কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে! ওগুলো যে ফেলে দেওয়া কি গুছিয়ে রাখা তার নাম নেই।

ইন্দু। তবে ঐ সঙ্গে এগুলোও ফেলে দিই?—

ক্ষান্ত। না না ওগুলো ওঁর মকদ্দামার কাগজ—হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়, মক্কেলদের হাত থেকে উদ্ধার পান। কেন যে হারায় না তাওত বুঝ্‌তে পারিনে। কতকগুলো গদীর নীচে গোঁজা, কতক আলমারীর মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে,—যখন কোনটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান,—আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্য্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দু। এর সঙ্গে যে ইংরাজি নভেলও আছে—তারো আবার পাতা ছেঁড়া। কতকগুলো চিঠি—এ কি দরকারী?

ক্ষান্ত। ওর মধ্যে দরকারীও আছে অদরকারীও আছে কিচ্ছু বলবার

যো নেই! খুব গোপনীয়ও আছে, সে গুলো চারিদিকে ছড়ানো। খুব বেশী দরকারী চিঠি সাবধান করে রাখ্‌বার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখ—হয় সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না, ভুলেও যেতে হয়। বন্ধুরা বই পড়তে নিয়ে যায়, তারপরে কোন্ চিঠি কোন্ বইয়ের সঙ্গে কোন্ বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছয় তা কিছুই বলবার যো নেই। এক এক দিন বড় আবশ্যকের সময় গাড়িভাড়া করে বন্ধুদের বাড়িবাড়ি খোঁজ করে বেড়ান।

ইন্দু। এক কাজ কর না ভাই! কাউকে দিয়ে বন্ধুদের গাল দিয়ে কতকগুলো চিঠি লেখাও না—সেগুলো বইয়ের মধ্যে গোঁজা থাক্‌বে—বন্ধুরা যখন বই ধার করে পড়বেন নিজেদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করবেন এবং সেই সুযোগে ছুটি পাঁচটা ঝরে যেতেও পারেন।

ক্ষান্ত। আঃ তা হলে ত হাড় যুড়োয়!

ইন্দু। এ সব কি? কতকগুলো লেখা—কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশালাইয়ের বাক্স, কানন কুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মস্‌লা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটী ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট,—এ চাবির গোচ্ছা বোধ হয় ফেলে দিলে চলবে না—

ক্ষান্ত। এই দেখ! এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্ব্বস্ব আছে। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাওত ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না! ঐ ভাই ওরা আস্‌চে—চল্ ও ঘরে পালাই।

(প্রস্থান।)

বিনোদ, চন্দ্রকান্ত, নিমাই, নলিনাক্ষ, শ্রীপতি, ভূপতির প্রবেশ।

বিনোদ। (টোপর পরিয়া) সং ত সাজ্‌লাম, এখন তোমরা পাঁচজনে মিলে হাততালি দাও—উৎসাহ হোক্, নইলে থেকে থেকে মনটা দমে যাচ্চে।

চন্দ্র। এখন ত কেবল নেপথ্যবিধান চল্‌চে, আগে অভিনয় আরম্ভ হোক্ তার পরে হাততালি দেবার সময় হবে।

বিনোদ। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়টা হবে কিসের বল ত হে? কি সাজ্‌ব আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি?

চন্দ্র। মহারাণীর বিদূষক সাজতে হবে আর কি! যাতে তিনি একটু প্রফুল্ল থাকেন আজ রাত্রি থেকে এই তোমার একমাত্র কাজ হল।

বিনোদ। তা সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েচে। এই টোপরটা দেখ্‌লে মনে পড়ে সেকেলে ইংরেজ রাজাদের যে "ফুল্" গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই আকারের।

চন্দ্র। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙা গুলোরও ঐরকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসর যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা হয়েচে, যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল,—ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো, প্রভৃতি যে সকল উঁচু উঁচু ভাবের পল্‌তে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল সে গুলিকে ঐ টোপরটা চাপা দিয়ে এক দমে নিবিয়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌তে হবে—

নলি। আর আমাদেরও মনে থাক্‌বে না—একেবারে ভুলে যাবে—দেখা করতে এলে বল্‌বে সময় নেই—

চন্দ্র। কিম্বা মহারাণীর হুকুম নেই। কিন্তু সেটা তোমার ভারি ভুল। বন্ধুত্ব তখন আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। ওঁর জীবনের মধ্যাহ্ন সূর্য্যটি যখন ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাক্‌বেন, তখন এই কালো কালো ছায়াগুলিকে নিতান্ত খারাপ লাগ্‌বে না। কিন্তু দেখ বিনোদ, কিছু মনে করিস্‌নে—আরম্ভেতে একটুখানি দমিয়ে দেওয়া ভাল —তা হলে আসল ধাক্কা সাম্‌লাবার বেলায় নিতান্ত অসহ্য বোধ হবে না। তখন মনে হবে, চন্দর যতটা ভয় দেখাত আসলে ততটা কিছু নয়।

সে বলেছিল আগুনে ঝল্‌সাবার কথা কিন্তু এ ত কেবলমাত্র উল্টেপাল্টে তাওয়ায় সেঁকা—তখন কি অনির্ব্বচনীয় আরাম বোধ হয়!

শ্রীপতি। চন্দর দা, ও কি তুমি বক্‌চ! আজ বিয়ের দিনে কি ওসব কথা শোভা পায়! একে ত বাজনা নেই, আলো নেই, হুলু নেই, শাঁখ নেই, তার পরে যদি আবার অন্তিমকালের বোলচাল দিতে আরম্ভ কর তা হলে ত আর বাঁচিনে!

ভূপতি। মিছে না! চন্দরদার ও সমস্ত মুখের আস্ফালন বেশ জানি —এদিকে রাত্রির দশটার পর যদি আর এক মিনিট ধরে রাখা যায় তা হলে ব্রাহ্মণ বিরহের জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে—

চন্দ্র। ভূপতির আর কোন গুণ না থাক্‌ ও মানুষ চেনে তা স্বীকার করতে হয়। ঘড়িতে ঐ যে ছুঁচোলো মিনিটের কাঁটা দেখচ উনি যে কেবল কাণের কাছে টিক্‌ টিক্‌ করে সময় নির্দ্দেশ করেন তা নয় অনেক সময় প্যাঁট্‌ প্যাঁট্‌ করে বেঁধেন—মনমাতঙ্গকে অঙ্কুশের মত গৃহাভিমুখে তাড়না করেন। রাত্তির দশটার পর আমি যদি বাইরে থাকি তা হলে প্রতি মিনিট আমাকে একটি করে খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দেন ঘরে আমার অন্ন ঠাণ্ডা এবং গৃহিণী গরম হচ্চেন।—বিনুদার ঘড়ির সঙ্গে আজকাল কোন সম্পর্কই নেই—এবার থেকে ঘড়ির ঐ চন্দ্রবদনে নানা রকম ভাব দেখতে পাবেন—কখন প্রসন্ন কখন ভীষণ। (নিমাইয়ের প্রতি) আচ্ছা ভাই বৈজ্ঞানিক তুমি আজ অমন চুপচাপ কেন? এমন করলে ত চল্‌বে না!

শ্রীপতি। সত্যি নীরু যে বিয়ে করতে যাচ্চে তা মনে হচ্চে না। আমরা কতকগুলো পুরুষ মানুষে জটলা করেচি—কি করতে হবে কেউ কিছু জানিনে—মহা মুস্কিল! চন্দর দা, তুমি ত বিয়ে করেচ, বল না কি করতে হবে—হাঁ করে সবাই মিলে বসে থাকলে কি বিয়ে-বিয়ে মনে হয়?

চন্দ্র। আমার বিয়ে সে যে পুরাতত্ত্বের কথা হল—আমার স্মরণশক্তি ততদূর পৌঁছয় না। কেবল বিবাহের যেটি সর্ব্বপ্রধান আয়োজন, যেটিকে কিছুতে ভোলবার যো নেই সেইটিই অন্তরে বাহিরে জেগে আছে, মন্তর তন্তর পুরুত ভাট সে সমস্ত ভুলে গেছি।

ভূপতি। বাসর ঘরে শ্যালীর কাণমলা?

চন্দ্র। হায় পোড়াকপাল! শ্যালীই নেই ত শ্যালীর কাণমলা—মাথা নেই তার মাথাব্যথা! শ্যালী থাক্‌লে তবু ত বিবাহের সঙ্কীর্ণতা অনেকটা দূর হয়ে যায়—ওরি মধ্যে একটুখানি নিঃশ্বেস ফেলবার, পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়—শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করে দিয়েচেন শিকিপয়সার ফাউ দেন্ নি!

বিনোদ। বাস্তবিক—বর মনোনীত করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে ক'টি পাশ আছে, কনে বাছবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত ক'টি ভগ্নী আছে।

চন্দ্র। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি তোমার চৈতন্য হল? তা তোমারও একটি আছে শুনেছি তাঁর নামটি হচ্চে ইন্দুমতী—স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাবে।

নিমাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপরে উদ্যত করা হয়েচে—সর্ব্বনাশ আর কি!

শ্রীপতি। এ দিকে যে বেরোবার সময় হয়ে এল তা দেখ্‌চ! এতক্ষণ কি যে হল তার ঠিক নেই! নিদেন ইংরেজ ছোঁড়াগুলোর মত খুব খানিকটা হো হা করতে পারলেও আসর গরম হয়ে উঠ্‌ত! খানিকটা চেঁচিয়ে বেসুরো গান গাইলেও একটু জমাট্ হত—

(উচ্চৈঃস্বরে)—

"আজ তোমায় ধরব চাঁদ আঁচল পেতে।"

চন্দ্র। আরে থাম্ থাম্—তোর পায়ে পড়ি ভাই থাম্; দেখ্ আর্য্য

ঋষিগণ যে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করেছিলেন সে কেবল লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে—কোন রকম নিষ্ঠুর অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না।

ভূপতি। এস তবে বর কনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স্ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্। হিপ্ হিপ্ হুরে—

চন্দ্র। দেখ, আমার প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনই এ রকম অনাচার হতে দেব না; শুভকর্ম্মে অমন বিদিশী শেয়াল ডাক ডেকে বেরোলে নিশ্চয় অযাত্রা হবে! তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা কর না! ঘরে একটিমাত্র স্ত্রীলোক আছেন তিনি শাঁখ বাজাবেন এখন! আহা, এই সময় থাকৃত তাঁর গুটি দুই তিন সহোদরা তাহলে কোকিল কণ্ঠের হুলু শুনে আজ কাণ জুড়িয়ে যেত!—

বিনোদ। তা হলে তোমার দুটি কাণ সাম্‌লাতেই দিন বয়ে যেত!

ভূপতি। বিনোদ তবে ওঠ, সময় হল!

নলি। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবন-স্রোতে তুমি একদিকে যাবে আমি একদিকে যাব। প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাক! কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্চ—

চন্দ্র। বিনু তুই বল্, মা আমি তোর জন্যে দাসী আন্‌তে যাচ্চি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়!

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক্! (সকলে উলুর চেষ্টা)

(নেপথ্যে উলু ও শঙ্খধ্বনি)

নিমাই। ঐ যে উলুর যোগাড় করে রেখেচ, এতক্ষণে একটু খানি বিয়ের সুর লাগ্‌ল! নইলে কতকগুলো মিন্সে মিলে যে রকম বেসুরো লাগিয়েছিলে বরযাত্রা কি গঙ্গাযাত্রা কিছু বোঝবার যো ছিল না।

(সকলের প্রস্থান)

ইন্দু ও ক্ষান্তর প্রবেশ।

ক্ষান্ত। শুনলি ত ভাই আমার কর্ত্তাটির মধুর কথাগুলি ?

ইন্দু। কেন ভাই আমার ত মন্দ লাগে নি!

ক্ষান্ত। তোর মন্দ লাগ্‌বে কেন? তোর ত আর বাজে নি! যার বেজেচে সেই জানে—

ইন্দু। তুমি যে আবার একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই তোমাকে সত্যি ভালবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে' দেখ না—

ক্ষান্ত। তাই একবার ইচ্ছে করে কিন্তু জানি থাকৃতে পারব না।—তা যা হোক—এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা ত বৌবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দু। তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। (ক্ষান্তর প্রস্থান) আজ ললিত বাবু এমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন! কি কথা ভাবছিলেন কে জানে! সত্যি আমার জান্‌তে ইচ্ছে করে! থেকে থেকে একটা খাতা খুলে দেখ্‌ছিলেন। সেই খাতাটা ঐ ভুলে ফেলে গেছেন! ওটা আমাকে দেখ্‌তে হচ্চে। (খাতা খুলিয়া)—ওমা! এ যে কবিতা! কাদম্বিনীর প্রতি! আ মরণ! সে পোড়ার মুখী আবার কে!

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিন রজনী!

ইস্! ভারি যে অবস্থা খারাপ দেখ্‌চি! এত বেশী ভাবনায় কাজ কি! আমি যদি পোড়া কপালী কাদম্বিনী হতুম তাহলে জলও দিতুম না বজ্রও দিতুম না, হতভাগ্য চাতকের মাথায় খানিকটা কবিরাজের তেল ঢেলে দিতুম্। খেয়ে দেয়ে ত কাজ নেই—কোথাকার কাদম্বিনীর নামে কবিতা,

তাও আবার দুটো লাইন ছন্দ মেলে নি! এর চেয়ে আমি ভাল লিখ্‌তে পারি!

আর কিছু দাও বা না দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর একবার দেখিলে।

আহা হা হা হা! অবলে সরলে! কোন্‌ একটা বেহায়া মেয়ে ওঁকে হাসিভরা কালামুখ দেখিয়ে দিয়েছিল এক তিল লজ্জাও করে নি! বাস্তবিক পুরুষগুলো ভারি বোকা! মনে করলে ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল—হাস্‌তে না কি সিকি পয়সার খরচ হয়! দাঁতগুলো বোধ হয় একটু ভাল দেখতে ছিল তাই একটা ছুতো করে দেখিয়ে দিয়ে গেল! কই আমাদের কাছে ত কোন কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাস্‌তে আসে না! অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভাল নয়! এত ছলও জানে! ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি হয়েছে। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম ত এমন পুরুষের মুখ দেখ্‌তুম না! যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সাম্‌লে চল্‌তে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেল্‌ব—পৃথিবীর একটা উপকার করব—কাদম্বিনীর দেমাক্‌ বাড়তে দেব না!

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
(এবার) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ;

এর মানে কি!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ওমা! ওমা! ওমা! এ যে আমারই কথা! এইবার বুঝেছি পোড়ারমুখী কাদম্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখ্‌লেন! ওমা, কত কথাই বলেচেন! আর একবার ভালকরে সমস্তটা পড়ি! কিন্তু কি চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে! (নীরবে পাঠ।)

পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে নিমাইয়ের প্রবেশ।

কিন্তু ছন্দ থাক্ না থাক্ পড়তে ত কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েচে। আমার ত বেশ লাগ্‌চে! আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙ্গা কথা যেমন মিষ্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙ্গা ছন্দ তেমনি মিষ্টি লাগে; পড়তে গেলে বুকের ভিতরটা কি একরকম করে উঠে বড় বড় কবিতা পড়ে এমন হয় না। মেঘনাদবধ বৃত্রসংহার পলাশির যুদ্ধ, সে সব যেন ইস্কুলের বই—এমন সত্যিকার না। (খাতাবুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব—এ ত আমাকেই লিখেচেন! আমার এমনি আনন্দ হচ্চে! ইচ্ছে কর্‌চে এখনি দিদিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরিগে! আহা, দিদি যাকে বিয়ে কর্‌চে তাকে নিয়ে যেন খুব খুব খুব সুখে থাকে—যেন চির জীবন আদরে সোহাগে কাটাতে পারে! (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া নিমাইকে দেখিয়া) ওমা! (মুখ আচ্ছাদন।)—

নিমাই। ঠাকৃরুণ, আমি একখানা খাতা খুঁজ্‌তে এসেছিলুম—(ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন)—জন্ম জন্ম সহস্র বার আমার সহস্র খাতা হারাক্—কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তার কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিষ পায় না! (মহা উল্লাসে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বিবাহ-সভা।

লোকারণ্য। শঙ্খ, হুলুধ্বনি। শানাই।

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কি করি বল দেখি! কানাই গেল কোথায়?

শিবু। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই! এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়! আমি সমস্ত ঠিক্ করে দিচ্চি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এস দেখি!

ভৃত্য। বাবু, আসন এসে পৌচেছে সে গুলো রাখি কোথায়?

নিবা। এসেচে! বাঁচা গেছে! তা সেগুলো ছাতে—

শিবু। ব্যস্ত হচ্চ কেন দাদা! কি হয়েচে বল দেখি? কিরে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েচিস্ কেন? কাজ কর্ম্ম কিছু হাতে নেই না কি!

ভৃত্য। আসন এসেচে সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চি।

শিবু। আমার মাথায়! একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা তা তোদের দ্বারা হবে না! চল্ আমি দেখিয়ে দিচ্চি! ওরে বাতি-গুলো যে এখনো জ্বালালে না! এখানে কোন কাজেরই একটা বিধিব্যবস্থা নেই—সমস্ত বেবন্দোবস্ত! নিবারণ, তুমি ভাই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বস দেখি—ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোন কাজই হয় না! আঃ বেটাদের কেবল ফাঁকি! বেহারা বেটারা সবাই পালিয়েচে দেখ্‌চি—আচ্ছা করে তাদের কাণমলা না দিলে—

নিবা। পালিয়েচে না কি! কি করা যায়!

শিবু। ব্যস্ত হয়ো না ভাই—সব ঠিক্ হয়ে যাবে। বড় বড় ক্রিয়া কর্ম্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই যেধো বেটার সঙ্গে ত আর পারিনে! আমি তাকে পই পই করে বল্লুম তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচিগুলো ভাজিয়ো, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখ্‌বার যো নেই! লুচি যেন কিছু কম পড়েচে বোধ হচ্চে।

নিবা। বল কি শিবু! তা'হলে ত সর্ব্বনাশ!

শিবু। ভয় কি দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে আমি করে নিচ্চি! একবার রাধুর দেখা পেলে হয় তাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে!

চন্দ্র নিমাই প্রভৃতির প্রবেশ।

নিবা। আহার প্রস্তুত, চন্দ্রবাবু কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্র। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক্!

শিবু। না, না একে একে সব হয়ে যাক্! চল চন্দর তোমাদের খাইয়ে আনি। নিবারণ, তুমি কিচ্ছু ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্চি! কিন্তু লুচিটা কিছু কম পড়্‌বে বোধ হচ্চে।

নিবা। তা হলে কি হবে শিবু!

শিবু। ঐ দেখ! মিছি মিছি ভাব কেন! সে সব ঠিক হয়ে যাবে! এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌছলে বাঁচি! আমার ত বোধ হচ্চে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবা। বল কি ভাই!

শিবু। ব্যস্ত হোয়োনা আমি সব দেখে শুনে নিচ্চি।

সকলকে ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বাসর-ঘর।

বিনোদ। কমলমুখী ও অন্য স্ত্রীগণ।

(সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া আহারার্থী বরযাত্রিগণ যাতায়াত করিতেছেন।)

ইন্দু। এতক্ষণে বুঝি তোমার মুখ ফুট্‌লো।

বিনোদ। আপনার ওহাতের স্পর্শে বোবার মুখ খুলে যায় আমি ত কেবল বর!

ক্ষান্ত। দেখেচিস্ ভাই, আমরা এতক্ষণ এত চেষ্টা করে একটা কথা কওয়াতে পার্‌লুম না আর ইন্দুর হাতের কানমলা খেয়ে তবে ওর কথা বেরল!

প্রথমা। ও ইন্দু, তোর কাছে ওর কথার চাবি ছিল না কি! তুই কি কল ঘুরিয়ে দিলি লো?

দ্বিতীয়া। তা দে ভাই, তবে আর এক পাক দে! ওর পেটে যত কথা আছে বেরিয়ে যাক্! (মৃদুস্বরে) জিগ্‌গেস কর্ না, আমাদের নাতনিকে লাগ্‌চে কেমন—

ইন্দু। কি বল ঠাকুরজামাই, তবে আর একবার দম দিয়ে নিই!

কমল। (মৃদুস্বরে) ইন্দু, তুই আর জ্বালাস্‌নে ভাই—একটু থাম্!

ইন্দু। দিদি, ওর কানে একটু মোচড় দিলেই অম্‌নি তোমার প্রাণে দ্বিগুণ বেজে উঠ্‌চে কেন? তুমি কি ওর তানপুরোর তার!

প্রথমা। ওলো ও কমল, তোর রকম দেখে ত আর বাঁচিনে! হ্যাঁলো, এরি মধ্যে ওর কানের পরে তোর এত দরদ হয়েচে! তা ভাবিস্‌নে ভাবিস্‌নে—আমরা ওর দুটো কান কেটে নিচ্চি নে, নিদেন একটা তোর জন্যে রেখে দেবো!

চন্দ্র (জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া) দরদ হবে না কেন! আজ থেকে উনি আমাদের বিনুদার কর্ণধার হলেন—সে কর্ণ উনি যদি না সাম্‌লাবেন ত কে সাম্‌লাবে?

দ্বিতীয়া। ও মিন্সে আবার কে ভাই!

ক্ষান্ত। (তাড়াতাড়ি) ও বরের ভাই হয়।—ওগো, মশায়, তোমার বিনুদার হয়ে জবাব দিতে হবে না! উনি বেস সেয়ানা হয়েচেন—এখন দিব্যি কথা ফুটেচে! তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

চন্দ্র। যে আজ্ঞে, আদেশ পেলেই নির্ভয়ে যেতে পারি। এখন বোধ করি কিছুক্ষণ ঘরে টিঁকৃতে পারব!

(প্রস্থান)

ইন্দু। না ভাই, এখানে বড্ড আনাগোনার রাস্তা—বাইরে ঐ দরজাটা দিয়ে আসি! (উঠিয়া দ্বারের নিকট আগমন)

নিমাই। একবার উঁকি মেরে বিনুদার অবস্থাটা দেখে যেতে হচ্চে! (ইন্দুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।)

ইন্দু। আপনারা বেশী ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের প্রাণের বন্ধুটি জলে পড়েন নি।

নিমাই। সে জন্যে আমি কিছু ব্যস্ত হই নি। আমার নিজের একটা জিনিষ হারিয়েচে আমি তারই খোঁজ করে বেড়াচ্চি।

ইন্দু। হারাবার মত জিনিষ যেখানে সেখানে ফেলে রাখেন কেন?

নিমাই। সে আমাদের জাতের স্বধর্ম্ম—আমরা সাবধান হতে শিখিনি। সে খাতাটা যদি আপনার হাতে পড়ে থাকে—

ইন্দু। খাতা? হিসেবের খাতা?

নিমাই। তাতে কেবল খরচের হিসেবটাই ছিল, জমার হিসেবটা যদি বসিয়ে দেন ত আপনার কাছেই থাক্!

ইন্দু। ছি ছি, আজ আমি কি যে বকাবকি করচি তার ঠিক নেই! আজ আমার কি হয়েচে! (দ্রুত দ্বার রোধ)—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাগবাজারের রাস্তা।

নিমাই।

নিমাই। আহা এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্চে—ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়! কিন্তু কোন্‌দিকে সে থাকে এ পর্য্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না! ঐ যে পশ্চিমের জান্‌লার ভিতর দিয়ে একটা শাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল—না না, ও ত নয়—ও ত একজন দাসী

দেখ্‌চি—ও কি করচে? একটা ভিজে শাড়িশুকতে দিচ্চে। বোধ হয় তাঁরি শাড়ি! আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম্! তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কি করচেন?—একবার কিছুতেই কি দেখা হতে পারে না? আমরা কি বনের জন্তু? আমাদের কেন এত ভয়? এত করে এতগুলো দেয়াল গেঁথে এতগুলো দরজা-জান্‌লা বন্ধ করে মানুষের কাছ থেকে মানুষ লুকিয়ে থাকে কেন?

পাল্কীতে শিবচরণের প্রবেশ।

শিব। (বেহারার প্রতি) আরে রাখ্‌ রাখ্‌। (পাল্কী হইতে অবতরণ) বেটার তবু হুঁস নেই! দেখ না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ না! যেন ক্ষিধে পেয়েছে এই বাড়ির ইঁট কাঠগুলো গিলে খাবে! ছোঁড়ার হল কি? খাঁচার পাখীর দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। রোস, এবারে ওকে জব্দ করচি—বাবাজি হাতে হাতে ধরা পড়েচেন! হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর্ ঘুর্ করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্‌দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি!

নিমাই। কি সর্ব্বনাশ! এ যে বাবা!

শিব। শুন্‌চ? কালেজ কোন্‌দিকে! তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত্র কি ঐ জান্‌লার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌চে? (নিমাই নিরুত্তর) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া এই তোর একজামিন্! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

নিমাই। খেয়েই কলেজে গেলে আমার অসুখ করে তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিব। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? সহরের আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জ্জিলিং সিম্‌লেপাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজ কাল যে চেহারা বেরিয়েচে একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা একজামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্চে—তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্চে তা' ত জানতুম না!

নিমাই। আজ কাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে এক্‌সেসাইজ করে নিই—

শিব। রাস্তার ধারে কাঠের পুঁতুলের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার এক্সেসাইজ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই!

নিমাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়ে ছিলুম তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিব। শ্রান্ত হয়েছিস্, তবে ওঠ্ আমার পাল্কীতে! যা এখনি কালেজ যা! গেরস্তর বাড়ির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না!

নিমাই। সে কি কথা! আপনি কি করে যাবেন?

শিব। আমি যেমন করে হোক্ যাব তুই এখন পাল্কীতে ওঠ্! ওঠ্ বল্‌চি!

নিমাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েচি—এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব!

শিব। না, সে হবে না—তুই ওঠ্ আমি দেখে যাই—

নিমাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে!

শিব। সে জন্যে তোকে কিছু ভাব্‌তে হবে না—তুই ওঠ্ পাল্কীতে!

নিমাই। কি করি—পাল্কীতে ওঠা যাক্ আজ সকাল বেলাটা মাটি হল! (পাল্কী আরোহণ)

শিব। (বেহারার প্রতি) দেখ্, একেবারে সেই পটলডাঙ্গার

কালেজে নিয়ে যাবি কোথাও থামাবিনে! পাল্কী লইয়া বেহারাগণ প্রস্থানোন্মুখ।

নিমাই। (জনান্তিকে বেহারাদের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্ তোদের এক টাকা বক্শিস্ দেব, ছুটে চল্। (প্রস্থান)—

শিব। আজ আর রুগী দেখা হল না! আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে! প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রকান্তের বাসা।

চন্দ্রকান্ত।

চন্দ্র। নাঃ! এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষী করা হয়েচে! আমার এমন অনুতাপ হচ্চে! মনে হচ্চে যেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটা ঘটিয়েচি! ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু'দিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধর্চে না! ওঁদের জন্যে একটি আলাদা জগৎ ফরমাস দিতে হবে! একটি শান্তিপুরে ফিন্‌ফিনে জগৎ—কেবল চাঁদের আলো, ঘুমের ঘোর আর পাগলের পাগ্‌লামী দিয়ে তৈরি!

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। কি হচ্চে চন্দরদা!

চন্দ্র। না, নিমাই, তোরা আর বিয়ে থাওয়া করিস্‌নে!

নিমাই। কেন বল দেখি—তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভূত চাপ্‌ল নাকি?

চন্দ্র। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়ে মানুষকে বিয়ে কর্‌বার যোগ্য নস্! তোরা কেবল লম্বা চওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখ্‌বি তাতে যে পৃথিবীর কি উপকার হবে ভগবান্ জানেন!

নিমাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কি উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই! যাহোক্ এত রাগ কেন!

চন্দ্র। শুনেচ ত সমস্তই! আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্চে না!

নিমাই। বাস্তবিক, এ রকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভাল হয় নি!

চন্দ্র। বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জান্তুম? একটা স্ত্রীলোককে ভালবাসবার ক্ষমতাটুকুও নেই? একবার ভেবে দেখ্ দেখি ভাই—একটি বালিকা হঠাৎ একদিন রাত্রে তার আশৈশব আত্মীয় স্বজনের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে সমস্ত ইহকাল পরকাল তোমার বাম হস্তে তুলে দিলে, আর তার পর দিন সকালবেলা উঠে কি না তাকে তোমার পছন্দ হল না! এ কি পছন্দর কথা!

নিমাই। সেই জন্য ত ভাই গোড়ায় একবার দেখে শুনে নেওয়া উচিত ছিল! তা এখন কি করবে বল দেখি?

চন্দ্র। আমি ত আর তার মুখ দর্শন কর্‌চিনে! এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার ভারি ঝগড়া হয়ে গেছে!

নিমাই। তুমি তাকে ছাড়্‌লে সে যে নেহাৎ অধঃপাতে যাবে!

চন্দ্র। না, তার সঙ্গে আমি কিছুতেই মিশ্‌চিনে, সে যদি আমার পায়ে ধরে এসে পড়ে তবু না! তুমি ঠিক বলেছিলে নিমাই, আজকাল সবাই যাকে ভালবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো—হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়!

নিমাই। সে সব বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাততঃ আমার একটি কাজ করে দিতে হচ্চে।

চন্দ্র। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি কিন্তু ঘটকালি আর কর্‌চিনে!

নিমাই। ঐ ঘটকালিই কর্‌তে হবে!

চন্দ্র। (ব্যগ্রভাব) কি রকম শুনি।

নিমাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্র। (উচ্চস্বরে) নিমাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে!

নিমাই। তা আছে ভাই! বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েচে কিছুতেই এক্‌জামিনের পড়ায় মন দিতে পারিনে—শীগ্‌গির আমার একটি সদ্গতি না কর্‌লে—

চন্দ্র। বুঝেচি। কিন্তু নিমাই, আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা আর চাপাস্‌নে! ভেবে দেখ্‌ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুটি অবলার সর্ব্বনাশ করেচি—একটিকে স্বহস্তে নিয়েচি, আর একটিকে প্রিয় বন্ধুর হাতে সমর্পণ করেচি—আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিস্‌নে!

নিমাই। কিচ্ছু ভেবোনা ভাই! এবার যা কর্‌বে, তাতে তোমার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে!

চন্দ্র। ভ্যালা মোর দাদা! এ বেশ কথা বলেচিস্‌ ভাই। সকাল থেকে মরে ছিলুম এখন একটু প্রাণ পাওয়া গেল। আমি এথ্‌খনি যাচ্চি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড় বৌয়ের পরামর্শটাও জানা ভাল।

(প্রস্থান)—

(অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া।)

চন্দ্র। বড় বৌ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এ সমস্তই কেবল তোদের জন্যে! না, আমি আর তোদের কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ্‌চিনে! তোরা পাঁচজনে এসে জুটিস্‌, আমিও ছেলেমানুষদের সঙ্গে

মিশে যা মুখে আসে তাই বকি, আর এই সমস্ত অনর্থ বাধে। আমার চিরকালের ঘরের স্ত্রীটিকেই যদি ঘরে না রাখ্‌তে পারব ত তোদের স্ত্রী জুটিয়ে দিয়ে আমার কি এমন পরমার্থ লাভ হবে বল্ দেখি! না—তোদের কারো সঙ্গে আমি আর বাক্যালাপ করচিনে!

বিনোদ ও নলিনাক্ষের প্রবেশ।

বিনোদ। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই আমি আর থাক্‌তে পার্‌লুম্ না।

চন্দ্র। না ভাই, তোদের উপর কি আমি রাগ কর্‌তে পারি। তবে মনে একটু দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ। কি করব চন্দর দা! আমি এত চেষ্টা করচি কিছুতেই পেরে উঠ্‌চিনে—

চন্দ্র। কেন বল্ দেখি? ওর মধ্যে শক্তটা কি? মেয়ে মানুষকে ভাল বাস্‌তে পারিস্‌নে? তুই কি কাঠের পুঁতুল?

নলিন। চন্দ্র বাবুর সঙ্গে কিন্তু আমার মতের একটুও মিল হচ্চে না। ভালবাসা কখনও জোর করে হয় না। একটা গান আছে

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে!
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে!"

আমি কিন্তু বিনু সম্পূর্ণ তোমার দিকে!

বিনোদ। নলিন একটু থাম্ তুই—এই বড় দুঃখের সময় আর হাসাস্‌নে! চন্দর দা, কি জানি ভাই, একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল বিয়ে না করে' বিয়ে না করাটাই যেন একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে! এখন হঠাৎ এই বিয়েটা কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ কর্‌তে পারচিনে!

চন্দ্র। তোর পায়ে পড়ি বিনু; তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্ নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভাল বাস্‌বি! মনে কর তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস্!

নলি। চন্দ্রবাবুর এ নিতান্ত অন্যায় কথা! বিনুর প্রতি উনি—

বিনোদ। তুই আর জ্বালাস্‌নে নলিন্! বুঝেছ চন্দর দা, যা কিছু মনে করবার তা করেচি—তাকে আমি চোক বুজে পরি অপ্সরী রম্ভা তিলোত্তমা বলে কল্পনা করি কিন্তু তাতে ফল পাইনে। তবে সত্যি কথা বলি চন্দর, আসল হয়েচে কি, আজকাল টাকার বড় টানাটানি—বই থেকে কিছু পাইনে, দেশে যা বিষয় আছে মামাতো ভাইরা লুঠ করে খেলে—নিজে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে বিষয় দেখা সে মরে গেলেও পারব না—ওকালতি ব্যবসা সবে ধরেচি, ঘর থেকে কেবল গাড়িভাড়াই দিচ্চি। একলা যখন থাকৃতুম, আমার কোণের ঘরের ভাঙ্গা চৌকিটিতে এসে বস্‌তুম আপনাকে রাজা মনে হত। এখন নড়তে চড়তে কেবল মনে হয় আমার এই ভাঙ্গাঘর ছেঁড়া বিছানাটুকুও বেদখল হয়ে গেছে—আমাকে আর কোথাও ভাল করে ধরে না! নিমাই, তুমি শুনে রাগ করচ, কিন্তু একটু বুঝে দেখো, একটা জুতোর মধ্যে দুটো পা ঢোকে না, তা দুই পায়ে যতই প্রণয় থাক্!

নলি। বিনু যা বল্‌চে ওর সমস্ত কথাই আমি মানি।

নিমাই। তা হলে তোমার ভালবাসার অভাব নেই, কেবল টাকার অভাব।

বিনোদ। কথাটা যে প্রায় একই দাঁড়ায়—

নিমাই। কি বল! কথাটা একই! ভালবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও—

বিনোদ। না ভাই, আমি ভালবাসাটাকে স্নায়ুর ব্যামো কিংবা মিথ্যে বল্‌চিনে; আমি বল্‌চি ও জিনিষটা কিছু সৌখীন জাতের। ওর বিস্তর আস্‌বাবের দরকার! টানাটানির বাজারে ওকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়্‌তে হয়! আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি, চতুর্দ্দিকটি বেশ মনের মত হত, ট্র্যামের ঘড়্‌ঘড়্ না থাক্‌ত, দাসীমাগী ঝগড়া না করত, গয়লা ঠিক্

নিয়মিত দুধ যোগাত এবং দাম না চাইত, মাসান্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত, জজসাহেব বিচারাসনে বসে আমার ইংরিজি ভুল সংশোধন করে না দিত, তাহলে আমিও ক্রমে ক্রমে ভাল বাসতে পারতুম—কিন্তু এখন সঙ্গীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ এ কিছুই রুচ্‌চে না—আমার পটলডাঙ্গার সেই বাসার মধ্যে এ সমস্ত সৌখীন জিনিষ পুষ্‌তে পারচিনে।

চন্দ্র। ভালবাসা যে এতবড় ফুল্‌বাবু তা জান্‌তুম না—কি করেই বা জান্‌ব, ওঁর সঙ্গে আমার কখনই পরিচয় নেই!

নিমাই। ছিছি বিনোদ, তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার থলির মধ্যে গুঁজ্‌লে হে!

বিনোদ। নিমাই, তুমি এমন কথাটা বল্লে! আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল! ছোঃ! অভাবকে কি আমি অভাব বলে ডরাই তা নয় কিন্তু তার চেহারাটা অতি বিশ্রী, জীর্ণ শীর্ণ মলিন কুৎসিত কদাকার হাড়-বের-করা, নিতান্ত গায়ের কাছে তাকে সর্ব্বদা সহ্য হয় না। তার ময়লা হাতে সে পৃথিবীর যা কিছু ছোঁয় তাই দাগী হয়ে যায়, তা চাঁদের আলোই বল, আর প্রেয়সীর হাসিই বল! এতদিন আমার টাকা ছিল না অভাবও ছিল না—বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্য বলে একটা কদর্য্য মড়াখেকো শ্মশানের কুকুর জিব বের করে সর্ব্বদা আমার চোখের সাম্‌নে হ্যাঁহ্যাঁ করে বেড়াচ্চে—তাকে আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারিনে। আসল কথা আমার চারিদিকে আমি একটি সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য দেখ্‌তে চাই—জীবনটি বেশ একটি অখণ্ড রাগিণীর মত হবে তবে আমার মধ্যে যা কিছু পদার্থ আছে তা ভাল করে প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে আমার পুরোণো অবস্থার ঠিক্ সুর মেলাতে পারচিনে, আমার কোন জিনিষ তাঁকে কেমন খাপ খাচ্ছে না, আর তাই ক্রমাগত আমাকে ছুঁচের মত বিঁধ্‌চে। থাকৃত যদি আরব্য উপন্যাসের একটি

পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অমনি একটি কিঙ্করী সোনার থালে হ্যামিল্টনের দোকানের সমস্ত ভাল ভাল গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল, দুজন দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে দুই দিকে দাঁড়াল, চারিদিক থেকে সঙ্গীত উঠ্‌চে, বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আস্‌চে—যে দিকে চোখ পড়চে তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করচে—সে হলে এক রকম হত—আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেঁড়া মাছুরে উঠ্‌তে বস্‌তে লজ্জিত হয়ে আছি! যা বলিস্ ভাই, স্ত্রীর কাছে মান রাখতে সকলেরই সাধ যায়, এমন কি, সেই জন্যে মনু বলেগেছেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বল্‌তে পাপ নাই। তা ভাই, মিথ্যা কথা দিয়ে যদি আমার পটলডাঙ্গার বাসাটা ঢেকে ফেল্‌তে পারতুম, আমার বর্ত্তমান অবস্থা আগাগোড়া গিল্টি করে দিতে পারতুম, তা হলে মিথ্যে আমার মুখে বাধত না—কিন্তু এতখানি ছেঁড়া বেরিয়ে পড়েচে যে কেবল কথা দিয়ে আর রিফু চলে না। এখন এ অবস্থায় সে কি আমাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারে! আমার মধ্যে যে টুকু পদার্থ আছে সে কি আমি তার কাছে প্রকাশ করতে পেরেচি? আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে কি হীনতার মধ্যে দেখ্‌চে বল দেখি! তুমি কি বল এ অবস্থায় মানুষের বসে বসে প্রেমালাপ করতে সখ্ যায়? এই ত ভাই আমার যে রকম স্বভাব তা খুলে বল্লুম, খুব যে উচুদরের বীরত্বময় মহত্বপূর্ণ তা নয়—কিন্তু উচু নীচু মাঝারি এই তিন রকমেরই মানুষ আছে, ওর মধ্যে আমাকে যে দলেই ফেল আমার আপত্তি নেই—কিন্তু ভুল বুঝোনা!

চন্দ্র। তোমার সঙ্গে বক্তৃতায় কে পারবে বল! যা হোক্ এখন কর্ত্তব্য কি বল দেখি!

বিনোদ। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েচি।

চন্দ্র। তুমি নিজে চেষ্টা করে'? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদ। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্র। যে, এখানে তিনি টিঁকতে পারবেন না! তুমি সব পারো। যদি বন্ধুত্ব রাখ্‌তে চাও ত ও আলোচনায় আর কাজ নেই তোমার যা কর্ত্তব্য বোধ হয় তুমি কোরো। নিমাই ভাই, তোমার সে কথাটা মনে রইল—আগে একবার নিজের শ্বশুর বাড়িটা ঘুরে আসি তার পরে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজটায় লাগ্‌তে পার্‌ব।—বিনু, আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারচিনে—কাল তোমার বাসায় একবার যাওয়া যাবে। (প্রস্থান।)

নলিন। চল ভাই বিনু আমরা দুজনে মিলে গোলদিঘির ধারে বেড়াতে যাইগে!

বিনোদ। আমার এখন গোলদিঘি বেড়াবার সখ নেই নলিন। সেখানে যখন যাব একেবারে দড়ি কলসী হাতে করে নিয়ে যাব।

নলিন। কেন ভাই অনর্থক তুমি ওরকম মন খারাপ করেচ? একে ত এই পোড়া সংসারে যথেষ্ট অসুখ আছে তার পরে আবার—

বিনোদ। বন্ধু লাগ্‌লে আরো অসহ্য হয়ে ওঠে।

নলিন। কি করলে তোমার দগ্ধ হৃদয়ে আমি একটুখানি সান্ত্বনা দিতে পারি ভাই!

বিনোদ। নলিন্, তোর দুটি পায়ে পড়ি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এত অবিশ্রাম চেষ্টা করিস্‌নে, মাঝে মাঝে একটু একটু হাঁফ ছাড়তে দিস্!

নলিন। তুমি এখন কোথায় যাচ্চ?

বিনোদ। বাড়ি যাচ্চি।

নলি। তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই এখন তুমি সেখানে একলা, মনে করচি কিছু দিন তোমার সঙ্গে একত্র থেকে—

বিনোদ। না না, আমি শীঘ্রই আমার স্ত্রীকে ঘরে আন্‌চি—নলিন,

আজ ভাই তুমি চন্দরকে নিয়ে গোলদিঘিতে বেড়াতে যাও—আমাকে একটু ছুটি দিতেই হচ্চে।

নলিন। (সনিঃশ্বাসে) তবে বিদায় ভাই! কিন্তু এই শেষ কথা বলে যাচ্চি, যাঁদের তুমি তোমার প্রাণের বন্ধু বলে জান, তাঁরা তোমাকে হয় ত এক কথায় ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু নলিনাক্ষ তোমাকে কখনই ছাড়বে না।

বিনোদ। সে আমি খুবই জানি নলিন্।

নলিন। আর এটা নিশ্চয় মনে রেখো, তুমি যা কর আমি তোমার পক্ষে আছি।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিবারণের অন্তঃপুর।

ইন্দু ও কমল।

কমল। না ভাই ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস্‌নে। তুই যতটা বাড়িয়ে দেখ্‌চিস আসলে ততটা কিছু নয়—

ইন্দু। না তা কিছু নয়? তিনি অতি উত্তম কাজ করেচেন—বাঙ্গালীর ঘরে এত বড় মহাপুরুষ আর জন্ম গ্রহণ করেন নি—ওঁর মহত্বের কথা সোনার জলে ছাপিয়ে কপালে মেরে ওঁকে একবার ঘরে ঘরে দেখিয়ে আনলে হয়? দিদি, এই ক'দিনে তোর বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেছে। তুই কি বল্‌তে চাস্ আমাদের বিনোদ বাবু ভারি উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন?

কমল। তুই ভাই সব কথা বড় বেশী বাড়িয়ে বলিস্‌, ওটা তোর একটা দোষ ইন্দু। একবার ভাল করে ভেবে দেখ্‌ দেখি, হঠাৎ একজন লোককে বলা গেল আজ থেকে তুমি অমুক লোকটাকে ভালবাস্‌বে, সে যদি অম্‌নি তক্ষণি ঘোড়ায় চড়ে আদেশ পালন করতে না পারে তা হলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? বিয়ের মন্তর সত্যি যদি ভালবাসার মন্তর হত তা হলে ক্ষেমা পিসির এমন দুর্দ্দশা কেন, তা হলে বিরাজ দিদি এত কাল কেঁদে মরচেন কেন?

ইন্দু। ভাই, তোকে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। বিয়ের মন্তর যে ভালবাসার মন্তর নয় তা কে বল্‌বে? আচ্ছা দিদি, এক রাত্তিরে তোর এত ভালবাসা জন্মাল কোথা থেকে—বিয়ে হলে কি রকম মনে হয় আমাকে সত্যি করে বল্‌ দেখি?

কমল। কি জানি, বিয়ের পরেই মনে হয়, বিধাতা সমস্ত জগৎথেকে একটি মানুষকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে তার সমস্ত সুখ দুঃখের ভার আমার উপর দিলেন—আমি তাকে দেখ্‌ব, সেবা করব, যত্ন করব, তার সংসারের ভার লাঘব করব, আর সকলের কাছ থেকে তার সমস্ত দোষ দুর্ব্বলতা আবরণ করে রেখে দেব! এইমাত্র যে তাকে বিয়ে করলুম তা মনে হয় না; মনে হয় আজন্ম কাল এবং জন্মাবার পূর্ব্বে থেকে এই একমাত্র মানুষের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল—

ইন্দু! তোমার যদি এতটা হল, ত বিনোদবাবুর কিছু হয় না কেন?

কমল। তুই বুঝিস্‌নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষ মানুষ। আমাদের এক ভাব ওদের আর এক ভাব। জানিস্‌নে, মার কোলে ছেলেটি হবামাত্রই সে কালোই হক্‌ আর সুন্দরই হোক্‌ তাকে সেই মুহূর্ত্ত থেকে ভালবাস্‌তে না পার্‌লে এ সংসার চলে না—তেমনি স্ত্রীর অদৃষ্টে যে স্বামীই জোটে তক্ষণি যদি সে তাকে ভালবাস্‌তে না পারে তা হলে সে স্ত্রীরই বা কি দশা হয় আর এই পৃথিবীই বা টেঁকে কি করে! মেয়ে মানুষের ভালবাসা

সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ মানুষ ঘরে বসে' অনেক ঠেকে' অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালবাসতে শেখে, ততদিন পৃথিবী সবুর করে' থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না!

ইন্দু। ইস্! কি সব নবাব! আচ্ছা, দিদি, তুই কি বলিস্ নিমে গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অম্‌নি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণ দুটো ধরে সেবা করতে বসে' যাব—মনে কর্‌ব ইনি আমার চিরকালের গয়লা, আমরা পূর্ব্বজন্মের গয়লা, বিধাতা এঁকে এবং এঁর অন্য গরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েচেন!

কমলা। ইন্দু, তুই কি যে বকিস্ আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠিনে! নিমে গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন—সে একে গয়লা তাতে আবার তার তুই বিয়ে।

ইন্দু। আচ্ছা না হয় নিমে গয়লা নাই হল—পৃথিবীতে নিমাইচন্দ্রের ত অভাব নেই!

কমল। তা তোর অদৃষ্টে যদি কোন নিমাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভাল বাস্‌বি—

ইন্দু। কখ্‌খনো বাস্‌ব না! আচ্ছা তুমি দেখো! বিয়ে করেচি বলেই যে অমনি তার পর দিন থেকে নিমাই নিমাই করে ক্ষেপে বেড়াব আমাকে তেমন মেয়ে পাওনি! আমি দিদি তোর মতন না ভাই! তোরা ঐ রকম করিস্ বলেই ত পুরুষগুলোর দেমাক্ বেড়ে যায়! নইলে তাদের আছে কি? যেমন মূর্ত্তি তেমনি স্বভাব! সাধে তাঁদের পায়া ভারি হয়—তোদের যে সেই পায়ে তেল দিতে এক দণ্ড তর সয় না।—তুই হাস্‌চিস্ দিদি, কিন্তু আমি সত্যি বল্‌চি, ঐ দাড়িমুখগুলো না হলে কি আর আমাদের একেবারে চলে না! কেন ভাই তোতে আমাতে ত বেশ ছিলুম! আমাদের কিসের অভাব ছিল! মাঝখানে একজন অপরিচিত পুরুষ এসে আমাদের অপমান করে যায় কেন! যেন আমরা ওঁদের

বাড়ির বাগানের বেগুন, ইচ্ছে করলেই তুলে নিতে পারেন, ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারেন! আচ্ছা, মনে কর্‌ না, আমিই তোর স্বামী। আমি তোকে যত যত্ন করব যত ভাল বাস্‌ব তোর সাতগণ্ডা গোঁফ দাড়ি অমন পার্‌বে না!

কমল। আসল জানিস্‌ ইন্দু ওদের না হলে আমাদের চল্‌তে পারে কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষ মানুষের চলে না, সেই জন্যে ওদের আমরা ভালবাসি। ওরা নিজের যত্ন নিজে করতে জানে না—ওদের সর্ব্বদা সাম্‌লে রাখবার এবং দেখাবার লোক একজন চাই। মনে হয় যেন আমাদের চেয়ে ওদের ঢের বেশি জিনিষের দরকার ওদের মস্ত শরীর, মস্ত ক্ষিদে, মস্ত আবদার! আমাদের সব তাতেই চলে যায় ওদের একটু কিছু হলেই একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে! আমাদের মত ওদের এমন মনের জোর নেই—ওরা এত সহ্য করতে পারে না। সেই জন্যেই ত ওদের এতটা বেশি ভালবাসতে হয়, নইলে ওদের কি দশা হত!

নিবারণের প্রবেশ।

নিবা। মা, তোমাকে দেখ্‌লে আমি চোখের জল রাখ্‌তে পারিনে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী—তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না!

কমল। কাকা, আপনি অমন করে বল্‌বেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েচে—

ইন্দু। বাবা, আস্‌লে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচ জনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ, আমি ত বুঝ্‌তে পারিনে।

নিবা। থাক্‌ মা, সে সব আলোচনা থাক্‌—এখন একটা কাজের কথা বলি কমল মন দিয়ে শোন। তোমাকে এতদিন গরীবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেচি, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের বিষয় সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না—আমারই হাতে সে সমস্ত আছে—

ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেচে এবং সুদেও বেড়েচে। তোমার বাপ বলে গিয়েছিলেন তোমার কুড়ি বৎসর বয়স হলে তবে এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার হাতে দেওয়া হয়। তাঁর আশঙ্কা ছিল পাছে তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ খেয়ে অসৎ ব্যয় করে উড়িয়ে দেয়! তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিষয় পেলে তুমি তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। যদিও তোমার সে বয়স হয় নি কিন্তু সুবুদ্ধিতে তোমার সমান আর কে আছে মা! অতএব তোমার সমস্ত বিষয় তুমি এখনি নাও। খুব সম্ভব তা হলে তোমার স্বামীও তোমার কাছে আপনি এসে ধরা দেবে।

ইন্দু। (কানে কানে) বেশ হয়েচে ভাই, এইবার তুই খুব জব্দ করে নিস্‌!

কমল। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। আর এ কথাটা যাতে কেউ টের না পায় আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবা। কেন বল দেখি মা?

কমল। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে সে আপনাকে পরে বল্‌ব।

নিবারণ। আচ্ছা।

(প্রস্থান।)

ইন্দু। তোর মৎলবটা কি আমাকে বল্‌ ত!

কমল। আমি আর একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব—

ইন্দু। সে ত বেশ হবে ভাই! তা হলে আবার তোর সঙ্গে তার ভাব হবে! ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালবেসে সুখ পায় না। কিন্তু ববাবর রাখ্‌তে পার্‌বি ত?

কমল। বরাবর রাখ্‌বার ইচ্ছে ত আমার নেই বোন্‌—

ইন্দু। ফের আবার একদিন স্বামী স্ত্রী সাজ্‌তে হবে না কি?

কমল। হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকা পতন না হয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিমাইয়ের ঘর।

নিমাই ও শিবচরণ।

শিব। এই বুড়ো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি তা কে জান্‌ত!

নিমাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল?

শিব। আরে বাপু, সামান্য না ত কি! বিয়ে করা বৈ ত নয়। রাস্তার মুটে মজুরগুলোও যে বিয়ে কর্‌চে। ওতে ত খুব বেশি বুদ্ধি খরচ কর্‌তে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে যোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান্ ছেলে, এতগুলো পাশ করে' শেষকালে এইখানে এসে ঠেক্‌ল?

নিমাই। আপনি ত সব শুনেচেন—আমি ত বিয়ে কর্‌তে অসম্মত নই—

শিব। আরে, তাতেই ত আমার বুঝতে আরো গোল বেধেচে! যদি বিয়ে কর্ত্তেই আপত্তি না থাকে তবে না হয় একটাকে না করে আর একটাকেই কর্‌লি! নিবারণকে কথা দিয়েছি—আমি তার কাছে মুখ দেখাই কি করে!

নিমাই। নিবারণবাবুকে ভাল করে বুঝিয়ে বল্লেই সব—

শিব। আরে, আমি নিজে বুঝ্‌তে পারিনে, নিবারণকে বোঝাব কি! আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না করে, তোর মাসীকে বিয়ে কর্‌বার

প্রস্তাব মুখে আন্‌তুম, তা হলে তোর ঠাকুর দাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখ্‌ত! পড়েচিস্‌ ভাল মনুষের হাতে—

নিমাই। শুনেচি আমার ঠাকুর্দ্দা মশায়ের মেজাজ ভাল ছিল না—

শিব। কি বলিস্‌ বেটা! মেজাজ ভাল ছিল না। তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভাল ছিল! কিছু বলিনে বলে বটে! সে যাহোক্‌, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্‌!

নিমাই। আমি ত বরাবর এক কথাই বলে আস্‌চি।

শিব। (সরোষে) তুই ত বল্‌চিস্‌ এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশি বল্‌চি! মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হয়ে যাচ্চে! আমি এখন নিবারণকে বলি কি? তা সে যাহোক্‌, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে কর্‌বিনে? যা বল্‌বি এক কথা বল্‌!

নিমাই। কিছুতেই না বাবা!

শিব। একমাত্র বাগ্‌বাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে কর্‌বি? ঠিক করে বলিস্‌!

নিমাই। সেই রকমই স্থির করেচি—

শিব। বড় উত্তম কাজ করেচ—এখন আমি নিবারণকে কি বল্‌ব।

নিমাই। বল্‌বেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিব। কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কি বল্‌তে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না?

নিমাই। না বাবা, সে জন্যে আপনি ভাব্‌বেন না।

শিব। আরে মোলো! আমি সেই জন্যেই ভেবে মর্‌চি আর কি! আমি ভাব্‌চি নিবারণকে বলি কি!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুসজ্জিত গৃহ।

বিনোদ।

বিনোদ। এরা বেছে বেছে এতদেশ থাকৃতে আমাকে উকিল পাকৃড়ালে কি করে আমি তাই ভাব্‌চি! আমার অদৃষ্ট ভাল বল্‌তে হবে। এখন টিকৃতে পার্‌লে হয়। যখন মেয়ে প্রভু তখন একটু একটু আশা হয়—একবার কোন সুযোগে মনটি যোগাড় কর্‌তে পার্‌লে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোন ভাবনা নেই। তা বলি, স্ত্রীলোকের থাকৃবার স্থান এই বটে। ওরা যে রাণীর জাত, দারিদ্র্য ওদের আদবে শোভা পায় না। পুরুষ মানুষ জন্মগরীব—সাজসজ্জা ঐশ্বর্য্য অলঙ্কার আমাদের তেমন মানায় না। সেই জন্যেই ত লক্ষ্মী যেমন সৌন্দর্য্যের দেবতা তেমনি ধনের দেবতা। শিবটা হল ভিক্ষুক আর দুর্গা হলেন অন্নপূর্ণা। মেয়ে মানুষ একেবারে ভরা ভাণ্ডারের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে চারিদিক ঝল্‌সে দেবে—কোথাও যে কিছু অভাব আছে তা কারো চোখে পড়্‌বে না, মনে থাকৃবে না। আর আমরা গোলাম ওঁদের জন্যে দিনরাত্রি মজুরী করে মর্‌ব! বাস্তবিক, ভেবে দেখ্‌তে গেলে পুরুষরা যে এত বেশি খেটে মরে সে কেবল মেয়েরা খাটবার জন্যে হয় নি বলে,—

পাছে ওদেরও খাট্‌তে হয়, সেই জন্যে পুরুষকে পুরুষ আর মেয়ে দুয়ের জন্যেই একলা খেটে দিতে হয়—এই জন্যেই পুরুষের চেহারা এবং ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মত—কেবল খেটে খাবার উপযুক্ত—খাটুনির মত এমন আর কিছু তাকে শোভা পায় না! রাণী বসন্তকুমারীকে বোধ করি

এই অতুল ঐশ্বর্য্যেরই উপযুক্ত দেখ্‌তে হবে। আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি তাঁর এমন একটি মহিমা আছে যে, তাঁর পায়ের নীচে পৃথিবী নিজের ধুলোমাটির জন্যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কি করবে, বেচারার নড়ে' বসবার জায়গা নেই!

ঘোমটা পরিয়া কমলের প্রবেশ।

বিনোদ। যা মনে করেছিলুম তাই বটে! আহা, মুখটি দেখ্‌তে পেলে বেশ হত! আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন?

কমল। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন!

বিনোদ। কিছু কিছু শুনেছি। গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্চে! সব মেয়েরই গলা প্রায় এক রকম দেখ্‌চি! কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমল। আমার পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই—বিবাহ করিনি পাছে স্বামী আমার চেয়ে আমার বিষয় সম্পত্তির বেশি আদর করেন—পাছে শাঁসটুকু নিয়ে আমাকে খোলার মত ফেলে দেন!

বিনোদ। আপনি আমাকে বৈষয়িক পরামর্শের জন্যে ডেকেচেন, অন্য কোন বিষয়ে কথা বলা আমার উচিত হয় না; কিন্তু মানুষের মানসিক বিষয়েও আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আপনি বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন আমি অবসর মত কিঞ্চিৎ সাহিত্য চর্চ্চাও করে থাকি।—আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যে রকম ভাব্‌চেন ওটা আপনার ভুল। যেমন বোঁটার সঙ্গে ফুল তেমনি ধনের সঙ্গে স্ত্রী। অর্থাৎ ধন থাক্‌লে স্ত্রীকে গ্রহণ করবার সুবিধা হয়—নইলে তাকে বেশ সুচারুরূপে ধরে রাখ্‌বার সুযোগ হয় না! অনেক সময় বোঁটা নেই বলে ফুল হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু এত বড় অরসিক মূর্খ কে আছে যে ফুল ফেলে দিয়ে বোঁটাটি রেখে দেয়!

কমল। আমি পুরুষ জাতকে ভাল চিনিনে, কাজেই সাহস পাইনে। যাই হোক, সংসারকার্য্যে পুরুষেরা যতই অনাবশ্যক হোক্ বিষয় কর্ম্ম

তাদের না হলে চলে না। তাই আমি আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধ্যক্ষতার ভার আপনার উপর দিতে ইচ্ছে করি—

বিনোদ। আমার প্রাণপণ সাধ্যে আমি আপনার কাজ করে দেব। সে যে কেবল বেতনের প্রত্যাশায়, অনুগ্রহ করে তা মনে করবেন না। আমাকে কেবলমাত্র আপনার ভৃত্য বলে জান্‌বেন না, আমি—

কমল। না, না, আপনি ভৃত্যের ভাবে থাক্‌বেন কেন,—আপনাকে আমার বন্ধুর স্বরূপ জ্ঞান করব—আপনি মনে করবেন যেন আপনারই কাজ আপনি করচেন—

বিনোদ। তার চেয়ে ঢের বেশী মনে করব—কারণ, এ পর্য্যন্ত কখনো আপনার কাজে আপনি যথেষ্ট মন দিইনি। নিজের স্বার্থরক্ষার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কর্ত্তব্য যেমনভাবে সম্পন্ন করতে হয় আমি তেম্‌নি ভাবে কাজ করব—দেবতার কাজ যেমন প্রাণপণে—

কমল। না, না, আপনি অতটা বেশী কিছু ভাব্‌বেন না। আমার সম্পত্তি আপনি দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করবেন না। কেবল এইটুকু মনে করলেই যথেষ্ট হবে, যে একজন অনাথা অবলা একান্ত বিশ্বাসপূর্ব্বক আপনার হাতে তার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌চে—

বিনোদ। আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে যে কতখানি অনুগ্রহ করলেন তা আমি বল্‌তে পারিনে। আপনাকে তবে সত্যি কথা বলি, আমি নিতান্ত একটা লক্ষ্মীছাড়া অকর্ম্মণ্য লোক, বোধ হয় শূন্য অহঙ্কারে ফুলে-উঠে স্রোতের ফেনার মত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কেবল ভেসে ভেসে বেড়াতুম—আপনার এই বিশ্বাসে আমাকে মানুষ করে তুল্‌বে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য হবে—আমি—

কমল। আপনি এত কথা কেন বল্‌চেন আমি বুঝ্‌তে পারচিনে—আমার এ অতি সামান্য কাজ—এর সঙ্গে আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগ কি?

বিনোদ। কাজ যেমনই হোক্‌ না, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের যে কত বল দেয় তা আপনারা জানেন না। এই একজন অজ্ঞাত অপরিচিত পুরুষের প্রতি আপনি যে এমন অসন্দিগ্ধভাবে নির্ভর স্থাপন করলেন এ জন্যে আপনাকে কখনই এক মুহূর্ত্তের জন্যও এক তিল অনুতাপ করতে হবে না।

কমল। আপনার কথায় আমি বড় নিশ্চিন্ত হলুম। আমার একটা মস্ত ভার দূর হল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখ্‌তে চাইনে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ। না, না, সে জন্যে আপনি ভাব্‌বেন না। আমার সহস্র কাজ থাক্‌লেও সমস্ত পরিত্যাগ করে' আমি—

কমল। তা হলে আমার কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে আপনি সমস্ত বুঝে পড়ে নিন্‌। নিবারণ বাবু এখনি আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশুনে নিতে পারবেন!

বিনোদ। নিবারণ বাবু?

কমল। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনি প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েচেন।

বিনোদ। (স্বগত) ছিছিছি বড় লজ্জা বোধ হচ্চে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আস্‌ব। এখন ত আমার কোন অভাব নেই!

কমল। তবে আমি আসি। (প্রস্থান।)

বিনোদ। না—এরকম স্ত্রীলোক আমি কখনো দেখিনি! কেমন বুদ্ধি, কেমন বেশ আপনাকে আপনি যেন ধারণ করে রেখেচে। জড়সড় নির্ব্বোধ কাঁচুমাচুভাব কিছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার! আমার মত একজন অপরিচিত পুরুষের প্রতি এতটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা বল্লেন অথচ সেটা কেমন স্বাভাবিক সরল শুনতে হল—কিছুমাত্র

বাড়াবাড়ি মনে হল না! এই রকম স্ত্রীলোক দেখ্‌লে পুরুষগুলোকে নিতান্ত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়। এই দুই চারটি কথা কয়েই মনে হচ্চে যেন ওঁর সঙ্গে আমার চিরকালের জানাশোনা আছে--যেন ওঁর কাজ করা, ওঁর সেবা করা আমার একটা পরম কর্ত্তব্য। কিন্তু নিবারণ বাবুর সঙ্গে রাণীর আলাপ আছে শুনে আমার ভয় হচ্চে পাছে আমার স্ত্রীর কথা সমস্ত শুন্‌তে পান্! ছি ছি, সে বড় লজ্জার বিষয় হবে! উনি হয়ত ঠিক আমার মনের ভাবটা বুঝ্‌তে পারবেন না, আমাকে কি মনে করবেন কে জানে! আমি আজই নিবারণবাবুর বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আস্‌ব।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলের গৃহ।

নিবারণ ও কমলমুখী।

কমল। আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না—এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়!

নিবা। তাইত মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে। আমি এদিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কি বলি, ললিত চাটুর্য্যেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর, সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে!

কমল। সে জন্যে ভাব্‌বেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখ্‌লে বিয়ে করতে নারাজ হবে এমন ছেলে কেউ জন্মায়নি।

নিবা। ওদের দেখা শুনো হয় কি ক’রে?

কমল। সে আমি সব ঠিক করেচি।

নিবা। তুমি কি করে ঠিক কর‍্লে মা ?

কমল। আমি ওঁকে বলে দিয়েচি ওঁর সমস্ত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। তা হলে সেই সঙ্গে ললিত বাবুও আসবেন তারপর একটা কোন উপায় বের করা যাবে।

নিবা। তা সব যেন হল, আমি ভাব্‌চি শিবুকে কি বল্‌ব !

কমল। ঐ উনি আস্‌চেন। আমি তবে যাই।

(প্রস্থান।)

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। এই যে, আমি এখনি আপনার ওখানেই যাচ্ছিলুম !

নিবা। কেন বাপু, আমার ওখানে ত তোমার কোন মক্কেল নেই।

বিনোদ। আজ্ঞে, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না—আপনি বুঝ্‌তেই পারচেন—

নিবা। না বাপু, আমি এখনকার কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে—একটু পরিষ্কার করে খুলে না বল্লে তোমাদের কথাবার্ত্তা রকমসকম আমার ভালরূপ ধারণা হয় না !

বিনোদ। আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবা। তা অবশ্য—তাঁকে ত আমরা ত্যাগ কর্ত্তে পারিনে—

বিনোদ। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবা। বাপু, আবার কেন পাল্কীভাড়াটা লাগাবে ?

বিনোদ। আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝ্‌চেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে আপনার ওখানে পাঠিয়েছিলুম, নইলে তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারি অনুগ্রহে আমার অবস্থা অনেকটা ভাল হয়েচে—এখন অনায়াসে—

নিবা। বাপু, এ ত তোমার পোষা পাখী নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে—এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আস্‌তে পারি।

নিবা। আচ্ছা সে বিষয় বিবেচনা করে পরে বল্‌ব?

(প্রস্থান।)

বিনোদ। বুড়োও ত কম একগুঁয়ে নয় দেখ্‌চি। যাহোক এ পর্য্যন্ত রাণীকে কিছু বলেনি বোধ হয়।

চন্দ্রের প্রবেশ।

বিনোদ। কি হে চন্দর!

চন্দ্র। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েচি।

বিনোদ। কেন, কি হয়েচে?

চন্দ্র। কি জানি ভাই, কখন্ তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কি কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েচেন যে, কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্চিনে।

বিনোদ। বল কি দাদা! তোমার বাড়িতে ত এ দণ্ডবিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না!

চন্দ্র। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্চে কিছু বুঝ্‌তে পারচিনে! ইদিকে আবার দাসী পাঠিয়ে দু'বেলা খোঁজ নেওয়া আছে তা আমি জান্‌তে পাই! আমার শাশুড়ী ঠাকরুণের নাম করে যথাসময়ে অন্ন-ব্যঞ্জনও আসে। মনে করি রাগ করে খাব না কিন্তু ভাই ক্ষিধের সময় আমি না খেয়ে থাকৃতে পারিনে তা যতই রাগ হোক্।

বিনোদ। তবে তোমার ভাবনা কি? যদি শ্বশুর বাড়ি থেকে আর সমস্তই পাচ্চ, না হয় একটি বাকি রইল!

চন্দ্র। না বিনু, তোরা ঠিক বুঝ্‌তে পারবিনে। তুই সেদিন বল্‌ছিলি

বিয়ে না করাটাই তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উল্টো। প্রায় সমস্ত জীবন ধরে ঐ স্ত্রীটিকে এম্‌নি বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেচি যে, হঠাৎ বুকের হাড় ক'খানা খসে' গেলে যেমন এক দম খালি খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হলেও তেম্‌নি নেহাৎ ফাঁকা বোধ হয়। মাইরি সন্ধের পর আমার সে ঘরে আর ঢুক্‌তে ইচ্ছে করে না।

বিনোদ। এখন উপায় কি!

চন্দ্র। মনে করচি আমি উল্টে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আসব। তোর এখানেই থাক্‌ব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তাঁর বিশ্বাস তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস্, আমি তাকে বলি, আমার এ ঝুনো মাথায় বিনুর দন্তস্ফুট করবার যো নেই, কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি খবর পায় আমি চব্বিশ ঘণ্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলে পতিত উদ্ধারের জন্যে পতিতপাবনী অমনি তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে আস্‌বে!

বিনোদ। তা বেশ কথা। তুমি এখানেই থাক, যতক্ষণ তোমার সঙ্গ পাওয়া যায়, ততক্ষণই লাভ। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুর বাড়ি যেতে হচ্চে!

চন্দ্র। কার শ্বশুর বাড়ি?

বিনোদ। আমার নিজের, আবার কার!

চন্দ্র। (সানন্দে বিনুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বল্‌চিস্ বিনু?

বিনোদ। হাঁ ভাই, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মত থাকৃতে আর ইচ্ছে করচে না। স্ত্রীকে ঘরে এনে একটু ভদ্রলোকের মত হতে হচ্চে বিবাহ করে আইবড় থাকৃলে লোকে বল্‌বে কি?

চন্দ্র। সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না—কিন্তু এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়? যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন সব

সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ ত শুন্‌তে পাইনি, দুদিন আমায় দেখা পাস্‌নি আর তোর বুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল ? যাহোক্, তা হলে আর বিলম্বে কাজ নেই—এখনি চল্—শুভবুদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাৎ উদয় হয় তখন তাকে অবহেলা করা কিছু নয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলমুখীর গৃহ।

ইন্দু ও কমল।

কমল। তোর জ্বালায় ত আর বাঁচিনে ইন্দু! তুই আবার এ কি জটা পাকিয়ে বসে আছিস্! ললিত বাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ কর্‌তে হবে না কি ?

ইন্দু। তা কি করব দিদি! কাদম্বিনী না বল্লে যদি সে না চিন্‌তে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কি ?

কমল। ইতি মধ্যে তুই এতকাণ্ড কখন করে তুল্লি তা ত জানিনে! একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেচিস্!

ইন্দু। তোমার বিনোদ বাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেল্‌বেন এখন, তারপর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখ্‌তে যাব !

কমল। তোমার ললিত বাবু সাজ্‌তে পারে এমন ছোকরা কি তারা কোথাও খুঁজে পাবে ? তুই হয় ত মাঝখান থেকে "ও হয় নি, ও হয় নি" বলে চেচিয়ে উঠ্‌বি !

ইন্দু। ঐ ভাই, তোমার বিনোদ বাবু আস্‌চেন, আমি পালাই।

(প্রস্থান।)

বিনোদের প্রবেশ ।

বিনোদ । মহারাণী, আমার বন্ধুরা এলে কোথায় তাঁদের বসাব ?

কমল । এই ঘরেই বসাবেন ।

বিনোদ । ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে—তাঁর নামটি কি ?

কমল । কাদম্বিনী । বাগ্‌বাজারের চৌধুরীদের মেয়ে ।

বিনোদ । আপনি যখন আদেশ করচেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব । কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বল্‌তে পারিনে । সে যে এ সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে এমন বোধ হয় না—

কমল । আপনাকে সে জন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না —কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড় আপত্তি করবেন না ।

বিনোদ । তা হলে ত আর কথাই নেই ।

কমল । মাপ করেন যদি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই ।

বিনোদ । এখনি । (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুল্‌লে বাঁচি !

কমল । আপনার স্ত্রী নেই কি ?

বিনোদ । কেন বলুন দেখি ? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন ?

কমল । আপনি ত অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করচেন, তা হলে আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মত করে রাখ্‌তে চাই । অবিশ্যি যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে ।

বিনোদ । আপত্তি ! কোন আপত্তিই থাক্‌তে পারে না । এ ত আমার সৌভাগ্যের কথা !

কমল । আজ সন্ধের সময় তাঁকে আন্‌তে পারেন না ?

বিনোদ । আমি বিশেষ চেষ্টা করব । (কমলের প্রস্থান) কিন্তু

কি বিপদেই পড়েচি! এদিকে আবার আমার স্ত্রী কিছুতেই আমার বাড়ি আস্‌তে চায় না—আমার সঙ্গে দেখা করতেই চায় না। কি যে করি ভেবে পাইনে। অনুনয় করে একখানা চিঠি লিখ্‌তে হচ্চে।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। একটি সাহেব বাবু এসেচেন।

বিনোদ। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবী বেশে ললিতের প্রবেশ।

ললিত। (শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালত?

বিনোদ। এক রকম ভালয় মন্দয়। তোমার কি রকম চল্‌চে?

ললিত। Pretty well! জান, I am going in for studentship next year!

বিনোদ। ওহে, আর কত দিন একজামিন দিয়ে মর্‌বে? বিয়েথাওয়া কর্‌তে হবে না না কি? এদিকে যৌবনটা যে কাটিয়ে গেল!

ললিত। Hallo! you seem to have queer ideas on the subject। কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry! I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ। আহা তা ত বটেই। আমি কি বল্‌চি তুমি তোমার নিজের হাতপা গুলোকে বিয়ে কর্‌বে? অবিশ্যি মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে ত কথা হচ্চে না!

বিনোদ। আহা, তোমাকে নিয়ে ত ভাল বিপদে পড়া গেল! পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ কর্ত্তে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায় তা হলেকি বল!

ললিত। I admire your cheek বিনু! তুমি wife select কর্‌বে আর আমি marry কর্‌ব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation। পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marrige।

বিনোদ। তা বেশ ত, তুমি দেখ, তারপরে তোমার পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না—

ললিত। My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কি, you need not bother yourself about my happiness! আমার বিশ্বাস আমি যদি কখনো কোন girlকে love করি I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে কর্‌ব you'll get your invitation in due form!

বিনোদ। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুন্‌লেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition!

নীরদ। আগে শোনো, তার পর যা বল্‌তে হয় বোলো—মেয়েটির নাম—কাদম্বিনী!

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু I must confess তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in someother quarter!

বিনোদ। (স্বগত) এর মানে কি! তবে যে রাণী বল্লেন কাদম্বিনীর নাম শুন্‌লেই লাফিয়ে উঠ্‌বে! দূর হোক গে? এ'কে

খাওয়ানটাই বাজে খরচ হল—আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরো আমাকে নিদেন দুঘণ্টা কাল কাটাতে হবে দেখ্‌চি!

ললিত। I say, it's infernally hot here—চল না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক্।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কমলমুখীর অন্তঃপুর।

কমল ও ইন্দু।

ইন্দু। দিদি, আর বলিস্‌নে, দিদি, আর বলিস্‌নে! পুরুষ মানুষকে আমি চিনেচি! তুই বাবাকে বলিস্ আমি আর কাউকে বিয়ে কর্‌ব না!

কমল। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিন্‌লি কি করে ইন্দু!

ইন্দু। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালবাসে, তা ছন্দ মিলুক্ আর না মিলুক্। তার পরে যখন সুখ দুঃখ সমেত ভালবাসার সমস্ত কর্ত্তব্যভার মাথায় কর্‌বার সময় আসে তখন ওঁদের আর সাড়া পাওয়া যায় না। ছি ছি ছি ছি, দিদি, আমার এম্‌নি লজ্জা কর্‌চে! ইচ্ছে কর্‌চে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই! বাবাকে আমার এ মুখ দেখাবো কি করে! কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেচে সে খাতা এখনো আমার কাছে আছে!

কমল। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আব কর্‌বি কি! এখন কাকা যাকে বল্‌চেন তাকে বিয়ে কর্! তুই কি সেই মিথ্যেবাদী অবিশ্বাসীর জন্যে চিরজীবন কুমারী হয়ে থাক্‌বি? একে বেশি বয়স পর্য্যন্ত মেয়ে রাখার জন্যে কাকাকে প্রায় একঘরে করেচে;

ইন্দু। তা, দিদি, কলাগাছ ত আছে! সে ত কোন উৎপাত করে না! ঐ বাবা আস্‌চেন, আমি যাই ভাই।

(প্রস্থান।)

নিবারণের প্রবেশ।

নিবা। কি করি বল্‌ত মা! ললিত চাটুয্যে যা বলেচে সে ত সব শুনেচিস্! সে বিনোদকে কেবল মার্‌তে বাকি রেখেচে, অপমান যা হবার তা হয়েচে—

কমল। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয় নি, আপনার মেয়ের কথা হচ্চে তাও সে জানে না!

নিবা। ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েচি তাকেই বা কি বলি! আবার মেয়ের পছন্দ না হলে জোর করে বিয়ে দেওয়া সে আমি পার্‌ব না—একটি যা হয়ে গেছে তারই অনুতাপ রাখ্‌বার জায়গা পাচ্চিনে! তুমি, মা, ইন্দুকে বলেকয়ে ওদের দুজনে দেখা করিয়ে দিতে পার ত বড় ভাল হয়! আমি নিশ্চয় জানি ওরা পরস্পরকে একবার দেখ্‌লে পছন্দ না করে থাক্‌তে পার্‌বে না! নিমাই ছেলেটিকে বড় ভাল দেখ্‌তে—তাকে দর্শনমাত্রেই স্নেহ জন্মায়।

কমল। নিমাইয়ের মনের ইচ্ছে কি সেটাও ত জান্‌তে হবে কাকা! আবার কি এই রকম একটি কাণ্ড বাধানো ভাল?

নিবা। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেচি। সে বলে আমি উপার্জ্জন না করে বিয়ে কর্‌ব না। সে ত আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখেনি। একবার দেখ্‌লে ও সব কথা ছেড়ে দেবে। বিশেষ তার বাপ তাকে খুব পীড়াপীড়ী কর্‌চে। আমি চন্দ্রবাবুকে বলে তাকে একবার ইন্দুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে রাজি কর্‌ব। চন্দ্রবাবুর কথা সে খুব মানে।

কমল। তা ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পার্‌ব।

(নিবারণের প্রস্থান।)

ইন্দুর প্রবেশ।

কমল। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোকে রাখ্তে হবে!

ইন্দু। কি বল্না ভাই!

কমল। একবার নিমাই বাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্!

ইন্দু। কেন দিদি, তাতে আমার কি প্রায়শ্চিত্তটা হবে!

কমল। দেখ ইন্দু, এ ত ভাই ইংরেজের ঘর নয়, তোকে ত বিয়ে করতেই হবে। মনটাকে অমন করে বন্ধ করে রাখিস্নে—তুই যা মনে করিস্ ভাই, পুরুষ মানুষ নিতান্তই বাঘ ভাল্লুকের জাত নয়—বাইরে থেকে খুব ভয়ঙ্কর দেখায় কিন্তু ওদের বশ করা খুব সহজ। একবার পোষ মান্লে ঐ মস্ত প্রাণীগুলো এম্নি গরীব গোবেচারা হয়ে থাকে সে দেখে হাসি পায়! পুরুষ মানুষের মধ্যে তুই কি ভদ্রলোক দেখিস্নি? কেন ভাই, কাকার কথা একবার ভেবে দেখ্না।

ইন্দু। তুই আমাকে এত কথা বল্চিস্ কেন দিদি? আমি কি পুরুষ মানুষের দুয়োরে আগুন দিতে যাচ্চি? তারা খুব ভাল লোক, আমি তাদের কোন অনিষ্ট করিতে চাইনে।

কমল। তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেচিস্ ইন্দু, কাকা তাতে কোন বাধা দেন্নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখ্বিনে?

ইন্দু। রাখ্ব ভাই—তিনি যা বল্বেন তাই শুন্ব।

কমল। তবে চল, তোর চুলটা একটু ভাল করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস্নে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলমুখীর গৃহ।

নিমাই।

নিমাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করচে তা না হয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক্‌। শুনেচি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে—তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বল্লে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে—বাবাও আর পীড়াপীড়ী করবেন না।

ঘোমটা পরিয়া ইন্দুর প্রবেশ।

ইন্দু। বাবা যখন বল্‌চেন তখন দেখা করতেই হবে কিন্তু কারো অনুরোধে ত পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

নিমাই। (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপিড়ি করচেন কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন ত আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দু। এ কি! এ যে ললিতবাবু! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্যে যাঁরা পীড়াপীড়ি করচেন তাঁদের আপনি জানাবেন বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করচেন!

নিমাই। এ কি! এ যে কাদম্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি ত জানতুম না! আমি মনে করেছিলুম নিবারণ বাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্চি—কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দু। ললিত বাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখিনে!

নিমাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলচেন? ললিত বাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করচেন—যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দু। না, না, তাঁকে ডাক্‌তে হবে না।—আপনি তা হলে কে?

নিমাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েচেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েচি—ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মত কোন অপরাধ করিনিত!

ইন্দু। আপনার নাম কি ললিত বাবু নয়?

নিমাই। যদি পছন্দ করেন ত ঐ নামই শিরোধার্য্য করে নিতে পারি কিন্তু বাপ মায়ে আমার নাম রেখেছিলেন নিমাই!

ইন্দু। নিমাই?—ছিছি একথা আমি আগে জান্‌তে পারলুম না কেন?

নিমাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? তবে ত না জেনে ভালই হয়েচে! এখন কি আদেশ করেন?

ইন্দু। আমি আদেশ করচি ভবিষ্যতে যখন আপনি কবিতা লিখ্‌বেন তখন কাদম্বিনীর পরিবর্ত্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন এবং ছন্দ মিলিয়ে লিখ্‌বেন।

নিমাই। যে দুটো আদেশ করলেন ও দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দু। আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নেব এখন, নামটা আপনি বদ্‌লে নেবেন—

নিমাই। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করচেন? চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এম্‌নি গুরুতর অপরাধ যে সে জন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দু। না, সে অপরাধ আমি সহস্রবার মার্জ্জনা করতে পারি কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

নিমাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দু। ইন্দুমতী। তার প্রধান কারণ, আপনার বাপ মা যেমন আপনার নাম রেখেচেন নিমাই, তেমনি আমার বাপ মা আমার নাম রেখেচেন ইন্দুমতী।

নিমাই। হায় হায়, আমি এতদিন কি ভুলটাই করেচি! বাগ্‌বাজারের রাস্তায় রাস্তায় বৃথা ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠ্‌তে বস্‌তে দু'বেলা বাপান্ত করেচেন, কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পূরতে মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি করেচি—(মৃদুস্বরে)

যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—

কিম্বা

কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে!

আহা সে কেমন হত!

ইন্দু। তবে, এখন ভ্রম সংশোধন করুন্—এই নিন্ আপনার খাতা। আমি চল্লুম! (প্রস্থানোদ্যম)—

নিমাই। আপনারও বোধ হচ্চে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল—সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন—আপনার একটা সুবিধে আছে, আপনাকে আর সেই সঙ্গে ছন্দ বদ্‌লাতে হবে না।

(ইন্দুমতীর প্রস্থান।)

নিবারণের প্রবেশ।

নিবা। দেখ বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু—আমার বড় ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করচে।

নিমাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবা। (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে—যুবোদের শাস্ত্রই এক আলাদা।—তা বাপু তোমার কথা শুনে বড় আনন্দ হল! তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝ্‌তেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

নিমাই। তা অবশ্য।

নিবা। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্র বাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

(প্রস্থান)

শিবচরণের প্রবেশ।

শিব। তুই এখানে বসে রয়েছিস্, আমি তোকে পৃথিবীশুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্চি।

নিমাই। কেন বাবা!

শিব। তোকে যে আজ তারা দেখ্‌তে আস্‌বে।

নিমাই। কারা?

শিব। বাগ্‌বাজারের চৌধুরীরা।

নিমাই। কেন?

শিব। কেন! না দেখে শুনে অমনি ফস্ করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বুঝি আর সবুর সইচে না?

নিমাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে?

শিব। ভয় নেইরে বাপু, তুই যাকে চাস্ তারই সঙ্গে হবে! আমার

ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেচিস্ তাত জানতুম না; তা, সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেচি।

নিমাই। সে কি বাবা? আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাইনে—বিশেষ আপনি নিবারণ বাবুকে কথা দিয়েচেন—

শিব। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ)—তুই ক্ষেপেচিস্ না আমি ক্ষেপেচি আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্ আমি ভাল করে বুঝি।

নিমাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে কর্ব না।

শিব। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবিনে! তবে কাকে করবি!

নিমাই। নিবারণ বাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিব। (উচ্চৈঃস্বরে) কি! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি তখন বলিস্ কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি, তখন বলিস্ ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি—তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর ক্ষেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস্!

নিমাই। আমাকে মাপ কর বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিব। ভুল কিরে বেটা! তোকে সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে! তাদের কোন পুরুষে চিনিনে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতিমিনতি করে এলুম, যেন আমারি কন্যেদায় হয়েচে—তার পরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক্ হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্ব্বাদ করতে আস্‌বে তখন বলে কি না আমি বিয়ে করব না! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কি!

চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। (নিমাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুন্‌লুম। ভাল একটি গোল বাধিয়েচ যা হোক্?—এই যে ডাক্তার বাবু, ভাল আছেন ত?

শিব। ভাল আর থাকতে দিলে কই? এই দেখ না চন্দর, ওঁর নিজেরই কথা মত একটি পাত্রী স্থির করলুম—যখন সমস্ত স্থির হয়ে গেল তখন বলে কি না, তাকে বিয়ে করব না! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কি?

নিমাই। বাবা, তুমি তাদের একটু বুঝিয়ে বল্লেই—

শিব। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধরেচে আর আমার ছেলেটি একটি আস্ত ক্ষেপা—তা তাদের বুঝ্‌তে বিলম্ব হবে না!

চন্দ্র। আপনি কিছু ভাব্‌বেন না। সে মেয়েটির আর একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিব। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকাল কুষ্মাণ্ডের মত হঠাৎ এত বড় হতভাগা তুমি দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে!

চন্দ্র। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক্‌ করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণ বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিব। যদি পার চন্দর ত বড় উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারচি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চি।

চন্দ্র। সে জন্যে কোন ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্দ্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বল্‌চি! এখন বাকিটুকু সেরে আসি!

(প্রস্থান)

নিবারণের প্রবেশ।

শিব। আরে এস ভাই এস!

নিবা। ভাল আছ ভাই?—যা হোক শিব, কথা ত স্থির?

শিব। সে ত বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জ্জি হলেই হয়!

নিবা। আমারো ত সমস্ত ঠিক হয়ে আছে এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিব। তবে আর কি দিনক্ষণ দেখে—

নিবা। সে সব কথা পরে হবে—এখন কিছু মিষ্টি মুখ করবে চল!

শিব। না ভাই, এখন আমার খাওয়াটা অভ্যাস নেই, এখন থাক—অসময়ে খেয়েচি কি, আর আমার মাথা ধরেচে—

নিবা। না, না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্চে। বাপু তুমিও এস।

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলের অন্তঃপুর।

কমল ও ইন্দু।

কমল। ছি, ছি, ইন্দু, তুই কি কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি?

ইন্দু। তা বেশ করেচি! ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভাল!

কমল। এখন পুরুষ জাতটাকে কি রকম লাগচে?

ইন্দু। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই!

কমল। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, নিমাই গয়লাকে তুই কথ্খনো বিয়ে করবিনে!

ইন্দু। না ভাই নিমাই নামটি খারাপ নয় তা তোমরা যাই বল। তোমার নলিনীকান্ত, ললনামোহন, রমণীরঞ্জনের চেয়ে সহস্রগুণে ভাল। নিমাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষ মানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস্নে দিদি তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভাল—

কমল। কি হিসেবে ভাল শুনি!

ইন্দু। বিনোদবিহারী নামটা যেন টাট্‌কা নভেল নাটক থেকে পেড়ে এনেচে—বড্ড বেশী গায়ে-পড়া কবিত্ব! মানুষের চেয়ে নামটা জাঁকালো! আর নিমাই নামটি কেমন বেশ সাদা সিদে, কোন দেমাক্ নেই, ভঙ্গিমে নেই—বেশ নিতান্ত আপনার লোকটির মত।

কমল। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম ত মানাবে না।

ইন্দু। আমি ত ওঁকে ছাপ্‌তে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখ্‌ব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি—

কমল। তা যে নমুনা দেখিয়েছিলি!—তোর সেটুক্ বুদ্ধি আছে জানি কিন্তু শুনেচি বিয়ে করলে আবার স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদ্‌লাতে হয়।

ইন্দু। আমার ত তার দরকার হবে না। সে লেখা তোদের ভাল লাগে না—আমার ভাল লেগেচে। সে আরও ভাল—আমার কবি কেবল আমারই কবি থাক্‌বে, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটি মাত্র পাঠক থাক্‌বে—

কমল। ছাপ্‌বার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দু। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাক্‌বে না।

কমল। সে ভয় তোকে করতে হবে না! যা হোক্ তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্ বোন্! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক!

ইন্দু। ঐ বিনোদ বাবু আস্‌চেন্। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখ্‌চি।

(ইন্দুর প্রস্থান)

বিনোদের প্রবেশ।

কমল। তাঁকে এনেচেন ?

বিনোদ। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্চে না !

কমল। আমার বোধ হচ্চে তিনি যে আমার সঙ্গিনী ভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ। আপনাকে আমি বল্‌তে পারিনে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাক্‌লে আমি কত সুখী হই ! আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয় ! যথার্থ ভদ্র স্ত্রীলোকের কি রকম আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা হওয়া উচিত তা আপনার কাছে থাক্‌লে তিনি বুঝ্‌তে পারবেন। বেশ সম্ভ্রম রক্ষা করে চলা অথচ নিতান্ত জড়সড় হয়ে না থাকা, বেশ শোভন লজ্জাটুকু রাখা অথচ সহজ ভাবে চলা ফেরা, একদিকে উদার সহৃদয়তা আর একদিকে উজ্জ্বল বুদ্ধি, এমন দৃষ্টান্ত তিনি আর কোথায় পাবেন !

কমল। আমার দৃষ্টান্ত হয় ত তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেচি আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেচেন, হয়ত তাঁকে ভাল করে জানেন না—

বিনোদ। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমল। ওকথা বল্‌বেন না। আপনি হয়ত জানেন না আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ এমন বোধ হয় না !

বিনোদ। আপনি তাঁকে চেনেন ?

কমল। খুব ভালরকম চিনি।

বিনোদ। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোন কথা বলেছেন ?

কমল। কিছু না। কেবল বলেচেন, তিনি আপনার ভালবাসার যোগ্য

নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদ। এ তাঁর ভারি ভ্রম! তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড় অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালবাসিনে বলে নয়। আমি দরিদ্র, বিবাহের পূর্ব্বে সে কথা ভাল বুঝ্‌তে পার্‌তুম না—কিন্তু লক্ষ্মীকে ঘরে এনেই যেন অলক্ষ্মীকে দ্বিগুণ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম; মনটা প্রতি মুহূর্ত্তে অসুখী হতে লাগ্‌ল। সেই জন্যেই আমি তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিলুম। তার পরে আপনার অনুগ্রহে আমার অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে অবধি তাঁর অভাব আমি সর্ব্বদাই অনুভব করি—তাঁকে আনাবার অনেক চেষ্টা কর্‌চি কিন্তু কিছুতেই তিনি আস্‌চেন না। অবশ্য তিনি রাগ কর্‌তে পারেন কিন্তু আমি কি এত বেশি অপরাধ করেছি!

কমল। তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেচি।

বিনোদ। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন্!

কমল। তিনি ভয় কর্‌চেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যদি অভয় দেন—

বিনোদ। বলেন কি, আমি তাঁকে ক্ষমা কর্‌ব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পারেন—

কমল। তিনি কোনকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সে জন্য আপনি ভাব্‌বেন না—

বিনোদ। তবে এত মিনতি কর্‌চি তিনি আমাকে দেখা দিচ্চেন না কেন?

কমল। আপনি সত্যই যে তাঁর দেখা চা'ন এ জান্‌তে পার্‌লে তিনি

এক মুহূর্ত্ত গোপনে থাকৃতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখ্‌তে চান্ ত দেখুন।

(মুখ উদ্ঘাটন)—

বিনোদ। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুর প্রবেশ।

ইন্দু। মাপ করিস্‌নে দিদি! আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক্ তার পরে মাপ!

বিনোদ। তা হলে অপরাধীকে আর একবার বাসর-ঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়!

ইন্দু। দেখেছিস্ ভাই—কত বড় নিলর্জ্জ! এরি মধ্যে মুখে কথা ফুটেচে! ওদের একটু আদর দিয়েচিস্ কি আর ওদের সাম্‌লে রাখ্‌বার যো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওঁদের উপযুক্তমত শাসন হয় না। যদি ওঁদের নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা'হলে দেখ্‌তুম ওঁদের এত আদর থাকৃতো কোথায়!

বিনোদ। তা হলে ভূভার হরণের জন্যে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আন্‌তে পার্‌তুম।

কমল। ঐ ক্ষান্ত দিদি আস্‌চেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরবেন না।

(বিনোদের প্রস্থান।)

ক্ষান্তর প্রবেশ।

ক্ষান্ত। তা বেশ হয়েচে ভাই, বেশ হয়েচে! এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি! এ যে রাজার ঐশ্বর্য্য! তা বেশ হয়েচে! এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোন খেদ থাকে না!

ইন্দু। সে বুঝি আর বাকি আছে! স্বামীরত্নটিকে ভাঁড়ারে পুরেচেন!

ক্ষান্ত। আহা, তা বেশ হয়েচে, বেশ হয়েচে! কমলের মত এমন লক্ষ্মীমেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে!

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে এই ভরসন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেচ?

ক্ষান্ত। আর ভাই ঘরকন্না! আমি দু দিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে শুন্‌লুম তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েচেন! তা ভাই, বিয়ে করেচি বলেই কি বাপ মা একেবারে পর হয়ে গেছে! দুদিন সেখানে থাক্‌তে পাব না! যাহোক্ খবরটা পেয়ে চলে আস্‌তে হল।

ইন্দু। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!

ক্ষান্ত। তা ভাই, একলা ত আর ঘরকন্না হয় না। ওঁদের যে চাই, ওঁদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি।

ইন্দু। তোমার কর্ত্তাটিকে দেখ্‌বে ত এস ঐ ঘর থেকে দেখা যাবে।

চতুর্থ দৃশ্য।

ঘর।

শিবচরণ, নিমাই, নিবারণ, চন্দ্র।

চন্দ্র। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে!

শিব। কি হল বল দেখি।

চন্দ্র। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

নিবা। সে কি! সে যে বিবাহ করবে না শুন্‌লুম?

চন্দ্র। সে ত স্ত্রীকে বিবাহ করচে না। তার টাকা বিয়ে করে টাকাটি সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাবে। যাহোক্, এখন আর একবার আমাদের নিমাইবাবুর মত নেওয়া উচিত—ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিব। (ব্যস্তভাবে) না, না, আর মত বদ্লাতে সময় দেওয়া হবে না! তার পূর্ব্বেই আমরা পাঁচজনে পড়ে কোনগতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্চে। চল নিমাই অনেক আয়োজন কর্‌বার আছে। (নিবারণের প্রতি) তবে চল্লেম ভাই।

নিবারণ। এস। (নিমাই ও শিবচরণের প্রস্থান) চন্দরবাবু, আপনার ত খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন—একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসিগে।

(প্রস্থান।)

ক্ষান্তর প্রবেশ।

ক্ষান্ত। এখন বাড়ি যেতে হবে? না কি?

চন্দ্র। (দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি!

ক্ষান্ত। তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি?

চন্দ্র। বিনুর সঙ্গে আমার ত সেই রকমই কথা হয়েছে!

ক্ষান্ত। বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কি না; বিনুর সঙ্গে কথা হয়েচে! এখন ঢের হয়েচে চল!

চন্দ্র। (জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধু মানুষকে কথা দিয়েচি এখন কি সে ভাঙ্‌তে পারি!

ক্ষান্ত। আমার ঘাট হয়েচে, আমাকে মাপ কর তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাক্‌ব না! তা তোমার ত অযত্ন হয় নি—আমি ত সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েচি!

চন্দ্র। বড় বৌ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে

করেছিলুম? যে বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভ বিবাহ হয় সে বৎসর কল্‌কাতা সহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল?

ক্ষান্ত। আমি বল্‌চি আমার একশোবার ঘাট হয়েচে আমাকে মাপ কর, আমি আর কখনো এমন কাজ কর্‌ব না! এখন তুমি ঘরে চল!

চন্দ্র। তবে একটু রোসো! নিবারণবাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা কর্‌তে গেছেন—উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ!

ক্ষান্ত। আমি সেখানে সব ঠিক করে রেখেচি তুমি এখনি চল!

চন্দ্র। বল কি নিবারণবাবু—

ক্ষান্ত। সে আমি নিবারণবাবুকে বলে পাঠাব এখন, তুমি চল!

চন্দ্র। তবে চল! সকল গরুগুলিইত একে একে গোষ্ঠে গেল! আমিও যাই!

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দর দা!

ক্ষান্ত। ঐরে, আবার ওরা আস্‌চে! ওদের হাতে পড়্‌লে আর তোমার রক্ষে নেই!

চন্দ্র। ওদের হাতে তুমি আমি দুজনেই পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভাল। শাস্ত্রে লিখ্‌চে "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" অতএব এস্থলে আমার অর্দ্ধাঙ্গের সরাই ভাল।

ক্ষান্ত। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মর্‌ব?

(প্রস্থান)।

বিনোদ নিমাই নলিনাক্ষের প্রবেশ।

চন্দ্র। কেমন মনে হচ্চে বিনু?

বিনোদ। সে আর কি বল্‌ব দাদা!

চন্দ্র। নিমাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্ত্তমান লক্ষণটা কি বল্ দেখি!

নিমাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করচে দিগ্বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্র। ভাই নাচতে হয় ত দিকে নেচো, আবার বিদিকে নেচো না! পূর্ব্বে তোমার যে রকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল—কোথায় মির্জ্জাপুর আর কোথায় বাগবাজার!

নিমাই। এখন তোমার খবরটা কি চন্দর দা?

চন্দ্র। আমি কিছু দ্বিধায় পড়ে গেছি। এখানেও আহার তৈরি হচ্চে ঘরেও আহার প্রস্তুত—কিন্তু ঘরের দিকে ডবল্ টান পড়েচে!

নলিন। বিনু,এই মরুজগৎ তোমার কাছে ত আবার নন্দনকানন হয়ে উঠ্‌ল—তুমি ত ভাই সুখী হলে—

চন্দ্র। সে জন্যে ওকে আর লজ্জা দিস্‌নে নলিন্, সে ওর দোষ নয়। সুখী না হবার জন্যে ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, এমন কি প্রায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েছিল; এমন সময় বিধাতা ওর সঙ্গে লাগ্‌লেন—নিতান্ত ওকে কানে ধরে সুখী করে দিলেন! সে জন্যে ওকে মাপ করতে হবে!

বিনোদ। দেখ্ নলিন্, তুই আমাকে ত্যাগ কর্! দুধের সাধ আর ঘোলে মেটাস্‌নে! তুইও একটা বিয়ে করে ফেল্—আর এই জগৎটাকে সখের মরুভূমি করে রাখিস্‌নে!

চন্দ্র। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নলিন্, জীবনে আর কখনো ঘট্‌কালি করব না—আজ তোর খাতিরে সে প্রতিজ্ঞা আমি এখনি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত আছি!

নিমাই। এখনি?

চন্দ্র। হাঁ। এখনি! একবার কেবল বাড়ি থেকে চাদরটা বদ্‌লে আস্‌তে হবে।

নিমাই। সেই কথাটা খুলে বল। আর এপর্য্যন্ত তোমার প্রতিজ্ঞা যে কি রকম রক্ষা করে এসেচ সে আর প্রকাশ করে কাজ নেই!

বিনু। নলিন্, আমার গাছুঁয়ে বল্‌দেখি তুই বিয়ে করবি!

নলিন। তুমি যদি বল বিনু, তা'হলে আমি নিশ্চয় করব! এপর্য্যন্ত আমি তোমার কোন্‌ অনুরোধটা রাখিনি বল!

বিনোদ। চন্দর দা তবে আর কি! একটা খোঁজ কর! একটি সৎ কায়স্থের মেয়ে। ওঁদের আবার একটু সুবিধে আছে—খাস্তের সঙ্গে হজমিগুলিটুকু পান, রাজকন্যার সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্বের যোগাড় হয়।

চন্দ্র। তা বেশ কথা! আমি এই সংসার-সমুদ্রে দিব্যি একটি খেয়া জমিয়েচি—একে একে তোদের দুটিকে আইবড় কুল থেকে বিবাহ কুলে পার করে দিয়েচি—মিষ্টার চাটুর্য্যেকেও এক হাঁটু কাদার মধ্যে নাবিয়ে দিয়ে এসেচি, এখন্‌ আর কে কে যাত্রী আছে ডাক দাও—

বিনোদ। এখন এই অনাথ যুবকটিকে পার করে দাও!

নলিন। বিনু ভাই, আর কেউ নয়, কেবল তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে, আমি তাকেই নেব। দেখেচি তোমার সঙ্গে আমার রুচির মিল হয়!

বিনোদ। তাই সই। তবে আমি সন্ধানে বেরব। চন্দরদার আবার চাদর বদ্‌লাতে বড় বিলম্ব হয় দেখেচি। ততক্ষণ আমিই খেয়া দেব।

নিমাই। আজ তবে সভাভঙ্গ হোক—ওদিকে যতই রাত বয়ে যাচ্চে আমাদের চন্দ্র ততই ম্লান হয়ে আস্‌চেন।

চন্দর। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আগে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীদের একটি বন্দনা গেয়ে তার পরে বেরোনো যাবে। এটি বিরহকালে আমার নিজের রচনা—বিরহ না হলে গান বাঁধবার অবসর পাওয়া যায় না। মিলনের সময় মিলনটা নিয়েই কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাক্‌তে হয়।

(গান।)

(প্রথমে চন্দ্র পরে সকলে মিলিয়া)—

বাউলের সুর।

যার অদৃষ্টে যেম্‌নি জুটুক্‌ তোমরা সবাই ভাল!
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জালো!

কেউবা অতি জ্বল জ্বল, কেউবা ম্লান ছল-ছল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধু আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো!
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো!
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো!
যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভাল লাগে
কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ, কেউ বা দিব্যি কালো!

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

বৈকুণ্ঠের খাতা।

বৈকুণ্ঠের খাতা।

প্রথম দৃশ্য।

কেদার ও তিনকড়ি।

কেদার। দেখ্ তিনকড়ে—অবিনাশ ত আমার গন্ধ পেলেই তেড়ে আসে—

তিন। মানুষ চেনে দেখ্‌চি, আমার মত অবোধ নয়!

কেদার। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার শ্যালীর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে এই জায়গাটাতেই বসবাস করব, আর ঘুরে বেড়াতে পারিনে—

তিন। টিঁকৃতে পারবে না দাদা। তোমার মধ্যে একটা ঘুর্ণি আছেন, তিনিই বরাবর ঘুরিয়েছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ঘোরাবেন।

কেদার। এখন অবিনাশের দাদা বৈকুণ্ঠকে বশ করতে এসে আমার কি দুর্গতি হয়েছে দেখ্। কে জান্‌ত বুড়ো বই লেখে! এত বড় একখানা খাতা আমাকে পড়তে দিয়ে চলে গেছে—

তিন। ওরে বাবা! ইঁদুরের মত চুরি করে খেতে এসে খাতার জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেছ দেখ্‌চি!

কেদার। কিন্তু তিনকড়ে, তুইই আমার সব প্ল্যান্ মাটি করবি।

তিন। কিছু দরকার হবে না দাদা, তুমি একলাই মাটি করতে পারবে!

কেদার। দেখ্ তিনু, এসব ধাতস্থ হবার কাজ নয়। গণেশকে সিদ্ধি-

দাতা বলে কেন—তিনি মোটা লোকটি, খুব চেপে বসে থাকৃতে জানেন, দেখে মনে হয় না যে তাঁর কিছুতে কোনো গরজ আছে—

তিনকড়ি। কিন্তু তাঁর ইঁদুরটি—

কেদার। ফের বক্‌চিস্? লক্ষ্মীছাড়া, তুই একটু আড়ালে যা!

তিন। চল্লুম দাদা! কিন্তু ফাঁকি দিয়ো না। সময় কালে অভাগা তিনকড়েকে মনে রেখো!

(তিনকড়ির প্রস্থান)

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। দেখ্‌চেন কেদার বাবু?

কেদার। আজ্ঞে হাঁ, দেখ্‌চি বই কি! কিন্তু আমার মতে—ওর নাম কি—বইয়ের নামটা যেন কিছু বড় হয়ে পড়েচে।

বৈকুণ্ঠ। বড় হোক্, কিন্তু বিষয়টা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্চে। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও প্রচলিত সঙ্গীত শাস্ত্রের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং নূতন সার্ব্বভৌমিক স্বরলিপির সংক্ষিপ্ত ও সরল আদর্শ প্রকরণ।" এতে আর কোন কথাটি বাদ গেল না।

কেদার। তা বাদ যায় নি। কিন্তু, ওর নাম কি, মাপ করবেন বৈকুণ্ঠ বাবু—কিছু বাদসাদ্ দিয়েই নাম রাখ্‌তে হয়। কিন্তু লেখা যা হয়েছে সে পড়তে পড়তে, ওর নাম কি—শরীর রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে!

বৈকুণ্ঠ। হা হা হাহা! রোমাঞ্চ! আপনি ঠাট্টা করচেন!

কেদার। সে কি কথা!

বৈকুণ্ঠ। ঠাট্টার বিষয় বটে! ও আমার একটা পাগ্‌লামী! হাহাহাহা! সঙ্গীতের উৎপত্তি ও ইতিহাস—মাথা আর মুণ্ডু! দিন্ খাতাটা! বুড়ো-মানুষকে পরিহাস করবেন না কেদার বাবু!

কেদার। পরিহাস! ওর নাম কি, পরিহাস কি মশায় দু ঘণ্টা ধরে কেউ করে! ভেবে দেখুন্ দেখি, কখন্ থেকে আপনার খাতা নিয়ে

পড়েছি! তা হলে ত রামের বনবাসকেও—ওর নাম কি—কৈকেয়ীর পরিহাস বল্‌তে পারেন!

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহা! আপনি বেশ কথাগুলি বলেন!

কেদার। কিন্তু হাসির কথা নয় বৈকুণ্ঠ বাবু, ওর নাম কি—আপনার লেখার স্থানে স্থানে যথার্থই রোমাঞ্চ হয়—তা, কি বলে, আপনার মুখের সামনেই বল্লুম।

বৈকুণ্ঠ। বুঝেছি আপনি কোন্ জায়গার কথা বল্‌চেন, সেখানটা লেখবার সময় আমারই চোখে জল এসেছিল! যদি আপনার বিরক্তি বোধ না হয় ত সেই জায়গাটা একবার পড়ে শোনাই।

কেদার। বিরক্তি! বিলক্ষণ! ওর নাম কি, আমি আপনাকে ঐ জায়গাটা পড়বার জন্যে অনুরোধ করতে যাচ্ছিলুম। (স্বগত) শ্যালীটিকে পার করা পর্য্যন্ত, হে ভগবান্, আমাকে ধৈর্য্য দাও—তার পরে আমারও একদিন আস্‌বে!

বৈকুণ্ঠ। কি বল্‌চেন কেদার বাবু?

কেদার। বলছিলুম যে,—ওর নাম কি—সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়, যাকে একবার ধরে—ওর নাম কি—তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না। আহা, অমন জিনিষ কি আর আছে?

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহা! কচ্ছপের কামড়! আপনার কথাগুলি বড় চমৎকার!—এই যে সেই জায়গাটা! তবে শুনুন্।—হে ভারতভূমি, এক সময়ে তুমি প্রবীন বীর্য্যবান্ পুরুষদিগের তপোভূমি ছিলে; তখন রাজার রাজত্বও তপস্যা ছিল কবির কবিত্বও তপস্যারই নামান্তর ছিল। তখন তাপস জনক রাজ্যশাসন করিতেন, তখন তাপস বাল্মীকি রামায়ণ গানে তপঃপ্রভাব উৎসারিত করিয়া দিতেন; তখন সকল জ্ঞান, সকল বিদ্যা, সংসারের সকল কর্ত্তব্য, জীবনের সকল আনন্দ সাধনার সামগ্রী ছিল। তখন গৃহাশ্রমও আশ্রম ছিল, অরণ্যাশ্রমও আশ্রম ছিল।

আজ যে কুলত্যাগিনী সঙ্গীত বিদ্যা নাট্যশালায় বিদেশী বংশীর কাংস্যকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছে, প্রমোদালয়ে সুরা-সরোবরে স্খলিতচরণে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে, সেই সঙ্গীত একদিন ভরতমুনির তপোবলে মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বর্গকে স্বর্গীয় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সঙ্গীত সাধকশ্রেষ্ঠ নারদের বীণাতন্ত্রী হইতে শুভ্ররশ্মিরাশির ন্যায় বিচ্ছুরিত হইয়া বৈকুণ্ঠাধিপতির বিগলিত পাদপদ্মনিস্যন্দিত পুণ্য নির্ঝরিণীকে ম্লান মর্ত্ত্যলোকে প্রবাহিত করিয়াছিল। হে দুর্ভাগিণী ভারতভূমি, আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদিগের ক্রীড়াভূমি; আজ তোমার যজ্ঞবেদীর পুণ্য মৃত্তিকা লইয়া অবোধগণ পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিতেছে; আজ সাধনাও নাই সিদ্ধিও নাই; আজ বিদ্যার স্থলে বাচালতা; বীর্য্যের স্থলে অহঙ্কার, এবং তপস্যার স্থলে চাতুরী বিরাজ করিতেছে। যে বজ্রবক্ষ বিপুল তরণী একদিন উত্তাল তরঙ্গভেদ করিয়া মহাসমুদ্র পার হইত, আজ সে তরণীব কর্ণধার নাই; আমরা কয়েকজন বালকে তাহারই কয়েকখণ্ড জীর্ণ কাষ্ঠ লইয়া ভেলা বাঁধিয়া আমাদের পল্লিপ্রান্তের পঙ্কপল্বলে ক্রীড়া করিতেছি এবং শিশুসুলভ মোহে অজ্ঞানসুলভ অহঙ্কারে কল্পনা করিতেছি এই ভগ্ন ভেলাই সেই অর্ণবতরী, আমরাই সেই আর্য্য, এবং আমাদের গ্রামের এই জীর্ণপত্রকলুষিত জলকুণ্ডই সেই অতলস্পর্শ সাধনসমুদ্র।

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। বাবু, খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ। তাঁকে একটু বস্‌তে বল!

ঈশান। বস্‌তে বল্‌ব কাকে? খাবার এসেছে।

কেদার। তাহলে আমি উঠি। ওর নাম কি, স্বার্থপর হয়ে আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—

বৈকুণ্ঠ। কেন, আপনি উঠ্‌চেন কেন?

ঈশান। নাঃ, ওঁর আর উঠে কাজ নেই! তামাম রাত ধরে তোমার

ঐ লেখা শুনুন! (কেদারের প্রতি) যাও বাবু তুমি ঘরে যাও! আমাদের বাবুকে আর ক্ষেপিয়ে তুলোনা!

(প্রস্থান)

কেদার। ইনি আপনার কে হন?

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, আমার চাকর।

কেদার। ওঃ, ওর নাম কি, এঁর কথাগুলি বেশ পষ্ট পষ্ট।

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহা! ঠিক বলেচেন। তা কিছু মনে করবেন না—অনেকদিন থেকে আছে—আমাকে মানে টানে না!

কেদার। ওর নাম কি, অল্পক্ষণের আলাপ যদিচ তবু আমাকেও বড় মানে না দেখ্‌লুম। কিন্তু ওর কথাটা আপনি কানে তোলেন নি। খাবার এসেছে!

বৈকুণ্ঠ। তা হোক্, রাত হয় নি—এই অধ্যায়টা শেষ করে ফেলি।

কেদার। বৈকুণ্ঠবাবু, খাবার আপনার ঘরে আসে এবং এসে বসেও থাকে—ওর নাম কি—আমাদের ঘরে তাঁর ব্যবহার অন্য রকমের। দেখুন্ যখন ছেলেবেলায় কালেজে পড়তুম তখন—ওর নাম কি—খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিলুম—তাতে বড় বড় লাউয়ের মত দেড় হাত দু হাত ফলও ঝুলে পড়ে ছিল—কিন্তু—কি বলে—গোড়ায় জল পেলে না—ভিতরে রস প্রবেশ কর্‌লে না—ওর নাম কি—সব ফাঁপা হয়ে রইল। এখন্ কোথায় পয়সা কোথায় অন্ন, এই করেই মর্‌চি! ভিতরে সার যা ছিল সব্ চুপ্‌সে—ওর নাম কি—শুকিয়ে গেল!

বৈকুণ্ঠ। আহা হাহা! এত বড় দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না! অথচ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল আছেন—আপ্‌নি মহানুভব ব্যক্তি! (কেদারের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দেখুন্ আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যদি আপনার কোন সাহায্য কর্‌তে পারি খুলে বল্‌বেন—কিছুমাত্র সঙ্কোচ—

কেদার। মাপ কর্‌বেন বৈকুণ্ঠবাবু—ওর নাম কি—আমাকে টাকার

প্রত্যাশী মনে করবেন না—আজ যে আনন্দ দিয়েছেন এর তুলনায়—ওর নাম কি—টাকার তোড়া—

তিনকড়ির প্রবেশ।

তিন। (জনান্তিকে) খুসি হয়ে দিতে চাচ্চে, নে না—

কেদার। সব মাটি করলে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার—

বৈকুণ্ঠ। এ ছেলেটি কে ?

কেদার। দেনার সঙ্গে যেমন সুদ—ওর নাম কি—উনি আমার তেম্‌নি ! নিজের দায়ই সাম্‌লাতে পারিনে—তার উপর আবার ভগবান—কি বলে—ঢাকের উপর ঢেঁকি চড়িয়েছেন।

তিন। উনি যদি হন গোরু আমি হই ওঁর ল্যাজ ! যথন্ চবে খান্ আমি পিঠের মাছি তাড়াই, আবার যথন চাষার হাতে লাঞ্ছনা খেতে হয় তথন মলাটা আমার উপর দিয়েই যায়।

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহাঃ ! এ ছোক্‌রাটি বেড়ে পেয়েছেন ! এর যে খুব চোখে মুখে কথা !—দেখুন্ বিলম্ব হয়ে গেছে, আজ আমার এখানেই আহারাদি হোক্ না !

কেদার। না, না, সে আপনার অসুবিধা করে কাজ নেই !

তিনকড়ি। বিলক্ষণ ! শুভকার্য্যে বাধা দিতে নেই ! খাওয়াতে ওঁর সামান্য অসুবিধে, না খেতে পেলে আমাদের অসুবিধে ঢের বেশি ! ক্ষিদে পেয়েছে মশায় !

বৈকুণ্ঠ। বেশ বাবা, তুমি পেট ভরে খেয়ে যাও ! তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয় !

কেদার। এই ছোঁড়াটাকে ভগবান্—ওর নাম কি—অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল একটি জঠর দিয়েছেন মাত্র ! আপনার এই আশ্রমটিতে এলে পেট বলে যে একটা গভীর গহ্বর আছে—কি বলে—সে কথা

একেবারে ভুলে যেতে হয়। মনে হয় যেন কেবল একযোড়া হৃৎপিণ্ডের উপরে, ওর নাম কি, একখানি মুণ্ডু নিয়ে বসে আছি!

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহাঃ। আপনি বড় সুন্দর রস দিয়ে কথা বল্‌তে পারেন—বা, বা, আপনার চমৎকার ক্ষমতা!

তিনকড়ি। কথায় মত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞে ভুল্‌বেন না বৈকুণ্ঠবাবু! ক্ষিধে ক্রমেই বাড়চে!

বৈকুণ্ঠ। বটে, বটে! ঈশেন, ঈশেন, একবার এইদিকে শুনে যাও ত ঈশেন!

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। একটি ছিল, দুটি জুটেছে!

তিনকড়ি। রেগো না দাদা, তোমাকেও ভাগ দেব!

ঈশান। এখনো লেখা শোনানো চল্‌চে বুঝি!

বৈকুণ্ঠ। (লজ্জিতভাবে খাতা আড়াল করিয়া) না, না, লেখা কোথায়! দেখ ঈশেন, ইয়ে হয়েছে—এই দুটি বাবু—বুঝেছ, এঁদের জন্যে কিছু খাবার এনে দিতে হচ্চে!

ঈশান। খাবার এখন কোথায় যোগাড় করব!

তিন। ও বাবা!

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, বুঝেছ, তুমি একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে আমার মাকে বলে এস গে যে—

ঈশান। সে হবে না বাবু,—দিদি ঠাকরুণকে আমি আবার এই দিবসান্তে বেড়ি ধরাতে পারব না—তিনি তোমার ভাত কোলে নিয়ে সেই অবধি বসে আছেন—

বৈকুণ্ঠ। তা এঁদের না খাইয়েত আমি খেতে পারব না, তুমি একবার মাকে বল্লেই—

ঈশান। তা জানি, তাঁকে বল্লেই, তিনি ছুটে যাবেন—কিন্তু আজ

সমস্ত দিন একাদশী করে আছেন। বাবু, আজকের মত তোমরা ঘরে গিয়ে খাওগে!

তিনকড়ি। দাদা, পরামর্শ দেওয়া সহজ, কিন্তু খাবার না থাক্‌লে কি করে খাওয়া যায় সে সমিস্যে ত কেউ মেটাতে পারলে না!

কেদার। তিনকড়ে, থাম্! বৈকুণ্ঠবাবু, ব্যস্ত হবেন না—ওর নাম কি—আজ থাক্ না—

বৈকুণ্ঠ। দেখ্ ঈশেন, তোর জ্বালায় কি আমি বাড়ি ঘর দোর ছেড়ে বনে গিয়ে পালাব! বাড়িতে দুজন ভদ্রলোক এলে তাদের দুমুঠো খেতে দিবিনে! হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া বেটা! বেরো তুই আমার ঘর থেকে—

(ঈশানের প্রস্থান।)

তিনকড়ি। আহা রাগ করবেন না! আমি ঠাউরেছিলুম খাওয়াতে আপনার কোন অসুবিধে নেই—ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি—একটু অসুবিধে আছে বৈ কি! এ লোকটিকে ইতিপূর্ব্বে দেখি নি—তা ছাড়া আপনার বুড়ো মা—

বৈকুণ্ঠ। না না সেটি আমার একমাত্র বিধবা মেয়ে, আমার নীরু, আমার মা নেই।

তিনকড়ি। মা নেই! ঠিক আমারি মত!

কেদার। বৈকুণ্ঠবাবু—ওর নাম কি—আজ তবে উঠি—ঈশান-কোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্চে!

তিনকড়ি। দাঁড়াও না—যাবে কোথায়?—দেখুন বৈকুণ্ঠবাবু লজ্জা পাবেন না—এই তিনকড়ের পোড়াকপালের আঁচ পেলে অন্নপূর্ণার হাঁড়ির-তলা দুফাঁক হয়ে যায়। যা হোক্ আমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিন্ আমি বড় বাজার থেকে আহারের যোগাড় করে আন্‌চি! আপনাকে আর কিছু দেখ্‌তে হবে না।

কেদার। (কৃত্রিম রোষে) দেখ্ তিনকড়ি! এত দিন—ওর নাম কি—আমার সহবাসে এবং দৃষ্টান্তে তোর এই—কি বলে—হেয় জঘন্য লুব্ধ প্রবৃত্তি ঘুচ্‌ল না! আজ থেকে—ওর নাম কি—তোর মুখ দর্শন করব না! (প্রস্থান।)

বৈকুণ্ঠ। আহা, আহা, রাগ করে যাবেন না কেদারবাবু—কেদারবাবু শুনে যান্—

তিনকড়ি। কিছু ভাব্‌বেন না! কেদারদাকে আমি বেশ জানি। ওকে আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা করে আপনার এখানে হাজির করে দেব। বুঝচেন না, পেটে আগুন জ্বল্‌লেই বাক্যিগুলো কিছু গরম গরম আকারে মুখ থেকে বেরতে থাকে।

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহাঃ! বাবা, তোমার কথাগুলি বেশ! তা দেখ, এই তোমাকে কিঞ্চিৎ জলপানি দিচ্চি (নোট দিয়া) কিছু মনে কোরো না!

তিনকড়ি। কিচ্ছু না কিচ্ছু না! এর চেয়ে বেশি দিলেও কিছু মনে করতুম না—আমার সে রকম স্বভাবই নয়!

(প্রস্থান।)

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। বাবু! (বৈকুণ্ঠ নিরুত্তর) বাবু! (নিরুত্তর) বাবু খাবার এসেছে! (নিরুত্তর) খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া) যা—আমি খাব না!

ঈশান। আমায় মাপ কর—খাবার জুড়িয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ। না আমি খাব না।

ঈশান। পায়ে ধরি বাবু—খেতে চল—রাগ কোরো না।

বৈকুণ্ঠ। যাঃ বেরো তুই—বিরক্ত করিস্ নে!

ঈশান। দাও আমার কান, মলে দাও—, বাবু—

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। কি দাদা! এখনো বসে বসে লিখচ বুঝি?

বৈকুণ্ঠ। না না কিচ্ছু না—এখন লিখ্‌তে যাব কেন?—ঈশেনের সঙ্গে বসে বসে গল্প করচি।—ঈশেন তুই যা, আমি যাচ্চি।

(ঈশানের প্রস্থান)

অবি। দাদা মাইনের টাকাগুলো এনেছি—এই কুড়ি টাকার পাঁচ কেতা নোট—আর এই পাঁচশো টাকার এক খানা!

বৈকুণ্ঠ। ঐ পাঁচশো টাকার খানা তুমিই রাখনা অবু!

অবি। কেন দাদা!

বৈকুণ্ঠ। যদি কোন আবশ্যক হয়—খরচ পত্র—

অবিনাশ। আবশ্যক হলে চেয়ে নেব—

বৈকুণ্ঠ। তবে এইখানে রাখ। তোমার হাতে টাকা দিলেও ত থাকে না। যে আসে তাকেই বিশ্বাস করে বস! টাকা রাখ্‌তে হলে লোক চিন্‌তে হয় ভাই।

অবিনাশ। (হাসিয়া) সেই জন্যেই ত তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই দাদা!

বৈকুণ্ঠ। অবি, হাস্‌চিস্‌ যে! কেন আমাকে কেউ ঠকিয়েচে বল্‌তে পারিস্‌? সে দিন সেই স্বরসূত্রসার বই কিন্‌লেম তোরা নিশ্চয় মনে করেছিস্‌ ঠকেছি—কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে অমন প্রাচীন বই আর আছে? হীরে দিয়ে ওজন করলেও ওর দাম হয় না। তিনশো টাকায় ত অম্‌নি পেয়েছি।

অবি। ও বই সম্বন্ধে আমি কি কিছু বলেছি?

বৈকুণ্ঠ। তাতেইত বুঝতে পারলুম তোরা মনে মনে করচিস্‌ বুড়ো ঠকেছে। নইলে একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, একবার নেড়েচেড়ে দেখ্‌তে হয়—

অবিনাশ। ওর আর আছে কি দাদা! নাড়তে চাড়তে গেলে যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে!

বৈকুণ্ঠ। সেইত ওর দাম! ও ধুলো কি আজকের ধুলো! ও ধুলো লাখ্‌টাকা দিয়ে মাথায় রাখতে হয়!

অবিনাশ। দাদা, এ মাসে আমাকে পঁচাত্তর টাকা দিতে হবে।

বৈকুণ্ঠ। কেন কি করবি? (অবিনাশ নিরুত্তর) নিলেম থেকে বিলিতি গাছ কিন্‌বি বুঝি? ঐ তোর এক গাছ পোঁতা বাতিক হয়েছে, দিনরাত যত রাজ্যের উড়েমালী নিয়ে কারবার! কত মিথ্যে গাছের নাম করে কত লোক যে তোমাকে ঠকিয়ে নিয়ে যাচ্চে তার আর সংখ্যে করা যায় না।—তবু তুই বিয়ে থাওয়া করবিনে।

অবিনাশ। তার চেয়ে অন্য বাতিকগুলো যে ভাল! বয়স প্রায় চল্লিশ হল আর কেন?

বৈকুণ্ঠ। সে কি, এরি মধ্যে চল্লিশ?

অবিনাশ। এরি মধ্যে আর কই? ঠিক্‌ পুরো সময়ই লেগেছে— যেমন অন্য লোকের হয়ে থাকে!

বৈকুণ্ঠ। আমারি অন্যায় হয়েছে। ছি, ছি! লোকে স্বার্থপর বল্‌বে। আর দেরি করা নয়!

অবিনাশ। একটি লোক বসে আছে আমি তবে চল্লুম।

(প্রস্থান)।

বৈকুণ্ঠ। নিশ্চয় সেই মাণিকতলার মালী! একেই বলে বাতিক।

কেদারের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। এই যে কেদার বাবু ফিরে এসেছেন—বড় খুসি হলুম— তা হলে—

কেদার। দেখুন—ওরনাম কি—আপনার লাইব্রেরিতে সকল রকম

সঙ্গীতের বই আছে, কিন্তু—কি বলে—চীনেদের সঙ্গীত পুস্তক বোধ করি নেই!

বৈকুণ্ঠ। (ব্যস্ত হইয়া) আজ্ঞে না! আপনি কোথাও সন্ধান পেয়েছেন?

কেদার। একখানি যোগাড় করে এনেছি—আপনাকে উপহার দিতে চাই। বইখানি, ওরনাম কি, বহুমূল্য। এই দেখুন।—(স্বগত) বেটা চীনেম্যানের কাছ থেকে তার পুরাণোজুতোর হিসেব চেয়ে এনেছি!

বৈকুণ্ঠ। তাইত! এ যে আদৎ চীনে ভাষা দেখ্‌চি! কিচ্ছু বোঝবার যো নেই! আশ্চর্য্য! একেবারে সোজা অক্ষর! বা, বা, চমৎকার! তা এর দাম—

কেদার। মাপ করবেন্ ওর নাম কি—

বৈকুণ্ঠ। না, সে হবে না! আপনি যে কষ্ট করে বইখানি খুঁজে এনেছেন এতেই আমি আপনার কেনা হয়ে রইলুম—আমার ঋণ আর বাড়াবেন না!

কেদার। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু কি বল্‌ব—দামটা বোধ হয় ঠকেছি।

বৈকুণ্ঠ। আজ্ঞে না—তা কখনো হতেই পারে না। আমি জানি কিনা—এ সব জিনিষের দাম বেশি!

কেদার। আজ্ঞে, বেটাত পঁয়ত্রিশ টাকা চেয়ে বসেছে—বোধকরি—ওর নাম কি—ত্রিশেই রফা হবে!

বৈকুণ্ঠ। পঁয়ত্রিশ! এ ত জলের দর! টাকাটা এখনি নিয়ে দিন্—আবার যদি মত বদ্‌লায়! চীনেম্যান্ বোধ হয় নিতান্ত দায়ে পড়েছে।

কেদার। দায় বলে দায়! শুনুলুম দেশে তার তিনশ্যালী অছে—তিনটিকেই এক কুলীন চীনেম্যানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কন্যাদায় দায় কিন্তু—কি বলে ভাল—শ্যালী দায়ের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না!

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) বল কি কেদার বাবু!

কেদার। সাধে বলি! ভুক্তভোগীর কথা! ওর নাম কি—শ্বশুর

বাড়িতে শ্যালী অতি উত্তম জিনিষ—অমন জিনিষ আর হয় না—কিন্তু সেখানে থেকে চ্যুত হয়ে হঠাৎ স্কন্ধের উপর এসে পড়লে, ওর নাম কি, সকলে সাম্‌লাতে পারে না!

বৈকুণ্ঠ। সাম্‌লাতে পারে না! হাহা হাহা!

কেদার। আজ্ঞে আমি ত পারচিনে! একে শ্যালী, তাতে নিখুঁৎ সুন্দরী, তাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন, ওর নাম কি, ঘরে ত আর টেঁকা যায় না! চোখ মেলে চাইলে স্ত্রী ভাবে শ্যালীকে খুঁজচি, ওরনাম কি—চোখ বুজে থাক্‌লে স্ত্রী ভাবে আমি শ্যালীর ধ্যান করচি! কাশ্‌লে মনে করে কাশীর মধ্যে একটি অর্থ আছে—আবার, কি বলে ভাল—প্রাণপণে কাশি চেপে থাক্‌লে মনে করে তার অর্থ আরও সন্দেহজনক!

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। কি দাদা! খাবার ঠাণ্ডা হয়ে এল, এখনো লেখা নিয়ে বসে আছ!

বৈকুণ্ঠ। না, না, লেখাটেখা কিছু নয়, কেদার বাবুর সঙ্গে গল্প করচি।

অবিনাশ। তাইত, কেদার দেখ্‌চি! কি সর্ব্বনাশ; তুমি কোথা থেকে হে! দাদাকে পেয়ে বসেছ বুঝি!

কেদার। হাহাহাহাঃ! অবিনাশ, চিরকালই তুমি ছেলে মানুষ রয়ে গেলে হে!

অবিনাশ। দাদা, তোমার লেখা শোনাবার আর লোক পেলে না! শেষকালে কেদারকে ধরেছ? ও যে তোমাকে ধরলে আর ছাড়বে না!

বৈকুণ্ঠ। আঃ অবিনাশ—ছিঃ, কি বকৃচ?

কেদার। বৈকুণ্ঠ বাবু আপনি ব্যস্ত হবেন না—ওর নাম কি—অবিনাশের সঙ্গে একক্লাসে পড়েছি—আমার সঙ্গে দেখা হলেই ওর আর ঠাট্টা ছাড়া কথা নেই!

অবিনাশ। তোমার ঠাট্টা যে আমার ঠাট্টার চেয়ে গুরুতর! এই সে দিন আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেলে আবার বুঝি দরকার পড়েছে তাই দাদার বই শুন্‌তে এসেছ?

কেদার। ভাই অবিনাশ, ওর নামকি—এক এক সময় তোমার কথা শুনে হঠাৎ ভ্রম হয় যে, যা বল্‌চ বুঝি বা সত্যিই বল্‌চ! কি জানি বৈকুণ্ঠ বাবু মনে ভাবতেও পারেন যে, কি বলে ভাল—

বৈকুণ্ঠ। (ব্যস্ত হইয়া) না, না, কেদার বাবু! আমি কিছু মনে ভাব্‌চিনে! কিন্তু অবিনাশ, সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমার ঠাট্টাগুলো কিছু রূঢ় হয়ে পড়চে! বন্ধুকেও—

অবিনাশ। আমি ত ঠাট্টা করচিনে—

বৈকুণ্ঠ। অ্যাঁ! ঠাট্টা নয়! অভদ্র কোথাকার। কেদার বাবু আমার ঘরে আসেন সে আমার সৌভাগ্য! তুই আমার সাম্‌নে তাঁকে অপমান করিস্‌!

কেদার। আহা, রাগ করবেন না, বৈকুণ্ঠবাবু—

অবিনাশ। দাদা মিথ্যা রাগ করচ কেন? কেদারের আবার অপমান কিসের?

বৈকুণ্ঠ। আবার! তোর সঙ্গে আর আমি কথা কবনা!

অবিনাশ। মাপ কর দাদা! (বৈকুণ্ঠ নিরুত্তর) মাপ কর আমার অপরাধ হয়েছে! (নিরুত্তর) দাদা রাগ করে থেকো না—

বৈকুণ্ঠ। তবে শোন্‌! কেদার বাবুর একটি বিবাহযোগ্যা পরমাসুন্দরী বয়ঃপ্রাপ্ত শ্যালী আছে, তোরও ত বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে—এখন

কেদার। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

বৈকুণ্ঠ। ঠিক বলেছেন, আমার মনের কথাটি বলেছেন!

কেদার। আমারও ঠিক ঐ মনের কথা!

অবিনাশ। কিন্তু দাদা, আমার মনের কথা একটু স্বতন্ত্র! আমার বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই—

কেদার। অবিনাশ তুমি হাসালে! বিবাহ করবার পূর্ব্বেই অনিচ্ছে! ওর নাম কি, করবার পরে যদি হত ত মানে পাওয়া যেত!

বৈকুণ্ঠ। মেয়েটি ত সুন্দরী—

অবিনাশ। তাকে দেখেচ না কি?

বৈকুণ্ঠ। দেখ্‌তে হবে কেন? কেদার বাবু যে বল্‌চেন! (অবিনাশ নিরুত্তর)

কেদার। বিশ্বাস হল না? কি বলে, আমার আকৃতি দেখেই ভয় পেলে—কিন্তু ওর নাম কি—সে যে আমার শ্যালী, আমার স্ত্রীর সহোদরা, আমার বংশের কেউ নয়। একবার স্বচক্ষে দেখে এলে হয় না?

বৈকুণ্ঠ। সে ত বেশ কথা—দেখে এস না অবিনাশ।

অবিনাশ। দেখে আর করব কি? ঘরের মধ্যে বাইরের লোক আন্‌তে চাইনে—

কেদার। তা এনোনা—কিন্তু ওর নাম কি, বাইরের লোকের পানে একবার তাকাতে দোষ কি—কি বলে,—একবার দেখে এলে ঘরেরও ক্ষতি নেই, ওর নাম কি, বাইরেরও বিশেষ ক্ষয় হবে না।

অবিনাশ। আচ্ছা তাই হবে। এখন খেতে যাও দাদা! নীরু আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

বৈকুণ্ঠ। এই যে, কেদারবাবু এখনো—আগে ওঁর—

কেদার। বিলক্ষণ!

অবিনাশ। তা খাবার না বলে দিলে খাবার আসবে কোথা থেকে! ঈশেনকে একবার ডাকা যাক।

কেদার। ঈশেনকে ডেকোনা ভাই—ওর নাম কি—তাঁর সঙ্গে পূর্ব্বেই দুটো একটা কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে

খাবার চাঙারি হস্তে তিনকড়ির প্রবেশ।

তিনকড়ি। এই নাও—বসে যাও—আমি পরিবেশন করচি।

বৈকুণ্ঠ। তুমিও বসনা বাপু—পরিবেশনের ব্যবস্থা আমি করচি!

তিনকড়ি। ব্যস্ত হবেন না মশায়—নিজে আগে খেয়ে নিয়েছি।

কেদার। দূর্ লক্ষ্মীছাড়া পেটুক!

তিন। ভাই তিনকড়ের ভাগ্যে বিঘ্নি ঢের আছে বরাবর দেখে আস্‌চি। জন্মাবামাত্র দুধ খাবার জন্যে কান্না ধরলুম, তার ঠিক পূর্ব্বেই মা গেল মরে! ভাই সবুর কর্‌তে আর সাহস হয় না!

অবিনাশ। এ ছোকরাটিকে কোথায় যোগাড় করলে কেদার!

কেদার। ওর নাম কি—দেশ দেশান্তর খুঁজ্‌তে হয় নি, আপনি জুটেছে। এখন এঁকে থোব কোথায়—কি বলে ভাল—তাই খুঁজ্‌চি।

অবিনাশ। দাদা তা হলে তুমি এখন খেতে যাও!

বৈকুণ্ঠ। বিলক্ষণ! আগে এঁদের হোক্!

কেদার। সে কি কথা বৈকুণ্ঠবাবু—

বৈকুণ্ঠ। কেদারবাবু, আপনি কিছু সঙ্কোচ করবেন না—খেতে দেখ্‌তে আমার বড় আনন্দ!

তিনকড়ি। বেশ ত আবার কাল দেখ্‌বেন! আমরা ত পালাচ্চিনে! কিছুতেই না!

কেদার। তিনকড়ে, বরঞ্চ তুই ঐ চাঙারিটা বাড়ি নিয়ে চল্‌। কি বলে— এঁদের আর কেন মিছে বিরক্ত করা!

তিন। আজ ত আর দরকার দেখিনে! আবার কাল আছে!

(অবিনাশের হাস্য।)

বৈকুণ্ঠ। এ ছোকরাটি বেশ কথা কয়। একে আমার বড় ভাল লাগ্‌চে। কিন্তু আহারটা এই খানেই করতে হচ্চে সে আমি কিছুতেই ছাড়চিনে—

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। বাবু!

বৈকুণ্ঠ। আরে শুনেছি, এই যে যাচ্চি! আপনারা তাহলে যাবেন দেখ্‌চি! তবে আর ধরে রাখ্‌ব না।

তিনকড়ি। আজ্ঞে না, তাহলে বিপদে পড়বেন।

(বৈকুণ্ঠ অবিনাশ ও ঈশানের প্রস্থান।)

(কেদারের প্রতি) এই নে ভাই—টাকা কটা বেঁচেছে—এ জিনিষ আমার হাতে টেঁকে না।

কেদার। তোর বাবা তোর নাম দিয়েছে তিনকড়ি—আমি তোকে ডাকব মাণিক। লাখো টাকা তোর দাম!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কেদার ও অবিনাশ।

কেদার। ওর নাম কি—আজ তবে উঠি—অনেক বিরক্ত করা গেছে—

অবি। বিলক্ষণ! বিরক্ত আবার কিসের! একটু বসে যাওনা! শোন না—আমি চলে আসার পর সে দিন মনোরমা আমার কথা কিছু বল্লে?

কেদার। সে আবার কিছু বল্‌বে! তোমার নাম করবামাত্র তার গাল—ওর নাম কি—বিলিতি বেগুনের মত টক্‌টক্‌ করে ওঠে!

অবিনাশ। (হাসিতে হাসিতে) বল কি কেদার—এত লজ্জা!

কেদার। কি বলে, ঐটেই ত হল খারাপ লক্ষণ!

অবিনাশ। (ধাক্কা দিয়া) দূর্! কি বলিস্ তার ঠিক নেই! খারাপ লক্ষণটা কি হল শুনি!

কেদার। ওর্ নাম কি—ওটা স্বভাবের নিয়ম। যেমন তীর ছোঁড়া—গোড়ায় পিছনের দিকে প্রাণপণে পড়ে টান—তার পরে—ওর নাম কি—ছাড়া পাবামাত্রই সামনের দিকে একেবারে বোঁ করে দেয় ছুট্! গোড়ায় যেখানে বেশি লজ্জা দেখা যাচ্চে—ওর নাম কি—ভালবাসার দৌড়টাও সেখানে বড্ড বেশি হবে।

অবিনাশ। বল কি কেদার! তা কি রকম লজ্জাটা তার দেখ্লে, শুনিই না! তোমরা বুঝি আমার নাম করে তাকে ঠাট্টা করছিলে?

কেদার। ভাই সে অনেক কথা। আজ একটু কাজ আছে—আজ তবে—

অবিনাশ। আঃ বোসনা কেদার! শোননা—একটা কথা আছে। বুঝেছ কেদার—একটা আংটি কেনা গেছে। বুঝেছ?

কেদার। খুব সহজ কথা ওর নাম কি—বুঝেছি!

অবিনাশ। সহজ? আচ্ছা কি বুঝেছ বল দেখি।

কেদার। টাকা থাকলে আংটি কেনা সহজ—ওর নাম কি—এই বুঝেছি।

অবিনাশ। কিছু বোঝনি। এই আংটিটি আমি তোমার হাত দিয়ে মনোরমাকে উপহার পাঠাতে চাই! তাতে কিছু দোষ আছে?

কেদার। আমি ত কিছু দেখিনে। যদি বা থাকে ত দোষটুকু বাদ দিয়ে—ওর নাম কি—আংটিটুকু নিলেই হবে।

অবিনাশ। আঃ তোমার ঠাট্টা রাখ! শোননা কেদার—ঐ সঙ্গে একটা চিঠিও দিই না!

কেদার। সে আর বেশি কথা কি!

অবিনাশ। তবে চট্ করে লিখে দিই। (লিখিতে প্রবৃত্ত)

কেদার। আংটিটা ত লাভ করা গেল। কিন্তু দুই ভাইয়ের মাঝখানে পড়ে মেহন্নৎটাও বড্ড বেশি হচ্চে। এখন, বিবাহটা শীঘ্র চুকে গেলে একটু জিরোবার সময় পাওয়া যায়।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। (উঁকি মারিয়া স্বগত) এই যে ভায়া আমার কেদারবাবুকে নিয়ে পড়েছে! কনে দেখে ইস্তিক ওঁকে আর এক মুহূর্ত্ত ছাড়ে না। বাতিকগ্রস্ত মানুষ কি না, সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি! কেদারবাবু বোধ হয় একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন! বেচারাকে আমি উদ্ধার না করলে উপায় নেই। (ঘরে ঢুকিয়া) এই যে কেদারবাবু আমার সেই নতুন পরিচ্ছেদটি শোনাবার জন্যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি।

কেদার। আর ত বাঁচিনে!—

অবিনাশ। (চিঠি ঢাকিয়া) দাদা, কেদারবাবুর সঙ্গে একটা কাজের কথা ছিল।

বৈকুণ্ঠ। কাজের ত সীমা নেই। ছোঁড়াটার মাথা একেবারে ঘুরে গেছে—কিন্তু কেদারবাবুকে না পেলেত আমার চল্‌চে না।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। বাবু, মাণিকতলা থেকে মালি এসেছে।

অবিনাশ। এখন যেতে বলে দে! (ভৃত্যের প্রস্থান।)

বৈকুণ্ঠ। যাওনা, একবার শুনেই এস না! ততক্ষণ আমি কেদার-বাবুর কাছে আছি—

কেদার। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না—ওর নাম কি—আমি আজ তবে—

অবিনাশ। না কেদার, একটু বোস।

বৈকুণ্ঠ। না, না, আপনি বসুন্‌! দেখ অবিনাশ গাছপালা সম্বন্ধে

তোমার যে আলোচনাটা ছিল সেটা অবহেলা কোরো না! সেটা বড় স্বাস্থ্যকর, বড়ই আনন্দজনক।

অবিনাশ। কিছু অবহেলা করবনা দাদা—কিন্তু এখন একটা বড় দরকারী কাজ আছে।

বৈকুণ্ঠ। আচ্ছা, তাহলে তোমরা একটু বোস। ভালমানুষ পেয়ে বেচারা কেদারবাবুকে ভারি মুস্কিলে ফেলেছে—একটু বিবেচনা নেই—বয়সের ধর্ম্ম!

তিনকড়ির প্রবেশ।

কেদার। আবার এখানে কি কর্ত্তে এলি?

তিনকড়ি। ভয় কি দাদা, দুজন আছে—একটিকে তুমি নাও, একটি আমাকে দাও!

বৈকুণ্ঠ। বেশ কথা বাবা, এস আমার ঘরে এস!

কেদার। তিনকড়ে তুই আমাকে মাটি করলি!

তিনকড়ি। সব্বাই বলে তুমিই আমাকে মাটি করেচ। (কাছে গিয়া) রাগ কর কেন দাদা—যে অবধি তোমাকে দেখেছি সেই অবধি আপন বাপ দাদা খুড়ো কাউকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারিনে! এত ভালবাসা!

কেদার। বাজে বকিস্ কেন—তোর আবার বাপ দাদা কোথা!

তিনকড়ি। বল্লে বিশ্বাস করবিনে কিন্তু আছে ভাই। ওতেত খরচও নেই মাহাত্মিও নেই—তিনকড়েরও বাপ দাদা থাকে—যদি আমার নিজে করে নিতে হত তবে কি আর থাক্‌ত? কখ্‌খন না!

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহাঃ। ছেলেটি বেশ কথা কয়! চল বাবা, আমার ঘরে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

অবিনাশ। খুব সংক্ষেপে লিখ্‌লুম, বুঝেছ কেদার—কেবল একটি লাইন—"দেবী পদতলে বিমুগ্ধ ভক্তের পুজোপহার।"

কেদার। তা কোন কথাটিই বাদ দেওয়া হয় নি—দিব্যি হয়েছে—তবে আজ উঠি!

অবিনাশ। কিন্তু "পদতলে" কথাটা কি ঠিক খাট্‌ল—ওটা কিনা আংটি—

কেদার। কি বলে ভাল—তা "করতলে"ই লিখে দাও না।

অবিনাশ। কিন্তু করতলে পূজোপহারটা কেমন শোনাচ্চে।

কেদার। তা না হয় পূজোপহার নাই হল—ওর নাম কি—

অবিনাশ। শুধু "উপহার" লিখ্‌লে বড় ফাঁকা শোনায়, "পূজোপহার"ই থাক্‌—

কেদার। তা থাক্‌ না—

অবিনাশ। কিন্তু তা হলে "করতলে"টা কি করা যায়—

কেদার। ওটা পদতলেই করে দাও না ওর নাম কি—তাতে ক্ষতি কি! আমি তা হলে উঠি!

অবিনাশ। একটু রোস না—আংটি সম্বন্ধে পদতলে কথাটা খাপছাড়া শোনাচ্চে।

কেদার। খাপছাড়া কেন হবে! তুমিত পদতলে দিয়ে খালাস্—তার পরে ওর নাম কি—তিনি করতলে তুলে নেবেন কি বলে—যদি স্বয়ং না নেন্ ত অন্য লোক আছে!

অবিনাশ। আচ্ছা পূজোপহার না লিখে যদি প্রণয়োপহার লেখা যায়!

কেদার। সেটা যদি খুব চট্‌করে লেখা যায় ত সেইটেই ভাল!

অবিনাশ। কিন্তু রোস একটু ভেবে দেখি!

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে এল যে।

অবিনাশ। আচ্ছা সে হবে এখন—তুই যা!

ঈশান। দিদি ঠাকরুণ বসে আছে—

অবিনাশ। আচ্ছা আচ্ছা তুই এখন পালা—

ঈশান। (কেদারের প্রতি) বড় বাবুর ত আহার নিদ্রা বন্ধ, আবার ছোট বাবুকেও ক্ষেপিয়ে তুলেছ ?

কেদার। ভাই ঈশেন, যদিচ আমার নিমক খাওনা, তবু—ওর নাম কি—আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখো! তোমার বড় বাবু খুব বিস্তারিত করে লিখে থাকেন আর তোমার ছোট বাবু—কি বলে—অত্যন্ত সংক্ষেপেই লেখেন—কিন্তু আমার কপালক্রমে দুইই সমান হয়ে ওঠে। অবিনাশ, তোমার খাবার এসেছে—ওর নাম কি—আমি উঠি!

অবিনাশ। বিলক্ষণ! তুমিও খেয়ে যাও না। ঈশেন, বাবুর জন্যে খাবার ঠিক কর।

ঈশান। সময়মত বল না, এখন আমি খাবার ঠিক করি কোত্থেকে!

অবিনাশ। তোর মাথা থেকে! বেটা ভূত!

ঈশান। এও যে ঠিক বড় বাবুর মত হয়ে এল, আমাকে আর টিঁকৃতে দিলে না। (প্রস্থান)

অবিনাশ। এখানে "প্রণয়োপহার" লিখ্‌লে "দেবী" কথাটা বদ্‌লাতে হয়! দেবীর সঙ্গে প্রণয় হবে কি করে!

কেদার। কেন হবে না! তা হলে দেবতাগুলো—ওর নাম কি, বাঁচে কি করে? ভাই অবিনাশ, স্ত্রীজাতি স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে যেখানেই থাকুক্—ওর নাম কি—তাদের সঙ্গে প্রণয় হতে পারে—কি বলে ভাল—হয়েও থাকে। তুমি অত ভেবো না! (স্বগত) এখন্ ছাড়লে বাঁচি!

তিনকড়ির প্রবেশ।

তিনকড়ি। ও দাদা! তোমার বদল ভেঙ্গে নাও! তুমি সেখানে যাও, আমি বরঞ্চ এখানে একবার চেষ্টা দেখি!

কেদার। কেনরে কি হয়েছে!

তিনকড়ি। ওরে বাস্‌রে! সে কি খাতা! আমি তার মধ্যে সেঁধলে আমাকে আর খুঁটে পাওয়া যাবে না! সেইটে পড়তে দিয়ে বুড়ো কোথায় উঠে গেল—আমি ত এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছি!

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। কি তিনকড়ি পালিয়ে এলে যে!

তিনকড়ি। আপনি অত বড় একখানা বই লিখ্‌লেন আর এইটুকু বুঝ্‌লেন না!

বৈকুণ্ঠ। কেদার বাবু, আপনি যদি একবার আসেন তাহলে—

কেদার। চলুন্! (স্বগত) রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব—কিন্তু অবিনাশের ঐ একটি লাইন নিয়ে ত আর পারিনে!

অবিনাশ। কেদার তুমি যাও কোথায়! দাদা, আমার সেই কাজটা!

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া উঠিয়া) দিন রাত্তির তোমার কাজ! কেদার বাবু, ভদ্রলোক—ওঁকে একটু বিশ্রাম দেবে না! তোমাদের একটু বিবেচনা নেই! আসুন্ কেদার বাবু!

কেদার। ওর নাম কি, চলুন্। (উভয়ের প্রস্থান)

অবিনাশ। মনোরমা তোমার কে হন্ তিনকড়ি?

তিনকড়ি। তিনি আমার দূর সম্পর্কে বোন্ হন—কিন্তু সে পরিচয় প্রকাশ হলে তিনি ভারি লজ্জা পাবেন!

অবিনাশ। তাঁর খুব লজ্জা—না তিনকড়ি!

তিনকড়ি। আমার সম্বন্ধে ভারি লজ্জা! কাউকে মুখ দেখাবার যো নেই!

অবিনাশ। না, তোমার সম্বন্ধে বল্‌চিনে—আমার সম্বন্ধে! জান ত তিনকড়ি, আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্বন্ধ—

তিনকড়ি। ওঃ বুঝেছি! তা ত হতেই পারে! আমার সঙ্গেও একটি কন্যের সম্বন্ধ হয়েছিল—বিবাহের পূর্ব্বে সেত লজ্জায় মরেই গেল!

অবিনাশ। আঃ, কি বল, তিনকড়ি !

তিনকড়ি। শুধু লজ্জা নয় শুন্‌লুম তার যকৃৎও ছিল !

অবিনাশ। মনোরমার—

তিনকড়ি। যকৃতের দোষ নেই।

অবিনাশ। আঃ সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করচি নে—আমি হৃদয়ের কথা বল্‌চি—

তিনকড়ি। মশায় ও সব বড় শক্ত শক্ত কথা—আমি বুঝিনে। মেয়ে মানুষের হৃদয় তিনকড়ি কখনো পায়নি কখনো প্রত্যাশাও করেনি। দিব্যি আছি।

অবিনাশ। আচ্ছা সে থাক্—কিন্তু দেখ তিনকড়ি মনোরমাকে আমি একটি আংটি উপহার দেব—বুঝলে? সেই সঙ্গে এক লাইন চিঠি দিতে চাই—

তিনকড়ি। ক্ষতি কি! একটা লাইন্ বই ত নয় চট্ করে হয়ে যাবে!

অবিনাশ। এই দেখ না—আমি লিখেছিলুম—"দেবীপদতলে বিমুগ্ধ ভক্তের পূজোপহার।" তুমি কি বল?

তিন। তোমার কথা তুমি বল্‌বে—ওর মধ্যে আমার কিছু বলা ভাল হয় না—সে হল আমার ভগ্নী!

অবিনাশ। না, না, তা বলচিনে! আংটি কি ঠিক পদতলে দেওয়া যায়! করতলে লিখ্‌লে—

তিনকড়ি। তা ওটা লেখা বইত না—পদতলে লিখে করতলে দিলেই হবে—সে জন্যে ত কেউ আদালতে নালিশ করবে না!

অবিনাশ। না হে না, লেখার ত একটা মানে থাকা চাই—

তিনকড়ি। আংটি থাক্‌লে আর মানে থাকার দরকার কি? ওতেই ত বোঝা গেল!

অবিনাশ। আংটির চেয়ে কথার দাম বেশি—তা জান?

তিনকড়ি। তা হলে আজ আর তিনকড়েকে হাহাকার করে বেড়াতে হত না।

অবি। আঃ কি বকৃচ তুমি তার ঠিক নেই! একটু মন দিয়ে শোন দিথি। ও লাইনটা যদি এই রকম লেখা যায় ত কেমন হয়—"প্রেয়সীর করপদ্মে অনুরক্ত সেবকের প্রণয়োপহার!"

তিনকড়ি। বেশ হয়!

অবিনাশ। বেশ হয়! একটা কথা বলে দিলেই হল "বেশ হয়!" একটু ভেবে চিন্তে বল না!

তিনকড়ি। ও বাবা! এ যে আবার রাগ করে! বুড়োর শরীরে কিন্তু রাগ নেই! (প্রকাশ্যে) তা ভেবে চিন্তে দেখ্‌লে বোধ হয় গোড়ার-টাই ছিল ভাল!

অবিনাশ। কেন বল দেখি! এটাতে কি দোষ হয়েছে!

তিনকড়ি। ও বাবা! এটাতে যদি দোষই না থাকৃবে ত থামকা আমাকে ভাব্‌তে বল্লে কেন? এ ত বড় মুস্কিলেই পড়া গেল দেখচি!—দোষ কি জানেন অবিনাশ বাবু, ও ভাব্‌তে গেলেই দোষ—না ভাব্‌লে কিছুতেই দোষ নেই আমি ত এই বুঝি।

অবি। ওঃ বুঝেছি—তুমি বল্‌চ, আগে থাকৃতে ঐ প্রেয়সী সম্বোধন-টায় লোকে কিছু মনে ভাব্‌তে পারে—

তিন। বাঁচা গেল!—হাঁ তাই বটে! কিন্তু কি জনেন আপনা-আপনির মধ্যে না হয় তাকে প্রেয়সীই বল্লেন! তা কি আর অন্য কেউ বলে না! ঐটেই লিখে ফেলুন্‌!

অবি। কাজ নেই—গোড়ায় যেটা ছিল সেইটেই—

তিনকড়ি। সেইটেই ত আমার পছন্দ—

অবিনাশ। কিন্তু একটু ভেবে দেখ না, ওটা যেন—

তিনকড়ি। ও বাবা! আবার ভাব্‌তে বলে! দেখ অবিনাশ বাবু,

শিশুকাল থেকে আমিও কারো জন্যে ভাবি নি, আমার জন্যেও কেউ ভাবে নি, ওটা আমার আর অভ্যাস হলই না! এ রকম আরো আমার অনেকগুলি শিক্ষার দোষ আছে—

অবিনাশ। আঃ তিনকড়ি, তুমি একটু থাম্‌লে বাঁচি! নিজের কথা নিয়েই কেবল বক্‌বক্‌ করে মরচ, আমাকে একটু ভাব্‌তে দাও দেখি!

তিনকড়ি। আপনি ভাবুন্ না! আমাকে ভাবতে বলেন কেন? একটু বসুন্ অবিনাশ বাবু—আমি কেদারদাকে ডেকে আনি। সে আমার চেয়ে ভাব্‌তেও জানে ভেবে কিনারা করতেও পারে!—আমার পক্ষে বুড়োই ভাল! (প্রস্থান।)

কেদার, বৈকুণ্ঠ এবং তিনকড়ির প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ, কেদার বাবুকে আবার তোমার কি দরকার হল! আমি ওঁকে আমার নতুন পরিচ্ছেদটা শোনাচ্ছিলুম—তিনকড়ি কিছুতেই ছাড়লে না—শেষকালে হাতে পায়ে ধরতে লাগ্‌ল।—

অবিনাশ। আমার সেই কাজটা শেষ হয় নি, তাই।

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া) তোমার ত কাজ শেষ হয় নি, আমারি সে পরিচ্ছেদটা শেষ হয়েছিল না কি?

অবিনাশ। তা দাদা, ওঁকে নিয়ে যাওনা—

কেদার। (ব্যস্ত হইয়া) ওর নাম কি অবিনাশ—তোমারও সে কাজটাত জরুরি—কি বলে—আর ত দেরী করা চলে না!

বৈকুণ্ঠ। বিলক্ষণ! আপনি সে জন্যে ভাব্‌বেন না। নিজের কাজ নিয়ে কেদার বাবুকে এরকম কষ্ট দেওয়া উচিত হয় না অবিনাশ! অমন করলে উনি আর এখানে আস্‌বেন না!

তিনকড়ি। সে ভয় করবেন না, বৈকুণ্ঠ বাবু—আমাদের ছুটিকে না

চাইলেও পাওয়া যায়, তাড়ালেও ফিরে পাবেন—মলেও ফিরে আস্‌ব এম্‌নি সকলে সন্দেহ করে!

কেদার। তিনকড়ে! ফের!

তিনকড়ি। ভাই, আগে থাকৃতে বলে রাখাই ভাল—শেষকালে ওঁয়ারা কি মনে করবেন!

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। (অবিনাশ ও কেদারের প্রতি) বাবু, তোমাদের দুজনেরই খাবার জায়গা হয়েছে!

তিন। আর আমাকে বুঝি ফাঁকি! জন্মাবামাত্র যার নিজের মা ফাঁকি দিয়ে মল, বন্ধুরা তার আর কি করবে! কিন্তু দাদা, তিনকড়ে তোমাকে ভাগ না দিয়ে খায় না!

কেদার। তিনকড়ে, ফের!

তিনকড়ি। তা যা ভাই, চট্ করে খেয়ে আয় গে! দেরী করলে বড্ড লোভ হবে—মনে হবে ছত্রিশ ব্যঞ্জন লুঠ্‌চিস্‌!

বৈকুণ্ঠ। সে কি কথা তিনকড়ি! তুমি না খেয়ে যাবে! সে কি হয়! ঈশেন!

ঈশান। আমি জানিনে! আমি চল্লুম!

(প্রস্থান।)

অবিনাশ। চলনা তিনকড়ি! একরকম করে হয়ে যাবে!

তিনকড়ি। টানাটানি করে দরকার কি। আপনারা এগোন্! খাওয়াবার রাস্তা বৈকুণ্ঠ বাবু জানেন্—সেদিন টের পেয়েছি।

(তিনকড়ি ও বৈকুণ্ঠের প্রস্থান।)

অবিনাশ। তা হলে ও লাইনটা—

কেদার। ওর নাম কি, খেয়ে এসে হবে!

তৃতীয় দৃশ্য।

কেদার।

কেদার। শ্যালীর বিবাহ ত নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ থাক্‌তে এখানে বাস করে সুখ হচ্চে না। উপদ্রব ত কম্‌ যাচ্চে কিন্তু বুড়ো নড়ে না!

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। এই যে কেদার বাবু, আপনাকে শুক্‌নো দেখাচ্চে যে? অসুখ করেনিত?

কেদার। ওর নাম কি—ডাক্তারে সকল রকম মানসিক পরিশ্রম নিষেধ করেছে—

বৈকুণ্ঠ। আহা, কি দুঃখের বিষয়! আপনি এখানেই কিছু দিন বিশ্রাম করুন্‌!

কেদার। সেই রকমইত স্থির করেছি!

বৈকুণ্ঠ। তা দেখুন্‌—বেণী বাবুকে—

কেদার। বেণী বাবু নয়, বিপিন বাবুর কথা বল্‌চেন বোধ হয়—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ হাঁ, বিপিন বাবুই বটে—ঐ যে তিনি ছোট বৌমার কে হন্‌—

কেদার। খুড়ো হন্‌—

বৈকুণ্ঠ। খুড়োই হবেন। তা তাঁকে আমার এই ঘরে থাক্‌তে দিয়েছেন—সেকি তাঁর—

কেদার। না, ওর নাম কি, তাঁর কোন অসুবিধে হয় নি—তিনি বেশ আছেন—

বৈকুণ্ঠ। জানেন্‌ ত কেদার বাবু, আমি এই ঘরেই লিখে থাকি—

কেদার। তা বেশ ত, আপনি লিখ্‌বেন—ওর নাম কি—আপনি লিখ্‌বেন—তাতে বিপিন বাবুর কোন আপত্তি নেই।

বৈকুণ্ঠ। না, আপত্তি কেন করবেন, লোকটি বেশ—কিন্তু তাঁর একটি অভ্যাস আছে, তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রায় সর্ব্বদাই গুন্ গুন্ করে গান করেন—তাতে লেখবার সময়—

কেদার। কি বলে—সে জন্যে ভাবনা কি! আপনি তাঁকে ডেকেই বলুন না—

বৈকুণ্ঠ। না না না না! সে থাক্! তিনি ভদ্রলোক—

কেদার। ওর নাম কি, আমিই তাঁকে ডেকে খুব করে ভর্ৎসনা করে দিচ্চি—

বৈকুণ্ঠ। না না কেদার বাবু, সে করবেন না—লেখার সময় গান ত আমার ভালই লাগে। কিন্তু আমি ভাবছিলুম হয় ত আর কোনো ঘরে বেণী বাবু একলা থাক্‌লে বেশ মন খুলে গাইতে পারেন।

কেদার। ওর নাম কি—ঠিক উল্টো! বিপিন বাবুর একটি লোক সর্ব্বদাই চাই—

বৈকুণ্ঠ। তা দেখেছি—বড় মিশুক্—হয় গান, নয় গল্প, করচেন্‌ই—তা আমি তাঁর কথা মন দিয়ে শুনে থাকি!—কিন্তু দেখ কেদার বাবু—কিছু মনে কোরো না ভাই—একটা বড় গুরুতর বেদনা পেয়েছি, সে কথা তোমাকে না বলে থাক্‌তে পাচ্চিনে। ভাই আমার সেই স্বরসূত্রসার পুঁথি খানি কে নিয়েছে!

কেদার। কোথায় ছিল বলুন্ দেখি!

বৈকুণ্ঠ। সে ত আপনি জানেন। এই ঘরে ঐ শেল্‌ফের উপর ছিল। আজকাল এঘরে সর্ব্বদা লোক আনাগোনা করচেন আমি কাউকে কিছুই বল্‌তে পারচিনে—কিন্তু শেল্‌ফের ঐ জায়গাটা শূন্য দেখ্‌চি আর মনে হচ্চে আমার বুকের ক'খানা পাঁজর খালি হয়ে গেছে।

কেদার। তবে আপনাকে—ওর নাম কি—খুলে বলি—অবিনাশ আপনার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায়!

বৈকুণ্ঠ। অবু! সেত এ সব বই পড়ে না!

কেদার। পড়ে না—ওর নাম কি—বিক্রি করে!

বৈকুণ্ঠ। বিক্রি করে!

কেদার। নতুন প্রণয়—নতুন সখ্—ওর নাম কি—খরচ বেশি। আমি তাকে বলি, অবু—কি বলে ভাল—মাইনের টাকা থেকে কিছু কিছু কেটে নিয়ে দাদাকে দিলেই হয়! অবু বলে লজ্জা করে।

বৈকুণ্ঠ। ছেলেমানুষ! প্রণয়ের খাতিরও এড়াতে পারে না, আবার দাদার সম্মানটিও রাখ্‌তে হবে!

কেদার। ওর নাম কি—আমি আপনার বইখানি উদ্ধার করে আন্‌ব—

বৈকুণ্ঠ। তা যত টাকা লাগে! আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে থাক্‌ব।

কেদার। (স্বগত) বাজারে ত তার চার পয়সা দামও হল না—এ আরও হল ভাল—ধর্ম্মও রইল, কিছু পাওয়াও গেল।

(প্রস্থান।)

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। দাদা!

বৈকুণ্ঠ। কি ভাই অবু!

অবিনাশ। আমার কিছু টাকার দরকার হয়েছে—

বৈকুণ্ঠ। তাতে লজ্জা কি অবু! আমি বল্‌চি কি এখন থেকে তোমার টাকা তুমিই রাখ না ভাই—আমি বুড়ো হয়ে গেলুম—হারিয়েই ফেলি কি ভুলেই যাই—আমার কি মনের ঠিক আছে!

অবিনাশ। এ আবার কি নতুন কথা হল দাদা!

বৈকুণ্ঠ। নতুন কথা নয় ভাই—তুমি বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হয়েছ—আমি ত সন্ন্যাসী মানুষ—

অবিনাশ। তুমিই ত দাদা, আমার বিয়ে দিয়ে দিলে—তাতেই যদি পর হয়ে থাকি, তবে থাক্—টাকা কড়ির কথা আর আমি বল্‌ব না!

(প্রস্থান)

বৈকুণ্ঠ। আহা অবু রাগ কোরো না—শোনো আমার কথাটা—আহা শুনে যাও!—

("ভাব্‌তে পারিনে পরের ভাবনা" গাহিতে গাহিতে বিপিনের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। এই যে বেণী বাবু—

বিপিন। আমার নাম বিপিন বিহারী।

বৈকুণ্ঠ। হাঁহাঁ, বিপিন বাবু। আপনার বিছানায় ঐ যে বইগুলি রেখেচেন, ও গুলি পড়চেন বুঝি?

বিপিন। নাঃ পড়িনে, বাজাই।

বৈকুণ্ঠ। বাজান্? তা আপনাকে যদি বাঁয়া তব্‌লা, কি মৃদঙ্গ্—

বিপিন। সে ত আমার আসে না—আমি বই বাজাই। দেখুন্ বৈকুণ্ঠ বাবু, আপনাকে রোজ বল্‌ব মনে করি ভুলে যাই—আপনার এই ডেক্‌সো আর ঐ গোটাকতক শেল্‌ফ এখান থেকে সরাতে হচ্চে—আমার বন্ধুরা সর্ব্বদাই আস্‌চে তাদের বসাবার জায়গা পাচ্চিনে—

বৈকুণ্ঠ। আর ত ঘর দেখিনে—দক্ষিণের ঘরে কেদার বাবু আছেন—ডাক্তার তাঁকে বিশ্রাম করতে বলেচে—পূবের ঘরটায় কে কে আছেন আমি ঠিক চিনিনে—তা বেণী বাবু—

বিপিন। বিপিন বাবু।

বৈকুণ্ঠ। হাঁহা বিপিন বাবু—তা যদি ওগুলো এই একপাশে সরিয়ে রাখি তাহলে কি কিছু অসুবিধে হয়!

বিপিন। অসুবিধা আর কি, থাকবার কষ্ট হয়। আমি আবার বেশ একটু ফাঁকা না হলে থাক্‌তে পারিনে। "ভাব্‌তে পারিনে পরের ভাবনা লো সই!"—

ঈশানের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, এ ঘরে বেণী বাবুর—

বিপিন। বিপিন বাবুর—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিপিন বাবুর থাকার কিছু কষ্ট হচ্চে।

ঈশান। কষ্ট হয়ে থাকে ত আর আবশ্যক কি, ওঁর বাপের ঘর দুয়োর কিছু নেই, না কি!

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, চুপ্‌ কর্‌!

বিপিন। কি রাস্কেল্‌ তুই এত বড় কথা বলিস্‌?

ঈশান। দেখ, গাল মন্দ দিয়ো না বল্‌চি—

বৈকুণ্ঠ। আঃ ঈশেন, থাম্‌—

বিপিন। আমি তোদের এ ঘরে পায়ের ধূলো মুছ্‌তে চাইনে—আমি এখনি চল্লুম।

বৈকুণ্ঠ। যাবেন না বেণী বাবু—আমি গলবস্ত্র হয়ে বল্‌চি মাপ কর-বেন—(বৈকুণ্ঠকে ঠেলিয়া বিপিনের প্রস্থান) ঈশেন, তুই কি করলি বল্‌ দেখি—তুই আর আমাকে বাড়িতে টিঁক্‌তে দিলিনে দেখ্‌চি!

ঈশান। আমিই দিলুম না বটে!

বৈকুণ্ঠ। দেখ্‌ ঈশেন, অনেক কাল থেকে আছিস্‌ তোর কথাবার্ত্তা-গুলো আমাদের অভ্যাস হয়ে এসেছে—এরা নতুন মানুষ এরা সইতে পারবে কেন? তুই একটু ঠাণ্ডা হয়ে কথা কইতে পারিস্‌নে?

ঈশান। আমি ঠাণ্ডা থাকি কি করে! এদের রকম দেখে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলতে থাকে!

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, ওঁরা আমাদের নতুন কুটুম্ব—ওরা কিছুতে ক্ষুণ্ণ হলে

অবিনাশের গায়ে লাগ্‌বে—সে আমাকেও কিছু বল্‌তে পারবে না—অথচ তার হল—

ঈশান। সে ত সব বুঝেছি। সেই জন্যেই ত ছোট বয়সে ছোট বাবুকে বিয়ে দেবার জন্যে কতবার বলেছি—সময়কালে বিয়ে হলে এতটা বাড়াবাড়ি হয় না।

বৈকুণ্ঠ। যা আর বকিস্‌নে ঈশেন—এখন যা—আমি সকল কথা একবার ভেবে দেখি!

ঈশান। ভেবে দেখো! এখন যে কথাটা বল্‌তে এসেছিলুম বলে নিই। আমাদের ছোট মার খুড়ি না পিসি, না কে এক বুড়ি এসে দিদি ঠাকরুণকে যে দুঃখ দিচ্চে সে ত আমার আর সহ্য হয় না!

বৈকুণ্ঠ! আমার নীরুমাকে! সে ত কারো কিছুতে থাকে না'

ঈশান। তাঁকে ত দিনরাত্তির দাসীর মত খাটিয়ে মার্‌চে—তার পরে আবার মাগী তোমার নামে খোঁটা দিয়ে তাঁকে বলে কি না যে, তুমি তোমার ছোট ভাইয়ের টাকায় গায়ে ফুঁ দিয়ে বড়মানুষী করে বেড়াচ্চ। মাগীর যদি দাঁত থাক্‌ত ত নোড়া দিয়ে ভেঙ্গে দিতুম না!

বৈকুণ্ঠ। তা নীরু কি বলে?

ঈশান। তিনি ত তাঁর বাপেরই মেয়ে—মুখখানি যেন ফুলের মত শুকিয়ে যায়—একটি কথা বলে না—

বৈকুণ্ঠ। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া) একটা কথা আছে, যে সয় তারই জয়—

ঈশান। সে কথাটা আমি ভাল বুঝিনে! আমি একবারে ছোট-বাবুকে—

বৈকুণ্ঠ। খবরদার ঈশেন আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বল্‌চি—অবিনাশকে কোন কথা বল্‌তে পার্‌বিনে।

ঈশান। তবে চুপ করে বসে থাকব?

বৈকুণ্ঠ। না, আমি একটা উপায় ঠাউরেছি! এখানে জায়গাতেও আর কুলচ্চেনা—এঁদের সকলেরই অসুবিধে হচ্চে দেখ্‌তে পাচ্চি—তা ছাড়া অবিনাশের এখন ঘরসংসার হল—তার টাকা কড়ির দরকার, তার উপরে ভার চাপাতে আমার আর ইচ্ছে নেই—আমি এখান থেকে যেতে চাই—

ঈশান। সে ত মন্দ কথা নয়—কিন্তু—

বৈকুণ্ঠ। ওর আর কিন্তু টিন্তু নেই ঈশেন। সময় উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হতে হয়।

ঈশান। তোমার লেখা পড়ার কি হবে?

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিষ! সবাই হাসে আমি কি তা জানিনে ঈশেন? ওসব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারো কোন দরকার নেই!

ঈশান। ছোটবাবুকে ত বলে কয়ে যেতে হবে?

বৈকুণ্ঠ। তা হলে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। সে ত আর আমাকে যাও বল্‌তে পার্‌বে না ঈশেন! গোপনেই যেতে হবে—তার পরে তাকে লিখে জানাব। যাই আমার নীরুকে একবার দেখে আসিগে!

(উভয়ের প্রস্থান।)

তিনকড়ি ও কেদারের প্রবেশ।

তিনকড়ি। দাদা, তুইত আমাকে ফাঁকি দিয়ে হাঁসপাতালে পাঠালি—সেখান থেকেও আমি ফাঁকি দিয়ে ফিরেছি—কিছুতেই মলেম না!

কেদার। তাইতরে দিব্যি টিঁকে আছিস্ যে!

তিনকড়ি। ভাগ্যে দাদা একদিনও দেখ্‌তে যাও নি—

কেদার। কেনরে!

তিনকড়ি। যম বেটা ঠাউরালে এ ছোঁড়ার দুনিয়ায় কেউই নেই—নেহাৎ তাচ্ছিল্য করে নিলে না! ভাই তোকে বল্‌ব কি, এই তিনকড়ের

ভিতরে কতটা পদার্থ আছে সেইটে দেখ্‌বার জন্যে মেডিকাল কলেজের ছোকরাগুলো সব ছুরি উঁচিয়ে বসে ছিল—দেখে' আমার অহঙ্কার হত! যাই হোক্ দাদা তুমি ত এখানে দিব্যি জমিয়ে বসেচ।

কেদার। যা, যা, মেলা বকিস্‌নে। এখন এ আমার আত্মীয় বাড়ি তা জানিস্?

তিনকড়ি। সমস্তই জানি—আমার অগোচর কিছুই নেই। কিন্তু বুড়ো বৈকুণ্ঠকে দেখ্‌চিনে যে! তাকে বুঝি ঠেলে দিয়েছিস্? ঐটে তোর দোষ! কাজ ফুরলেই—

কেদার। তিনকড়ে! ফের! কানমলা খাবি!

তিনকড়ি। তা দে মলে। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে হয়, বৈকুণ্ঠকে যদি তুই ফাঁকি দিস্ তা হলে অধর্ম্ম হবে—আমার সঙ্গে যা করিস্ সে আলাদা—

কেদার। ইস্ এত ধর্ম্ম শিখে এলি কোথা!

তিনকড়ি। তা যা বলিস্ ভাই—যদিচ তুমি আমি এত দিন টিঁকে আছি তবু ধর্ম্ম বলে একটা কিছু আছে। দেখ কেদার দা, আমি যখন হাঁসপাতালে পড়েছিলুম, বুড়োর কথা আমার সর্ব্বদা মনে হত—পড়ে পড়ে ভাবতুম, তিনকড়ি নেই এখন কেদারদার হাত থেকে বুড়োকে কে ঠেকাবে! বড় দুঃখ হত।

কেদার। দেখ্ তিনকড়ে তুই যদি এখানে আমাকে জ্বালাতে আসিস্ তা হলে—

তিনকড়ি। মিথ্যে ভয় করচ দাদা! আমাকে আর হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে না। এখানে তুমি একলাই রাজত্ব করবে। আমি দুদিনের বেশি কোথাও টিঁকতে পারিনে, এ জায়গাও আমার সহ্য হবে না।

কেদার। তাহলে আর আমাকে দগ্ধাস্ কেন—না হয় দুটো দিন আগেই গেলি।

তিনকড়ি। বৈকুণ্ঠের খাতাখানা না চুকিয়ে যেতে পারচিনে—তুমি তাকে ফাঁকি দেবে জানি। অদৃষ্টে যা থাকে ওটা এই অভাগাকেই শুনতে হবে।

কেদার। এ ছোঁড়াটাকে মেরে ধরে গাল দিয়ে কিছুতেই তাড়াবার যো নেই।—তিনকড়ে তোর ক্ষিধে পেয়েছে?

তিনকড়ি। কেন আর মনে করিয়ে দাও ভাই?

কেদার। চল্ তোকে কিছু পয়সা দিই গে—বাজার থেকে জলখাবার কিনে এনে খাবি।

তিনকড়ি। এ কি হল! তোমারও ধর্ম্মজ্ঞান! হঠাৎ ভালমন্দ একটা কিছু হবেনাত!

(উভয়ের প্রস্থান।)

ঈশান ও বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। ভেবেছিলুম, খাতাপত্রগুলো আর সঙ্গে নেব না—শুনে মা নীরু কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে—ভাব্‌লে বুড়োবয়সের খেলাগুলো বাবা কোথায় ফেলে যাচ্চে। এগুলো নে ঈশেন!—ঈশেন!

ঈশান। কি বাবু!

বৈকুণ্ঠ। ছোটর উপর বড়র যে রকম স্নেহ, বড়র উপর ছোটর সে রকম হয় না—না ঈশেন!

ঈশান। তাইত দেখ্‌তে পাই।

বৈকুণ্ঠ। আমি চলে গেলে অবু বোধ হয় বিশেষ কষ্ট পাবে না!

ঈশান। না পাবারই সম্ভব। বিশেষ—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিশেষ তার নতুন সংসার হয়েছে—আর ত আত্মীয় স্বজনের অভাব নেই—কি বলিস্ ঈশেন—

ঈশান। আমিও তাই বল্‌ছিলুম।

বৈকুণ্ঠ। বোধ হয় নীরুমার জন্যে তার মনটা—নীরুকে অবু বড় ভালবাসে; না ঈশেন!

ঈশান। আগে ত তাই বোধ হত, কিন্তু—

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ কি এ সব জানে?

ঈশান। তা কি আর জানেন না? তিনি যদি এর মধ্যে না থাক্‌তেন, তা হলে কি আর বুড়িটা সাহস করত—

বৈকুণ্ঠ। দেখ্‌ ঈশেন, তোর কথাগুলো বড় অসহ্য! তুই একটা মিষ্টিকথা বানিয়েও বল্‌তে পারিস্‌নে? এতটুকু বেলা থেকে আমি তাকে মানুষ করলুম,—একদিনের জন্যেও চোখের আড়াল করি নি,—আমি চলে গেলে তার কষ্ট হবে না—এমন কথা তুই মুখে আনিস্‌ হারামজাদা বেটা! সে জেনে শুনে আমার নীরুকে কষ্ট দিয়েছে! লক্ষ্মীছাড়া পাজি, তোর কথা শুন্‌লে বুক ফেটে যায়!

("ভাব্‌তে পারিনে পরের ভাবনা" গাহিতে গাহিতে বিপিনের প্রবেশ।)

বিপিন। ভেবেছিলুম ফিরে ডাকবে। ডাকে না যে! এই যে বুড়ো এইখেনেই আছে। বৈকুণ্ঠ বাবু আমার জিনিষপত্র নিতে এলুম্‌। আমার ঐ হুঁকোটা, আর ঐ ক্যাম্বিসের ব্যাগটা। ঈশেন শিগ্‌গির মুটে ডাক।

বৈকুণ্ঠ। সে কি কথা—আপনি এখানেই থাকুন! আমি করযোড় করে বল্‌চি আমাকে মাপ করুন্‌ বেণী বাবু।

বিপিন। বিপিন বাবু।

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, হাঁ, বিপিন বাবু! আপনি থাকুন—আমরা এখনি ঘর খালি করে দিচ্চি।

বিপিন। এ বইগুলো কি হবে?

বৈকুণ্ঠ। সমস্তই সরাচ্চি। (শেল্‌ফ হইতে বই ভূমিতে নাবাইতে প্রবৃত্ত)

ঈশান। এ বইগুলিকে বাবু যেন বিধবার পুত্রসন্তানের মত

দেখ্‌ত—ধূলো নিজের হাতে ঝাড়ত—আজ ধূলোয় ফেলে দিচ্চে! (চক্ষু মোচন)

বিপিন। কেদারের ঘরে আফিমের কৌটা ফেলে এসেছি—নিয়ে আসিগে! "ভাব্‌তে পারিনে পরের ভাবনা লো সই!"

(প্রস্থান।)

তিনকড়ির প্রবেশ।

তিন। এই যে পেয়েছি, বৈকুণ্ঠ বাবু! ভাল ত?

বৈকুণ্ঠ। কি বাবা, তুমি ভাল আছ? অনেক দিন দেখিনি।

তিনকড়ি। ভয় কি বৈকুণ্ঠ বাবু, আবার অনেক দিন দেখ্‌তে পাবেন। ধরা দিয়েছি; এখন আপনার খাতাপত্র বের করুন্!

বৈকুণ্ঠ। সে সব আব নেই তিনকড়ি—তুমি এখন নিশ্চিন্তমনে এখানে থাকতে পারবে।

তিনকড়ি। তা হলে আর লিখ্‌বেন না?

বৈকুণ্ঠ। না, সে সব খেয়াল ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি। ছেড়ে দিয়েছেন সত্যি বল্‌চেন?

বৈকুণ্ঠ। হাঁ ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি। আঃ বাঁচ্‌লেম! তা হলে ছুটি—আমি যেতে পারি?

বৈকুণ্ঠ। কোথায় যাবে বাপু?

তিনকড়ি। অলক্ষ্মী যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান্! ভেবেছিলুম মেয়াদ ফুরোয়নি—খাতা এখনো অনেকখানি বাকি আছে—শুনে যেতে হবে।—তা হলে প্রণাম হই।

বৈকুণ্ঠ। এস বাবা, ঈশ্বর তোমার ভাল করুন!

তিনকড়ি। উঁহুঁ! একটা কি গোল হয়েছে—ঠিক বুঝ্‌তে পারচিনে! ভাই ঈশেন, এতদিন পরে দেখা, তুমিও ত আমাকে মার মার শব্দে খেদিয়ে এলে না—তোমার জন্যে ভাবনা হচ্চে।

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। দাদা, কোথা থেকে তুমি যত সব লোক জুটিয়েছ—বাড়ির মধ্যে বাইরে কোথাও ত আর টিঁকতে দিলে না!

বৈকুণ্ঠ। তারা কি আমার লোক অবু? তোমারই ত সব—

অবিনাশ। আমার কে! আমি তাদের চিনিনে! কেদারের সব আত্মীয়—তুমিই ত তাদের স্থান দিয়েছ! সেই জন্যেই ত আমি তাদের কিছু বল্‌তে পারিনে। তা, তুমি যদি পার ত তাদের সাম্‌লাও দাদা—আমি বাড়ি ছেড়ে চল্লুম।

বৈকুণ্ঠ। আমিই ত যাব মনে করেছিলুম—

তিনকড়ি। তার চেয়ে তাঁরা গেলেই ত ভাল হয়। আপনারা দুজনেই গেলে তাঁদের আদর অভ্যর্থনা করবে কে?

অবিনাশ। বাড়ির মধ্যে একটা কে বুড়ি এসেছে, সে ত ঝগড়া করে একটাও দাসী টিক্‌তে দিলে না—তাও সয়েছিলুম—কিন্তু আজ আমি স্বচক্ষে দেখলুম, সে নীরুর গায়ে হাত তুল্‌লে—আর সহ্য হল না—তাকে এইমাত্র গঙ্গা পার করে দিয়ে আসচি!

ঈশান। বেঁচে থাক ছোট বাবু—বেঁচে থাক!

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ, তিনি ছোট বৌমার আত্মীয়া হন্—তাঁকে—

তিনকড়ি। কেউ না, কেউ না, ও বুড়ি কেদারদার পিসি। ওকে বিবাহ করে কেদারের পিসে আর বাঁচতে পারলে না—বিধবা হয়ে ভাইয়ের বাড়ি আস্‌তে ভাইও মরে' বাঁচ্‌ল, এখন কেদারদা নিজের প্রাণ রক্ষে করতে ওকে তোমাদের এখানে চালান করেছে!

অবিনাশ। দাদা, তোমার এ বইগুলো মাটিতে নাবাচ্চ কেন? তোমার ডেক্‌সো গেল কোথায়?

ঈশান। এ ঘরে যে বাবুটি থাকেন বই থাক্‌লে তাঁর থাক্‌বার অসুবিধে হয়, বড় বাবুকে তিনি নুটিস দিয়েছেন—

অবিনাশ। কি ! দাদাকে ঘর ছেড়ে যেতে হবে !

বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। "ভাব্‌তে পারিনে পরের ভাবনা"—

অবিনাশ। (তাড়া করিয়া গিয়া) বেরও, বেরও, বেরও বল্‌চি, বেরও এখান থেকে—বেরও এখনি—

বৈকুণ্ঠ। আহা, থাম অবু থাম, কি কর—বেণী বাবুকে—

বিপিন। বিপিন বাবুকে—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিপিন বাবুকে অপমান কোর না—

তিনকড়ি। কেদারদাকে ডেকে আন্‌তে হচ্চে—এ তামাসা দেখা উচিত।

(প্রস্থান)

(ঈশান বিপিনকে বলপূর্ব্বক বাহির করিল)

বিপিন। ঈশেন একটা মুটে ডাক—আমার হুঁকো আর ক্যাম্বিশের ব্যাগটা— (প্রস্থান)

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, হারামজাদা কোথাকার—ভদ্রলোককে তুই—তোকে আর—

ঈশান। আজ আমাকে গাল দাও, ধরে মার, আমি কিছু বল্‌ব না—প্রাণ বড় খুসি হয়েছে।

কেদারকে লইয়া তিনকড়ির প্রবেশ।

কেদার। ওর নাম কি, অবিনাশ ডাক্‌চ ?

অবিনাশ। হাঁ—তোমার চুলো প্রস্তুত হয়েছে, এখন ঘর থেকে নাব্‌তে হবে !

কেদার। তোমার ঠাট্টাটা অবিনাশ অন্য লোকের ঠাট্টার চেয়ে—ওর নাম কি—কিছু কড়া হয় ;

বৈকুণ্ঠ। আহা, অবিনাশ, তুমি থাম!—কেদার বাবু, অবিনাশের উদ্ধত বয়েস—আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে ওঁর ঠিক্—

অবিনাশ। বন্‌ছিল না! তাই তিনি তাঁদের হাত ধরে সদর দরজার বার করে দিয়ে এসেছেন—

তিনকড়ি। এতক্ষণে আবার তাঁরা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেছেন—সাবধান থাকবেন—

অবিনাশ। এখন তোমাকেও তাঁদের পথে—

তিনকড়ি। ওঁকে দোসরা পথ দেখাবেন, সব কটিকে একত্রে মিলতে দেবেন না—

কেদার। অবু—ওর নাম কি—তা হলে আমার সম্বন্ধে করতলের পরিবর্ত্তে পদতলেই স্থির হল—

অবিনাশ। হাঁ—যার যেখানে স্থান—

কেদার। ঈশেন, তা হলে একটা ভাল দেখে সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়ি ডেকে দাও ত!

তিনকড়ি। ভেবেছিলুম এবার বুঝি একলা বেরতে হবে—শেষ, দাদাও জুট্‌ল। বরাবর দেখে আস্‌চি কেদারদা, শেষকালটা তুমি ধরা পড়ই, আমি সর্ব্বাগ্রেই সেটা সেরে রাখি—আমার আর ভাবনা থাকে না!

কেদার। তিনকড়ে! ফের—

বৈকুণ্ঠ। কেদার বাবু, এখনি যাচ্চেন কেন? আসুন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিন্—

তিন। তা বেশ ত, আমাদের তাড়া নেই!

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন!

IMPERIAL LIBRARY
BENGAL LIBRARY 5. MAY.1908 WRITERS' BUILDINGS